## ञ्रुल।

#### [কথা-উপস্থাস]

## শ্রীবৈভানাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

ভটাচার্য্য প্রণীত।

----:#:----

মহেশপুর, ঠাকুরবাড়া।

( যশোহর )

ফাব্রন, ১৩৩০ সাল।

মূল্য ১, এক টাকা মাত্রা।

ক্ষেণুর পো: ( যশেহর )
"অস্ত্যন্ত্রন-কার্য্যালহা" হইতে
ব্রৈয়োমকেশ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রিন্টার—শ্রীশনিভ্ষণ পাল,

শুনুট্কাফ্ প্রেস্,
১৯নং বলরাম দে ষ্ট্রাট,—কলিকাতা

### উৎদর্গ পত্র

-----

প্রীহান্ শস্তুসম্পদ ভট্টাচার্য্য বিএ, কর-কমলে।

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবঃ তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রান্ডা সহোদরঃ।" তুমি নহ কভু স্বথের বন্ধু

হঃখের ভীম যাতনা মাঝে সাস্ত্রনা দিতে প্রাস্ত পরাণে

কর-রেখা তব সতত রাজে।

জীবনের পথে স্থ্য তুখ ভাগ

আপনার মত বাঁটিয়া লহ—

স্থারে সময়ে দাড়াইয়া পাশে—

তুঃখেও কাছে দাঁড়িয়ে রহ।

সংসার-মরু পাস্থ-পাদপ

কাজিকত তুমি প্রাণের ভাই— ব্যথিত বেদক জীবনের <sup>প্</sup>তুলে"

তব হাতে তুলে দিলাম ভাই।

মহেশপুর বাগন্তী পঞ্চনী

ভোমার—দাদা।



# \* প্রতিপহার 🗱

......

**a**.....

তারিখ-----

<



#### ----

#### সুন্থিরের কথা—

বলতে কেমন হাসি পাচ্ছে—ভাব্তেও লজ্জা হচ্ছে যে—আমার
প্রথম জীবনটা ছটি চির আপনার প্রেমময় ক্ষৃথিত হদয়ের ডাক—
পিয়নের কাজ করে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। পিয়ন বা হরকর।
বললেও ঠিক বলা শেষ হোল না, মোটের উপর আমি হয়েছিলাম—
তাদের ছ'জনের প্রণয়-সমরে সন্ধিবিগ্রহের সমর দ্তের মত—বিশাস
আলোচনায় বন্ধর মত—আবার মীমাংসা করতে সালিশের মত।

তারা প্রত্যেকে অপরের যেটি দোষ বলে ধরে নিত—আগে
বিপক্ষ এসে দোট, আমার কাছে ঘোষণা করত। আমি চুপ্ করে
ধাক্লেও আমাকে কথাটি মানিয়ে নেওয়ার জন্তে ঝুড়ি ঝুড়ি যুক্তি
ভকের জালে ছেয়ে ফেল্ত। যতকণ পর্যান্ত না আমি একজনকে জয়পতাকা ব তাম ততকণ পর্যান্ত আর আমার নিতার
ছিল না।

#### ভুল

এই রক্ষে তারা আমাকে আপনার করে নিয়েছিল; এটুকুতে কোন সঙ্কোচ নেই, লজ্ঞা সেইখেনে যে তারা আমাকে নেহাৎ ছেলে মান্ত্য ভাবত। ঠিক করেছিল আমি কিছু বৃঝ্তে পারি নে, তাই তাদের সব কথাই সরলতার ছাঁচে ঢেলে সরল করে দেখি। সংসারীর মত দেখি নে।

আমি যখন তাদের মাঝখেনে এসে পড়ি—তখন বান্তবিক দৈছিক কিছু ছেলে মান্তব ছিলাম। বর্ত্তমান উনবিংশ শতান্দীর নতেলের প্রভাবে মানসিক কতকটা অকাল পক্ক অর্থাৎ ইচড়েপাকা যুবকে পরিণত হয়েছিলাম।

আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় এইটুকু যে ছোড়দিদি আকৃতিতে আমার চেয়ে মাথায় অনেক ছোট—প্রকৃতিতেও সে গুব হাল্কা—বয়সেও আমার সমান ছিল, তবে নেয়ে মান্বের জাত্ সব সময়ে ঠিক চেনা যায় না, তথাপি সে ভাবত—আমি কিছু ব্রিনে আর সে সব বোঝে।

বরং বলা যেতে পারে ভোলানাথ বাবুর কথা। তিনি আমার চেরে বরণে ও নাথায় বিলক্ষণ কিছু বড়। কাজেই তাঁর দেওয়া অপমান ও অবহেলাটা মাথা পেতে নেওয়া আমার কাছে তত কষ্টকর ঠেকত না।

তবে এক জারগায় আমার মাথা আপনিই নত হত—দে তার প্রতিভার কাছে। এত তার উপস্থিত বৃদ্ধি ছিল—তার মত কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার ক্ষনতা—আমার জান্তি কোন ছেলে বা মেয়ের মধো ছিল না আর সেই সব কথা এত সোজা ও সরল করে এছিধাহীন তাবে বৃঝিয়ে দেয় যে বিক্লবাদীকে সেখেনে মাথা নোয়াতেই হবে। তার নতটা এমনতাবে ক্রমে ক্রমে আমার বিদ্যোহী হৃদয়ের মাঝখেনেও একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল।

আনি যেদিন প্রথম 'বাসন্তীভিলাতে' আসি—সেইদিন আমার
ন্যসী এই মেয়েটি প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুদ্ধির ছাপা
চার মুখে চোখে বেশ একটু স্পষ্টভাবে আকান আছে। চেহারাতে
্দিও সে সৌন্দর্যোর সাম্রাজ্ঞী না হতে পাক্ষক—তব্ ও এমন একটি
ভাব ছিল যাতে মানুষের দৃষ্টি সহজেই টেনে নিতে পারে।

আমাদের হিন্দুরা মান্ধাতার আমল হতেই মেয়েদের স্থনজরে দেখতে শেখন নি। শান্তকর্ত্তা খুব উচু গলায় নারীপূজার ব্যবস্থা দিলেও সমাজ চিরদিন নারীকেই পুরুষপূজার বলি করে আস্ছে। কিন্তু এ'বাড়ীর এইটুকুই বিশেষ ——এখেনে নারীর আসন বেশ একটু-খানি অচল আর উচুতে। রামি কির বাবুর অনেকগুলি ছেলেপিলে গাক্লেও বাড়ীর নামটি মেজদিয় নামে 'বাসন্তীভিলা' রাখায় বোঝা নায় মেয়েতে তাঁর হতাদর ছিল না।

বাস্তবিক মায়ের জাতির তরফ হতে করুণার আস্থাদ যত বেশী পরিমাণে পাওয়া যাঁয় তত আর কোনখেন থেকে পাওয়া যায়ৢ না। মথন ভাগ্য বিভাজ্তি হয়ে পথে পথে ঘুরছিলাম—তথন শত পুরুষের দৃষ্ট আমাকে করুণার কণা দানেও বাধিত করে নি। সে কি শুভক্ষণ জানি নে—কুৎ-পিণাসাতুর বালককে ছোজ্দিদি নিজের

#### ভুপ

বাড়ী ডেকে এনে আজীবনের স্থান করে দিলেন। কি স্থন্দর তার বদম! বাস্তবিক যে স্থন্দর হয়—তার সবই স্থন্দর! কেউ বলে তার মুখ স্থন্দর—কেউ বলে তার চোখ স্থন্দর। আর আমি বলি সব চেয়ে তার স্থন্দর ছিল—সরল হাসি আর তার সঙ্গে মৃত্যন্দ গাওনা। ও ছটো যেন তার ঠোটে লেগেই রয়েছে।

কোন দিন তার মুখটা একটু কালো দেখতে পেলাম না। এ'দিকে ত' মাওড়া মেয়ে। কিন্তু কাজে দেখা যায় ঠিক উপ্টো।

কেবল হাসি—কেবল গান—কেবল নভেল; এই তার ভরসা। ভেবে পেলাম না—কি তার আইডিয়া—মিরান্দা না শকুন্তলা রেবেক। না আয়েষা—প্রাচ্য কি পাশ্চাতা।

বেশ নিশ্চিন্তভাবেই—হাসির ব্যবসা—ললিত কলা নিয়েই থেন সে এসেছে। এতেই বুঝি তার আবিভার—এই জন্মেই তার দরকার—আর সব শেষে এই যেন তার চুড়ন্ত প্রতিষ্ঠা।

একটা কথা এখেনে বলে রাখি— সে আক্তৃতিতে খাটো ছিল বটে— কিন্তু তাই বলে কথাতে মোটেই খাটো ছিল না। তার কথা শুলো তার বয়সের এবং দৈহিক পরিমাণের চেয়ে বড় বেশী লম্বা চ প্রড়া। এইজন্তে প্রবাণের ভেতর হ'একজন তাকে বুড়ী বলে ডাক্ত্বেন। তাই বলে নবীনেরা সে রকম ডাক্তে পারত না। থেছেতু তাদের ততথানি বুকের পাটা ছিল না।

তার কথাগুলি বেশ তক্তকে ও ঝরঝরে। যদি কথার ব্যবসা একটা বড় ব্যবসা হত—তা হলে সে কারবারের ধনে দে রাঙ্গা হয়ে বেত। কিন্তু কথার উপরে বোধ হয় কোন মহাপুরুষের অভিসম্পান্ত আছে। তাই কথার ব্যবসাতে সে কিছু বড় একটা করে উঠ্তে পার্ল না, তার কথাগুলি আমার কাছে ঠেক্ত যেন— অস্থানে বাজে খরচ হচ্ছে—ঠিক বুঝি বেনা-বনে মৃজ্যে ছড়ানোর মত।

#### লহবীর কথা।

কেন বল্তে পারি নে, আমার জীবনটা ঠিক বয়সের মত সংসারের সঙ্গে থাপ থাছে না। এরা কি চায় ? আমায় এরা কি হ'তে বলে ? আর আমার দীনতাই বা ঠিক কোন যায়গায়—তা' বল্তে চাবে না—শোধরাবার চেষ্টা করবে না,—কেবল অপছন্দ হলে ঘাড় ভ'জে বিরক্তির ভারটা ম্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে যাবে।

সবটুকু সহা যায়। এই সহাটাই বুঝি পৃথিবীর ধর্ম। মেজদি
আমায় বল্ছিলেন—লহর, মেয়েমাকুষ হয়েছ সছ কর্তে শেখ।
কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। তখন তার জলে যদি ছকুল পুরে
ওঠে—নালা করে বার করে না দিলে সে সব ভাসিয়ে দেৰে। এ
ংচছে স্বভাবের আইন।

আমি আগে ভেবেছিলাম—মূখে ছিপি এঁটে থাক্লে এরা কৈছু বল্বে না। 'বোবার শক্র নেই'—এ'কথার একটা মানে আছে। তা

#### ভূকা

না হলে সে কেমন করে একটা দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু সে বুঝি পুরোণ বাংলার কথা—নতুন বাংলা তার হাল ছেড়ে দিয়েছে।

জন্ম নিলেই যে বিয়ে করা জীবনের একটা সর্ভ হয়ে দাঁড়ায়—এটা অসহ হলেও পরিপাক করা চলে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীলোকের যে বিয়ের নির্দিষ্ট একটা সময়ও বাঁধা থাকবে—এটাকে আমি কোন ক্রমেই মান্তে পারি নি'। আমার বিয়ে সম্বন্ধে বিজলী বাব ও পিসিমার দৃষ্টি যে এত তীক্ষ ও সজাগ হ'য়ে উঠেছে সেটা বেশ অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু তাঁদের ঐ মতবাদগুলো তথনই বড় থারাপ লাগে— যথনই তাঁরা নিয়ম ও জোর করে গড়া কর্তুব্যের দোহাই প্রেড আমায় বেঁধে কেলতে চান।

এ' জগতে এক শ্রেণীর মাম্ব্য আছে—যারা খুঁচিয়ে কথা বের করে। সমালোচনাই তাদের প্রাণের জিনিষ, সেটাও বেশীর ভাগ মন্দের দিক দিয়ে যায়। লোকের ভালোটা তাদের চোথে পড়ে না। তার কারণ এই মাত্র ধরা যেতে পারে—তাদের মনের উপর বিবেকের জ্যোতির চেয়ে পাপের কালিমার অধিকার বেশী। পূর্ণিমার আলো তাদের চোথে সয় না। তারা অমাবস্থার অন্ধকারকেই ভালবাসে।

আছে৷ এরা কি মাকুষ! হোক্ না আমার বয়স তেরো;
তাত্তে কি আসে যায়! যদি ভোলানাথ বাবু পড়ান ভালো—
আমারও লাগে ভালো—তবে তাতে দোষ কি? আমি ত' তার



সঙ্গে কাব্য-আলোচনা ছাড়া আর কিছু করিনে। তবু এমনি হুর্জাগা যে কেউ টিপ্সনি কাট্তে ছাড়ে না। পিসিমা বলেন—তার না হয় একটা মানে ধরে নেওয়া যায়। কেন না—তারা সাবেক তদ্ধের মাস্থয়। সাবেক চাল চলন একটু নড়ন চড়ন দেখ্লে—তাঁদের আঁতে গিয়ে ঘা লাগে। কিন্তু এতে বিজলী বাবুর হাত দেওয়ার কি দরকার? আমি মেয়ে মাস্থই হই আর পুরুষই হই তাতে তাঁর ত কিছু আস্ছে যাচ্ছে না—তবে এ' তাঁর কি থেয়াল?

অথবা মান্থ্য জাতটাকেই ঠিক চেনা বায় না। যেদিন স্থান্থ্যিকে বাড়ী আনি। তথন মেজদি আমায় বল্লেন—'হাঁরে, একি করেছিস?' তার চেয়ে ওকে ছটো খাবার কিছু পয়সা ও একখানি কাপড় দিলেই ত' পারতিস; একেবারে বাড়ী টেনে আনার কি দরকার?' বাবা কিন্তু হাস্লেন কিছু বল্লেন না। আজও দেখছি ঠিক মাস মাস ওর মাইনে, বছর বছর ওর বইয়ের দাম বেশ নিয়মমতই দিয়ে যাছেন। আর পিসিমা তিনি ত চটেই লাল, বল্লেন—"এ বড় বিশ্বীরকম হোল। বামুন বাড়ী কায়েতের ছেলে পোষাবে কেন?' আজ হাসি আস্ছে—পুষিয়ে ত গেল।

আমাকে বড় কেউ ভালবাসেনা কেন? পিসিমার বিষনজ্ব ত সহু করতেই পারিনে,। মাঝে মাঝে বিজ্ঞলীবাবুর চাহনিতে কিছু বিশ্বতা থাকে বটে, কিন্তু কেন জানিনে, সংসা আবার তা' বদলে যায়, হঠাৎ অকারণে তার চোখের কঠোর দৃষ্টি আমার সহাতীত হয়ে উঠে। তবে মেজদিদি কিছু ভালবাসেন, কিন্তু তাতে আসে



যাবে খুবই কম। বে আমাদের উকিল বাবৃটি হরেছেন—ছদিন যে মেজদিদির সঙ্গে একটু আধটু হেসে কাটাব সে আর হওয়ার জাে নেই। অনেক অনেক স্থামী—ক্ষ্রী দেখেছি—কিন্তু এদের খােলা ক্ষে নি'; বিয়ের রাভিরের গাঁটছড়া আজও এদের খােলা

আছা আমার মন ভোলানাথ বাবুকে ঘিরে থাক্তে চার কেন ?
আর ব্বতে পারছি—আমার মন যা চায়, পিসিমা ও বিজলীবারর
ইচ্ছা তার বিপরীত পথে চালান। মনের সামনে মনের খোরাককে
ছেড়ে দিলে মনের পূর্ণতা বেশী হয়—না সেই খোরাককে সেখেন
থেকে সরিয়ে নিলে সে পূর্ণতা আরও বাড়ে ? কোনটাকে ওঁরা
সত্য ধারণা করে নিচ্ছেন—তা' আমি ব্বতে পাছি নে। কিন্তু
ওঁরা যাই ধারণা করুন—সে সত্যকে ওঁরা মনের হ্যারে কুটিয়ে তুলতে
পারছেন না।

ঠিক যেটি সত্য, মনকে তার কাছে মাসুষের মনের ভিতর যেটি কু থাকে সে বোধ হয় যেতে দেয় না। সে প্রায় মনকে নিজের অভিপ্রায়ের অকুকৃলে টেনে আনে। যদি মন কখনও তাতে একটু আখটু বেজার হয়—তথন সে এমন একটা কৈফিয়ং এনে দেয় যে—
মন তার ভেল্কীতে ভুলে পড়ে।

এই ভূলটাই মান্ত্রম জীবনের মোহ। সে মোহ পুবই শ্পষ্ট; ভূমি আমি যে কেউ ইচ্ছে করলেই ধরতে পারি। তবে সেই ইচ্ছাটা সব সময়ে সকলের হয় না। তার মূলে একখানি মাল্লময়ের



হাতের সত্তা অক্সভব করতে হয়। সেই হাতে চাকানা ঘুরলে এ চাকা আর ঘুরতে চায়না।

চাকা ঘুক্ক, আর না ঘুক্ক, তাতে আমার তত ক্ষতি ইত না—
বদি আমি নিজের মনটাকে বশে আন্তে পারতাম। লোকের
নিন্দেটাকে কেয়ার করি নে বলে লোকে আমাকে আরও বেশী
নিন্দে করে। সেই আমার কাছে একটা শুণ বলে বোধ হয়।
যেদিন এমনি হবে যে— ঐ নিন্দেরই মত স্থগাতি প্রভৃতি সবগুলিকে
লোকের চোখে না দেখে আপনার চোখে দেখ্তে শিখ্ব – সেদিন
আর আমার জীবনের চাকা ঘুরাতে আর একখানা হাতের দরকার
করবে না।

আমি পিসিমার কাছে যাব বলে উঠে দেখ্লাম—পিসিমার কাছে বিজ্লীবাবু ও ভোলানাথ বাবুবসে আছে। আমার আর যাওয়া হল না। যদিও আমি ছ'জনার একজনকেও লজ্জা করতাম না—বিশেযত লজ্জা করবার কোন দরকার ছিল না—কারণ ওরা ছোটকাল হতেই আমার খুব কাছে কাছেই আছে। আর আমিও ওদের দেখে দেখে কেমন দেখাটা সহু করে এনেছি। লজ্জা ত সেইখেনে যেখেনে নৃত্নতা—যেখেনে একটা অহুত কিছু। তবে আমি ঐ বিজ্লীবাবুটকৈ মোটেই দেখ্তে পারি নে।

দেখতে না পরার. একটা কারণ অবশ্যই থাকা উচিত। সেই কারণটি আর কিছুই নয়—কেবল হ'জনের প্রকৃতিগত অমিল। ভাষ হয় কেন? না—মানষের হৃদয়টা একলা থাকৃতে পারে না—

#### ভুল

সদাই আর একটার জন্তে কাতর হয়। কাজেই যেই আপনার সঙ্গে কত্কটা মিলে এমন একটা হৃদয় পায়—সেই অমনি ভাব করে বসে;—সে ভাবের জন্তে বেশী কিছুর দরকার নেই—দরকার কেবল একট্থানি দেখার।

আর শত শত বার দেখা হোক্ না কেন—যদি হাদয়গত ঐ
মিলটুকু না থাকে—তবে কিছুতেই ভাব হয় না। তার উপর
আবার ঐ বিজলীবার ছুতোয়-নাতায় কলে-কৌশলে আমার উপর
লেক্চার ঝাড়ত। তার লেক্চারের অনেক সময়ই মাথা মুঞু
কিছুই থাকে না, তব তার কামাই নেই—আমায় একবারে পেলেই
হয়। সে লেক্চারের শতমুখী বাঁধ একেবার খুলে যাবে; যেন আমি
নেহাৎ বয়ে যেতে বসেছি—আর তার বুঝি আসা পৃথিবীতে—
আমাকে শুধু রক্ষা করবার জন্ম।

#### বিজলীবাবুর কথা

একটা কাজ অক্সায় করে ফেলেছি—যথন ভজাদের দলের ধশ্পর হতে ভোলানাথকে এখেনে আনি—তথন এটা ঠিক মনে হয় নি—অবসরও পাইনি' হিসাব করে দেখতে বাঘের মুখ হতে কেড়ে এনে শিকার সাপের গর্ম্তে ফেল্ছি কি না।

#### ভুল

ভজাটা তাদের বসবার স্থানের নাম দিয়েছিল। বন্ধুনিলয় ঠিক সেই স্থানটার নামই যে বন্ধুনিলয় ছিল—তা' নয়। ওপানে একটি লাইবেরি ছিল, সেই লাইবেরির নাম দিয়েছিল বন্ধুনিলয়। সেথানেই সকলে একত্র হয়ে গল্পগুজব করুত ও বই পড়ত।

বন্ধু-নিলয় জায়গাটা ঠিক অতটুকু ছেলেদের জন্ম নয়। তারা অত বৃষ্ণতে পারে না—কোন্ জিনিষটা তাদের কত উপকারী। অত অনর্গল নভেল—অত স্রোতের মত গান—তারা সম্বো<sup>ন</sup>তে পারে না।

তাদের জন্ম সমস্ত জিনিষেরই মাত্রা চায়। মাত্রার কমতি ও বেশীতে যদিও প্রবীণের কাছে একটা ধরা ছোঁয়ার কিছুই নেই— তব্ও নবীনের প্রাণ তাতে কেমন করে। নবীনের কাঁচা সব্জের নেশায় সে আপনার মাথাটাকে ঠিক্ রাখ্তে পারে না। তার সেখানে জন্মকতে 'ভোট'।

এ কথাটা আজও কিন্তু ভেবে ঠিক করতে পারি নি'—এতে
আমার এত মাথার বাথা কেন ? যাদের বিষয় তারা যে কিছু ভাবে
বা—তাদের কিছু ভাবনার আছে—তার ত' চিহ্নও পাই নি'। এ যে
দেশ ছি যার বিয়ে তার মন নেই—পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই। কিন্তু
সতিাই কি তাই ? এর সঙ্গে আমার কি কোনও স্বার্থই নেই ? তা' না
পাক্ তব্ এ'বিষয়ে আমার দিক দিয়ে কিছু করবার আছে; কেন না
—ভোলানাথের নির্ভর অনেকটা আমার উপর। আমার কথা মতই
সে বন্ধুনিলয় ত্যাগ করেছে। তার আজও এমন ধারণা হয় নি,

#### ভূল

থে বন্ধুনিলয়ে দোবের কিছু আছে, তবু ছেড়ে দিল শুধু আমার কথার উপরই অটল বিখাস।

কিন্তু কাজটা আমি মোটেই মন্দ করি নি'—কারণ সেখেনে যারা আসেন—তাঁরা এক একজন এক একটি মূর্জিমান বিগ্রহ। কেউ বা আসেন—গল্ল করতে ও নভেল পড়তে; কেউ আসেন তাস খেলতে ও এয়ার্কি দিতে, আর কয়েকজন আসেন বদ্-অভিসন্ধিতে আর্থাৎ ছোট্ট ছোলগুলির মাণা খেতে।

এই রকম যেখেনকারের কাগু—সেখেনে যার মনের বল কম— দৈহিক শক্তি আদপেও নেই—তাকে কেমন করে ছেড়ে দেওয়া স্বায়।

সেদিন যথন ওদের বাৎস্ত্রিক সভাটা হয়, তথন মনোরঞ্জনের অত অফুরোধ সত্ত্বেও সে সভায় যায় নি; আমি কিন্তু মনোরঞ্জনের মনোরঞ্জনের জন্তে গিয়েছিলাম। এতে বেশ বোঝা যায়—আমার চেয়ে ওর কাজের সংকল্পটা কত দৃঢ় ছিল। আমি যতথানি কর্ব—ভার জন্তে আমায় ভাবতে হবে—উচিত অফুচিত—বিধি নিথেধ। আর দে যেখানি কর্বে—ভার জন্ত সে বেশী কিছু ভাববে না; কেবল দেখ্বে—ভার কাজটা ঠিক মত সময়ে সীমায় গিয়ে পৌচছে কি না। আমার কাজ ভেবে চিন্তে নানারক্ম অসামঞ্জন্যের —মনগড়া বিপত্তির মাঝে পড়ে একটা কিন্তুত্কিমাকার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভার কাজটা কাজই হয়, তবে ভাল আর মন্দ ভার বড় সেব্রুটা ধার ধারে না।

আর এদিকের ব্যাপার যদি ঘটে—হয় খুবই ভালো হবে নয়
খুবই মন্দ হবে। আমারও ত সন্দেহ ভুল হতে পারে, তবে একটা
বিষয়ে একটু কেমন কেমন মনে হয়—য়দি বাস্তবিক নির্দেষি—তবে
ব'ড়ের কিস্তিতে দাবা দিয়ে মাত সাম্লাবে কেন? এই খানেই ত
যত গোলমাল। এইটুকুই ত' প্রহেলিকা। জাের গলায় বেশ
করে ও জানাতে চায়—বেন ওর ভাবের মধ্যে কোথাও লুকােচুরি
নেই। কিন্তু ওর ঐ অস্বাভাবিক জােরটাই বেশী করে বলে দেয়
যে মনের মধ্যে বেশ একটু রং ধরেছে। আার ভালানাথের পড়ান
ভাল লাগতে লাগতে, তার যে ক্রমশং লােকটাকেও ভাল লাগ্ছে
এটা কিন্তু আমার নজর এড়াতে পারে নি; তবু মাঝে মাঝে
খটুকা লাগে। এই বুঝ্তে পারলে সব জলের মত সরল হয়ে
যাবে।

আছো, একটু বেশী করে লক্ষ্য রাথ্ব। তা' হলে আর আমার চোখটা এড়িয়ে যেতে পারবে না। বড় হাসি পার্চ্ছে—এ' কি আমার একটা কৈফিরৎ হচ্ছে—না সরাসরি করল জবাব দিছি। যাই হৌক্ না—তা' দিছি কাকে ?

মনকে—! তা' হলে মান্ধবের কাজের জন্তে তার একটা কৈফিষৎ তলব করতে অক্ততঃ পক্ষে মন নামে একজনও আছে। তবে কেন এত অনর্গল পতন? কৈফিয়ত দিতে হলেই ত' চারিদিকে বাঁধার দরকার। নইলে সে একটা কৈফিয়ৎই হর না।

#### ভুল

অশ্বনার মনে হচ্ছে—কৈফিয়ৎ জিনিষটা ঠিক মনকে চোখ ঠেরা। তা'না হলে তার আর কোন দরকারই করে না,—সে একেবারে যথার্থ সত্য নয়।

খুঁজলে আরও স্পষ্ট করে বোঝা যাবে যেখানে কৈফিয়ৎ— সেখানে মিথ্যা—সেখানে প্রবঞ্চনা; কৈফিয়ৎ যেন মিথ্যার বেড়া দিয়ে সত্যকে ঢেকে রেখেছে।

#### ক্র্ট্রীর কথা

ভূল নবই ভূল। ঠিক একটা ভূল যেন সমস্ত সংসারটা ছেয়ে রয়েছে। সেই ভূলের স্থান বৃঝি জগদীশ্বরেরও উপরে। সে যেন আপনার রঙান আঁচলখানি জগতের উন্মৃক্ত বন্দের উপরে বিছিয়ে দিয়েছে, বিধাতার যত কিছু আশীর্কাদ সব সেখানে এসে জমা হছেছে। তাই ভূলগুলো হয়ে পড়েছে—একেবারে রাবণের গুষ্টি। সংসারের অনাদি অনন্ত-ধারা থাক্তে তাদের ধ্বংস নেই।
 সেই জন্তে গর্কে তারা আপনাদের বিজয়-ধিবাণে ফু দিয়ে জানাচ্ছে, যে—তারা মরবে না—জগতের বুকের উপর তারা অমর।

মামুষ যতই ভাবুক—্যতই নির্ভূল হতে চেষ্টা করুক্—ভূল তাদের আরও পদে পদে ছেয়ে ফেল্বে—আসলের কাছে যেতে গিয়ে অনবরতই নকলকে ডেকে আন্বে, ক্রমে ক্রমে কর্মার—
অন্তকরণের দাস হয়ে মৌলিকতাকে চিরকালের জন্ম হারিয়ে ফেল্বে।
মজা আবার তার উপর এইটুকু যে—একবার মূল হারালে আর থেই
খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমারও হয়েছে তাই—জীবনের প্রথমেই খেই হারিয়ে ফেল্লাম—আর সে খেই খুঁজে পাছিছ নে। যেদিন বুঝ্তে পার্লাম—
অন্তটা ঠিক মুঠোর মধ্যে নেই;—সেইদিন হতে তার জ্ঞে একটা
ব্যগ্র চেষ্টা এসে পড়েছে—কিন্ত বোধ হচ্ছে—তা একেবারেই
বুখা।

পুরুষকার যদিও খুব বড় করেই বল্বে—চেষ্টাটা কথনও বিফল হতে পারে না। একটা ব্যাকুলতা—একটা প্রাণের দারুণ আবেগ তাকে আপনার গন্তবাস্থানে ঠিক নিয়ে ধাবে। এতে ভ্রান্তির অবসর নেই এমন উজ্জ্বল সত্যের কাছে ভূলের একটুও জায়গা নেই।

সতাই কি তা হলে পুরুষকার কবির কল্পনা? হতে পারে—
কিন্তু মামুহে মান্তে পারে না। কারণ তার স্বভাব তত নির্ভরশীল
নয়—সে একটা কিছু না করে থাক্তে পারে না। কাজের জন্তে
তার প্রাণটা উন্মুখ হয়ে, আছে—নেহাৎ যদি কাজ না পার
মিছামিছি কতকগুলো বাজে কাজ তৈরি করে নেবে—তব্ চুপ '
করে থাক্বে না।

় চুপ করে থাকা স্বভাবের উপর কারিকীর্ত্তি করা। ঠিক থেটা

#### क्रुव्न

স্বভাব সেটা কখনও ঝিম মেরে থাক্তে পারে না। তার আপনার সন্তাটা আপনিই ফুটে বেরুবে। যেখানে দেখ্বে বিপরীত— অনিয়ম—মোট কথা অসাধারণ গান্তীর্য্য—সেখানেই খুঁজলে পেতে পার—একটা অস্বাভাবিকের ছবি।

কিন্তু এ' অস্বাভাবিকের স্থলর 'ফটো' প্রতি ঘরে ঘরে অথবা প্রতি জীবে জীবে দেখতে পাওয়া যায়। সভ্যতার যতই ক্রমবিকাশ হচ্ছে—এটাও যেন ততই বেড়ে যাচছে। মান্থ্য আপনার নগ্ন চিক্রটা বিশ্বের সাম্নে ধরতে চায় না—ততটা সাহস তার হয় না। তাই ঢাকা দিতে গিয়ে একটা এমন কিছু করে ফেলে—যাতে আর সে আপনি ভালো করে ফুটে উঠ্তে পারে না,—কেন না তা' হলে সে সকলের সামনে থেলো হয়ে যায়।

এই ঢাকাটা ক্রমে চরমে উঠে গিয়েছে। এখন আমরা আরম্ভ করেছি—আপনার কাছে আপনাকে ঢাকা দিতে। সব চেয়ে ওইটাই হল—বেশী ধারাপ; কিন্তু গা-সহা হয়ে গিয়ে—ওটা হয়ে পড়েছে—অনেকটা শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে শোওয়ার মত—নিঃখাস আট্কালেও স্বস্তির খাতিরে ছাড়তে পারি নে—আমাদের কাছে যে স্থথের চেয়ে স্বস্তি বড়।

বোধ হয় বিজলী বাবৃও এখেনে একটা ঢাকার ফাঁকে নিজের ভাতনয় বেশ স্থচাকরপে করে যাচ্ছেন। নইলে এতদিন পরে পিসিমার আজ্কের হাব্ভাব্টা এমন হঠাৎ অসহনীয় ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল কেন ? বাস্তবিক বোঝা কঠিন। পিসিমা আজ আদরের ফাঁকে বল্চিলেন—তাঁরা যদি বলেন তবে বিজলীও আমাকে গ্রহণ করে তাঁদের ক্বতার্থ কর্তে পারে। কোনও দরকার নেই তার আমাকে গ্রহণ করে আমার পিতৃপক্ষকে ক্বতার্থ করার। যে নিজের বিয়ের অভিমত নিজের ভোরে না বলে ঢাকা দিয়ে বলতে চায়—তাকে লহরী কখনও পছন্দ করে উঠতে পারে না।

বাস্তবিক আমি এই আবরণটাকে একদিনের জন্মেও ভালবাস্তে পার্লাম না। সভ্যতা মাই বলুক্ না কেন—আবরণ জিনিষটাকে যতই উচুতে তুলুক না কেন—তবু সে ক্লব্রিম, ঈশ্বরের স্পষ্টির অনেক নীচে তার স্থান। নয়তা আসল অক্লব্রিম। তবে আজকাল আসল ঠিক চলে না, মেকিরই আদর বেশী।

ঠিক এই কথাটাই ভোলানাথের সঙ্গে সেদিন হল। স্থায়ের পথে—তর্কের যুক্তিতে দাঁড় করাতে গিয়ে সে কিন্তু অস্বাভাবিক জাের দিয়ে কথা বল্তে লাগ্ল। তাতেই আমার সন্দেহ হল—তার কথাগুলি ঠিক কিনা ? হয়ত তার মতে আমি সায় দিতান—তবে যেখেনে অস্বাভাবিকতার সঙ্গে দেখা হয়—সেখেনে আমার মতটা একেবারে উল্টো পথে চলে যায়। শত শত যুক্তির জালে—আর তাকে বেঁধে রাখা যায়না। ঠিক এই কারণেই ত বিজলী বাবুর সঙ্গে আমার মতের মিল হয় নাু—আমার ব্যবহারও খাপ্ খায়না।

আমি কিন্তু সেদিন কুমার-সম্ভব পড়তে পড়তে ভোলানাথকে সকলের সাম্নেই বলেছিলাম—"তোমার মধ্যে যেটুকু তুমি আছ— আমি তাকে যথেষ্ট সম্মান করি। কিন্তু যে জায়গাটা তোমার

#### ভুল

বিজ্ঞলী বাবুতে ভরে আছে—আমি তার ত্রিদীমানায়ও বেতে রাজি নই ি

মান্থবের ষেটুকু নিজন্ধ—দেইটুকুই লাগে ভাল। তার বেশী অর্থাৎ ধার করা কিছু জীবনের দঙ্গে মেশে না—শত চেষ্টাতেও তাকে খাপ খাওয়ান যায় না। উদ্ভরে ভোলানাথ এনে ফেললে জ্ঞানের কথা। সে বল্লে—জ্ঞান কখনও স্বতঃ পূর্ণ হয়ে ওঠেনা, সে পরিপূর্ণতার জন্মে পরের সাহায্য চায়।

যে কখনও অক্সভৃতির দিক দিয়ে ব্রুতে চায় না—সর্বাদাই 
বৃদ্ধিত খোঁজে—তাকে বোঝান সব চেয়ে কষ্টকর। কোনও কালে 
তর্কের একটা পরিপূর্ণ শেষ মীমাংসা হবে না। সকল সময়েই সে 
আপনার অঙ্গ বৈকলা ঢাক্তে পোষাকের মত বিশেষণ জুড়তে 
ওস্তাদ। তার বিশেষণ জোড়াও শেষ হবে না—তার স্থায়ী একটা 
আকারও গড়ে উঠ্বে না।

অনেক জিনিষ বাজারে এমন আছে—যা' যুক্তিতে পাওয়া যায় না। তার জন্তে যুক্তি ছাড়া আরও একটা জিনিষ চায়, যা' তার সত্যাসত্যটা ভাল করে বৃঝিয়ে দেবে। আমি তাকেই অসুভৃতি বলতে চাই।

কিছুতেই ভোলানাথ অস্কৃতিকে আমলে আন্তে চায় না।
আমি শুধু শুধু বকে গেলাম—ফলে আমার মুখ ব্যথা ছাড়া আর
কিছুই হল না। আমার এই ভাবে অনর্থক বকাটা স্থান্থিরের স্ম
না। সে বল্ল—"ছোড়দি, তুরি অত বকো কেন ? যে বুরুবে

967

না—তাকে শত চেষ্টাতেও বোঝান যায় না। হাজার চীৎকার করো—তা' তার কাণের ভিতর ঢোকে না।"

আমি মনে মনে একরকম ঠিক করেছিলাম—আজ এই কথা
নিয়ে পশ্চিতে ও ছাত্তীতে এক তরকা হয়ে যাবে। হয় ছাত্তী
জিত্বে—নয় পশ্চিত জয় পতাকা নিয়ে যাবে—ও ডিস্মিস্ রোজ
রোজ পছন্দ হয় না। তাই আজ ভর্কটা ঠিক চরমে উঠে
গেল। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম—
'আজ যদি সিদ্ধান্ত না হয়—তা' হলে আমারও কুমার সম্ভব
পড়ায় ইতি।'

ভোলানাথও তার বক্তব্যকে বেশ ফলিয়ে তুলেছিল; ঠিক সেই প্রবল তর্কের মাঝে বিজ্ঞলীবাবু এসে পড়লেন—তা'না হলে কোথার পিয়ে তর্কের শেষ হত—তা'কে জানে? মান্ত্র্য যথন আসে তথন তার উচিত একটা সাড়া দিয়ে আসা। কিন্তু এই লোকটা চুরি করে আস্তে পারলে, আর জানান দেয়না। কতদিন আমি বলেছি—তার এই স্বভাবটা ছেড়ে দেওয়ার জ্বন্থে—তব্ও সে কথনও আমার কথাটার কাণ করেন।

তার কথা কওয়ার আর একটা ধারা—লোককে ঘা দেওয়া।
প্রতিবারেই সে আমার ঐ কথার উত্তরে বলেছে—"তোমার
অনেক দৈন্ত আছে—মা' মেয়ে মান্তবের পক্ষে ধূব বেশী অশোজন।
আমি ত' কই কিছুই দেখুতে পাইনে; অথবা আছছিদ্র চোখে
পড়েনা।



সে এসেই একেবারে সরাসরি বলে বস্ল—"একেই বলে বৃঝি কুমার সম্ভব পড়ানো। ভোলানাথ, তোমার লজ্জা করে না—মেয়ে মান্তবের সঙ্গে তর্ক কর্তে।" ভোলানাথ একেবারে লাল হয়ে গেল—যেন তার এ লজ্জা রাথবার জায়গা নেই।

এতে আমি কিন্ত চুপ করে থাক্তে পার্লাম না। মাঝে পড়ে বলে বল্লাম—''কেন, মেয়ে মাস্থুৰ কি বাণের জলে ভেসে এসেছে ? যদি তার মধ্যে কিছু থাকে—তবে পুরুষে কেন না সেটা নিতে চেষ্টা করবে; কেনই বা না তাতে কাণ দেবে! এ তোমার পক্ষ টেনে কথা কওয়। জাতি মাত্রেই কেউ কখনো উচু বা নীচু হয় না। তাতে বাবহারই একনাত্র কারণ।"

চোখ রাঙা করে বিজলীবাব আমার পানে তাকাল। মানার গা তথন রাগে 'রিফ-রিফ' করছিল। সে যথন বলে—"তুমি চুপ করে থাক না লহর—সব তাতে কথা কতে যেওনা। অধিকারের একটা সীমা আছে। তা' ছেড়ে গেলে—তার কদর একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।" আমি তথন তার মুখের উপর ঠিক উচিত মত উত্তর দিতাম, কিন্তু তা' হলো না; বিজলীবাব্র শাঁস বার করা চীৎকারে পিসিমা এসে হাজির হলেন—কাজেই আমায় শাস্ত মেয়েটির মত চুপ করে থাক্তে হল। পিসিমা জিজ্ঞাসা কর্লেন— "বাঁপার কি বিজলী ?"

বিজ্ঞলীবার উত্তর দিল—"ছাখ পিসিমা, লহরীকে আর কুমার সম্ভব পড়তে দেওয়া উচিত নয়। ওর ভিতর নারীত্ব কিছুই ফুটে



উঠ্ছে না — পুরুষের সংস্পর্শে খাটি পুরুষ মাসুষ হয়ে পড়ছে, সেটা ভাল নয়।"

যথন ওঁরা হ'জনে ঠিক করলেন—আমার আজ হতে কুমার সম্ভব পড়া রদ হয়ে গেল। স্থান্থিরও সেই সিদ্ধান্তের অন্ধুমোদন করল। ভেঁপো তের বছরের ছেলে একবারও ভেবে দেখল না—যে অধিকার সম্বন্ধে মত প্রয়োগ করতে সে আজও অনধিকারী। এখনও তাকে সাবালকের গণ্ডিতে গিয়ে পৌছতে পাঁচ বছর লাগ্বে। আর সঙ্গে সঙ্গোলানাথও চুপ করে থেকে জানিয়ে দিল—'মৌনং সম্মতিলক্ষণং।' তখন আমার সব চেয়ে রাগ হয়েছিল ভোলানাথের উপর। সে কি বেটা ছেলে ও একটাও কণা বল্তে পাবল না—আঁকানো ছবির মত কাট হয়ে বসে রইল।

রাগ আর সামলাতে পারলাম না; ভাল করে জানিয়ে দিয়ে ঘর হতে বার হয়ে পড়লাম—'আমি কুমার-সম্ভব পড়্ব—আর কেউ তা' আট্ কাতে পারবে না।'

#### ভোলানাথের কথা।

মনে ভাবি এক—হয়ে পড়ে আর। ইচ্ছে সংসারের সকলকেই সম্বন্ধ রাখি —শেষে কিন্তু কুল রাখাও হয় না প্রামও থাকে না।

#### ভূল

ছোট্টকাল হতে রাম শ্রাম যত্ন সকলের মন রাখ্তে গিয়ে কেবল রামের মনও রাখা হল না।

বাস্তবিক পুরুষের মনে অতটা ছুর্কলতা লক্ষার বিষয় হওক্ষা উচিত। কিন্তু আমার দে ভাবে একটা কিছু সন্ধাচ আদে না; একবারও মনে হয় না—আমি এত ছুর্বলতাকে প্রশ্রম দিই কেন? কেবলই মনের মাঝে উকি মারে—এটা করলে ও রাগ করবে— ও'কাজটা করলে দে রাগ করবে—এই রকম।

কই ? কোনও দিন ত' ভাবতে পারি নি'—ওরা রাগ করবে ভাতে আমার বয়ে গেল। যে রাগ করবে—দে না হয় ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। তার বেশী ত' কিছু করে উঠ্তে পারবে না। তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি হবে কি ?

বিজ্ঞলী আমার উপর চটেছে। সে আমাকে 'বাসস্তী ভিলা'
যেতে বারণ করেছিল—আমি তা' শুনি নি'। আমি যে নিছক
শুধু শুধু তার কথা শুনি নি'—তা' নয়। আমি অনেক ভাবলাম।
ভেবে যখন তার উদ্দেশ্রটা বার করতে পারলাম না, তখন কেন
অনর্থক তার এ' বাজে কথা শুন্ব। না শোনার আর একটা
কথা হচ্ছে—লোকে বলে থাকে যে আমি বিজ্ঞলীর ইঙ্গিতে
চলি—আমি যেন তার হাতে গড়া পুতুল। লহরী এই কথাটা
বরাবরই সমান ভাবেবলে আস্ছে—আমি তা' বড় কেয়ার করতাম
না। কিন্তু ঠিক ওই কথাটা সেদিন বিনয় শুনিয়ে দিল।
ভক্ষাও প্রায় বন্ধনিলয়ে না যাওয়ার জন্মে ওই ভাবেরই কথার

পৃষ্ঠে বলেছিল—"তোমার ইষ্টিমন্ত্র দাতা বিজলী কিন্তু নিজেই গিয়েছিল"।

না, এ সব ঠিক সহা হয় না। সে আমার ইষ্টিদেবতা হতে যাবে কেন? জগতে ত' আরও অনেক মান্ন্র আছে—এমন অনেক প্রতিভাশালী আছেন, যাদের সর্ব্বতোম্থী প্রতিভা দেখলে—হাদ্য আপনিই পুলকে পুরে ওঠে। তবে একটা কথা হচ্ছে—ওর মধ্যে মান্ত্রর আছে। সেই মান্ত্র্যকে আমি একটু' আঘটু' ভাল রকমই শ্রদ্ধা করি। যেখেনে শ্রদ্ধা ঢালা উচিত—সেখেনে তার অনিয়ম দেখান বড় অক্সায়। স্থতরাং আমি অক্সায়ের পক্ষপাতী হব কেন?

তোমাদের বুঝি হিংসা হয়। তা' কি করবে—এখন হতে সাধনা করো—যাতে অক্সজন্মে ওর মত অনক্স-চর্ল ভ গুণগুলি পেতে পার। তোমার 'ভাঁড়ে ভবানী' তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করতে যাব কেন? শ্রদ্ধার জন্ম একটা আকর্ষণী শক্তি চাই—তা' তোমাদের কই?

তার মহৎ দোষ হচ্ছে—দে সকলকে চালাতে চায়। এই রাজস-প্রবৃত্তিটা আমি কিন্তু দেখতে পারিনে। সে যখন আমায় বন্ধু-নিলয় ত্যাগ করতে বলেছিল—তখন যদিও তার—'কম্যাণ্ডিং টোনের' [•Commanding toneএর ] উপর অপ্রদাসবেও বন্ধু-নিলয় ত্যাগ করি—তার প্রধান কারণ বন্ধু-নিলয়ে দোষ দেখতে না পেলেও সেখেনে যে দোষ থাক্তে পারে প্র

#### **ক্লু**তন

সম্ভাবনাট। আমার মনে বেশ স্পষ্ট করেই উঠেছিল। সেই স্পষ্টতার খাডিরেই বিনা-বিচারে বন্ধু-নিলয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করি।

আজ আবার সে 'বাসস্তী-ভিলা' ত্যাগ করতে বলে। এবার আমি তার কথা সহজে মান্তে পারিনে। কারণ আমি ব্রুতে পারছিনে—'বাসন্তী-ভিলা' আমার এমন কি অপকার করতে পারে? না—না—'বাসন্তী-ভিলার' অপকারের করনা করাও মহাপাপ।

মান্ধ্য ঠিক একা চুপ করে থাক্তে পারে না। একেবারে একলা—সঙ্গীছাড়া মান্ধ্য আমি একটিও ত' দেখিনি'। যার যেমন ইচ্ছে—সে তেমনই সঙ্গী গড়ে নিয়ে থাকে; এর মধ্যে কোনও নৃতন কথা নেই। যেখেনে তাকাবে সেখেনেই দেখ্বে তাই।

কেন—বিজলী ত' নিজেই যে সব দল আমাদের ছাড়তে বলে-—সেই সব দলে অনায়াসে গিয়ে মেশে। হতে পারে যে তার মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই। তবু কথার দাম বেশী হয় তাদের—যারা কথার মত কাজ করে। কাজে এক কথায় আর এ' শুধু মানুষকে খেলো করে দেয়।

এর জ্ঞান্ত তাকে আমি কিছু বলব না। তাতে মাঝ হতে হবে এই—দে একটা বিরাট তর্ক বাঁধিয়ে তুল্বে—যার মীমাংসার জ্ঞান্তে একটা জীবন কাটালেও সিদ্ধান্ত হবে না: যারা অক্সভৃতিকে মোটেই মানে না—তাদের কাছে কথা বলতে যাওয়া নেহাৎ আহামুখী। যেমন চরিত্রের জ্ঞাে তুমি লােকের হৃদয় আকর্ষণ



করতে পার—তেমনই কিন্তু এই তর্কের জন্ম একটা দ্বণাও তোমার পাওনা হ'তে পারে ? কে বল্বে কোনওখানে তোমার পাওনা ও' রকম কি না।

তোমার প্রবৃত্তি চালাতে চেষ্টা করবে কেন ? তুমি যে ভাবে জীবন গড়ছিলে - সে ভাবটিকে ঠিক রাখতে পারলে আপনিই অনেকে তোমার পথে চলবে। বলে রাখা ভাল - এর জন্তে চেষ্টাকে ডেকে আন্লে চলবে না। তা' হলে ক্সক্রিমতা আপনা হতে এসে পড়বে। যেখেনে ক্সক্রিমতা—সেখেন হতে ভক্তি শ্রদ্ধা দূরে চলে যায় কেবল আসে একটা কাজ উদ্ধারের জন্তে স্বার্থে ভরা প্রাণহীন তোষামোদ, সে নেহাৎ অলীক। তার বস্তুত্বের হানির পক্ষে—

ই একমাত্র প্রধান যুক্তি যে সে মিথাার আবরণে চিরকালই ঢাকা।

যতই ভেবে দেখি ততই আর কুল পাইনে—ততই ইচ্ছা বলে—
না ত তোমার এ' মতে চলতে পারি নে। তাই কি হয় ? প্রবাসের
সঙ্গাহীন জীবনকে একমাত্র আনন্দ দিতে পারে—ঐ 'বাসন্তীভিলা'। সে যে চোখের সামনে স্বর্গের অপরূপ শোভা এনে
দিয়েছে—কবির কল্পনা বুঝি সেইখেনেই থেমেছে—চিত্রকরের তুলি
তার চেয়ে মনোরম ছবি আর অশকতে পারে না।

পিসিমার এত অধনর যত্ন—বাসস্তীর অনাবিল আশীর্কাদ— রামকিষ্কর বাব্র হাদয়ের সঞ্চিত স্নেহ লহরীর অকপট ভক্তি কি উপেকার জিনিষ ? পৃথিবীর এই ত' সার—এতেই ত' মধুরতা—

#### ভুল

এই দ্বেহমাথা প্রীতিই ত' তার স্বর্গীয় সৌরভ—কবির কাব্যও এইখেনে পৌছিয়ে অবশেষে বিশ্রান্তি লাভ করেছে।

ভধু কেবল তোমার একটি কথায়—মিছে 'তোমার ভালর জন্তে বলছি'—এই ভাবী ভালর লুক্ক আশায় এত প্রস্থনের মত কোমল হৃদয়গুলিকে দলে আগতে পারি নে। নির্দ্ধম স্বার্থপরতার উজ্জ্বল দৃষ্টাপ্ত একমাত্র 'মেসের' বৃক কামড়ে পড়ে থাক্তে পারি নে। এতে তুমি অনর্গল নিন্দা কর—আমি মাথা পেতে নেব; তুমি ঝুড়ি ঝুড়ি বাগজ্জ হানো—আমি বৃক পেতে সব; আমার শত অমঙ্গল যদি এসে পড়ে—আমি চুপ করে রব। তাতে বাধা দেব না—তার প্রতিক্লে চল্ব না—তাকে ধ্বংস বলে ভয় কর্ব না। সেই বৃঝি আমার জীবন্যজ্জের একমাত্র দক্ষিণা।

#### সুছিরের কথা।

সংসারটা বোধ হয় লুকোচ্রি থেলা। বুড়ী হয়ে পরমেশ্বর বলে একজন কেউ সম্ভবতঃ হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তা' বাদে নিথিল প্রাণী কাণা মাছির মত চারিপাশে লুকোচ্রি থেলে বেড়াচ্ছে।

এ খেলার মধ্যে একটু বেশী কারিকীর্ত্তি আছে— খুজলে সেটা বেশ ভাল-ভাবে চোথের উপরে ফুটে উঠ্তে পারে। দেখনা—সংসারের পানে তাকিয়ে— খেলোয়াড়েরা যথন খেলা করে—তথন তারা



আপনাকে কিছু লুকায় বলে বোঝা ধায় না; কিন্তু বিশ্বরঙ্গমঞ্চের এ' খেলার দব চেয়ে বিশেষত্ব এইটুকু যে— এখেনে আপনার কাছে আপনাকে গোপনই হল দকলের উপরে।

বিজ্ঞলী বাবুর গোপনতায় আমার বেশ মজা বোধ হচ্ছে। তিনি বোধ হয় ভাব ছেন—তাঁর এই স্থপ্ত আকাজ্জাটা জগতের সামনে লুপ্ত হয়ে আছে। বুঝতে পারছনা তুমি—ওখেনে তোমার স্থান সেই। সরে পড়ো, যেটুকু আছে সব ভোলানাথবাবুর জন্তে Reserve করা। এ কি ভাব ছি এলো মেলো—না-বিজ্ঞলী বাবু লোক ভাল। তাঁর অমন কোনও উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু এ'টুকু ভেবে পাছিছনে—তিনি মিছি মিছি কেন গোপনের আশ্রয় নিয়ে এই অপরূপ খেলা করছেন।

গোপনের মধ্যে একটু'মধুর ভাব থাক্তে পারে—তাকে
অস্বীকার করলে সাহিত্যকেও অস্বীকার করতে হয়। অতথানি
সাহস আমার নেই। তবে সে মধুরতাটুকু সব সময়ে নিঙজে নেওয়া
আকের ভিতর হতে গুড় বার করার মত সহজ নয়—সে একটু
বেশ কঠিন কাজ।

শক্তকে জগতের সকলেই ভাষ করে—সম্মান করে; কিন্তু ঠিক ভালবেশে উঠ্তে পারে না। বোধ হয় এই যুক্তির বলে ছোড়দিদি বিজলী বাবুকে মোটেই দেখুতে পারে না। সে যাই হোক্ বিজলী বাবু লোকটা বড় খাঁটী—আর তার কথাগুলিরও বেশ একটু দাম আছে। কিন্তু তা' ওরা ভেবে দেখতে চায় না।

আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম—যেটা আমরা অস্থমান করি— সেটা প্রুরা স্পষ্ট করে ব্রুতে পারে। তাই তথন ছোড়দি বা ভোলানাথ বাব্র সাদাসিধে কথাগুলি আমার কাছে ভণ্ডামি বলে বোধ হত। তবে আজ আর সে কথা আগের মত স্পষ্ট ভাবে বলতে পারছিনে যে—পরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত। ঠিক যদি তা'হত তা'হলে গৌরীর সঙ্গে ভোলানাথ বাব্র বের কথায়— অথবা ছোড়দির সঙ্গে বিকাশের বিবাহ প্রস্তাবে উভয়ের পক্ষ হতে আপত্তি উঠ্ত। কিন্তু ওরা যেন প্রশান্ত —ওদের মনে ব্রিম কোনও রকম একটা দাগ পড়েনি'। এও ও'গোপনের একটা বাহ্যিক চিত্র নয়? কে জানে?

ভোলানাথ বাবুর কাছে. সন্দেশ খেতে চেলাম —তিনি যেন আফলাদে আটাখানা; বল্লেন—শুভ কাজ হয়ে যাক—খাবে বৈকি ? বন্ধু বান্ধব প্রিয়পাত্র ছ'-একজন যদি নাই খাওয়াব—ভা' হলে যে—'মিষ্টন্নমিভরে জনাং' কথাটা সেরেফ উঠে যাবে।

টিক প্রথমে মনে হল না,—কথাটি ভোলানাথ বাবু কি ভাবে বল্লেন। কিন্তু যে ভাবেই বলুন—তিনি দেখুলাম সদাই হাসিমুখ। মনটাকে লুকিয়ে অতথানি হাসির বাজে থরচ করতে মামুষ পারে না। তাই ভাবি—আমার ভ্রান্তি—না—ওরা আপনার কাছে আপনিই অতল গুহায় লুকানো। দ

 কারণ বুকের মধ্যে বিরাট ঝড় উঠলে তাকে বেশীক্ষণ লুকিয়ে রাখা য়য় না—সে আপনিই ফুটে উঠবে। তাকে হাসি দিয়ে ঢাকা যায় না কথার ছাউনিতে ছেয়ে ফেলা যায় না। আগগুনের শিখার মত তার উষ্ণতা আপনিই ছাউনি ভেদ করে ফুটে বার হবে। উচ্জ্বল সত্য বড় ম্পষ্ট; মিথ্যার আবরণ তেমনি খেলো—তাই ভাবি ব্যাপার কি ?

ব্যাপার যাই হৌক না কেন—ঠিক সংসারের সঙ্গে মিলে যাবে বলে বোধ হয় না। রামকিন্ধর বাবু না সেকেলে না একেলে। তাঁর সরলতা ঠিক সেকালের মত—আবার উদারতা কতকটা একালের মত! সংসারও তাই মধ্যাক্তে দাঁড়িয়েছে। চলিশে বিপত্নীক কিন্তু দারত্যাগী। মেয়েদের বে চৌদ্দের' নীচেয় দেবেন না—আবার স্বঘর ও সংপাত্র চাই। ছেলেগুলিকে পড়াচ্ছেন ইংরাজী-অথচ তাদের শিখা রাখ্তে হবে—সদ্ধ্যে করতে হবে। এই অন্তৃত ইঙ্গ-বঙ্গের সংমিশ্রণে সংসারকে একটা জন্মর শিকুড়ীতে পরিশত করেছেন।

সত্তার খাতিরে এ কথাও বলতে হয—মদিও তাঁর সংসারে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ: তবু আমি, ভোলানাথবার, বিজ্ञলীবাব্—আমাদের অবাধ গতি। অবাধ গতি ভাল কিন্দ্র তার একটা সীমা করা উচিত।

ঐ দীমানার দরকার হত ন।—যদি বিজ্লীবার ও পিসিমাতে মিলে তিলকে তাল না করতেন। এখনও অন্মার যে রকম বিশ্বাদ—তাতে বোধ হয় ছোড়দিদি ও ভোলানাথ বাবু মুক্ত আকাশের মত নির্দাল—ছোটু ছেলের মত নিশাপ—ইতর প্রাণীর মত দরল।

পিসিমার তীব্র সমালোচনা—বিজলী বাব্র অঞ্চন্তদ পরিহাস—
ক্ষমাচিক্ত উপদেশ তা থাক্তে দেবে না। মেয়েমান্থ্য জাতির—বিশেষ
যদি তারা অশিক্ষিত হয়—তা':হলে তাদের স্বভাব হয় খুঁদ কাড়তে
ওস্তাদ। কিন্তু তুমি শিক্ষিত—বিশ্ববিষ্ণালয়ের উপাধিধারী—এমএ—পড়ছ—বল ত এ তোমার কি রকম ব্যবহার। ভাবো তুমি
সকলকে ভালোর পথে নিয়ে যাবে—আর সেই সরণীতে অভিসারণ
তুমিই হলে উৎক্কষ্ট সারথী। তাই কি হয় ? তা, হলে তোমাকে
যক্ষ করতে হবে কেন ? চেষ্টা তা'হলে পতিতের দিক হ'তে
আপনি যে তোমার পানে ছুটে আসবে।

বুঝে উঠ্তে পার্ছি নে—এদের মাঝথেনে বিজলী বাবুর এ
রকম আড় হয়ে পড়ার মানে কি? উনি মাঝে মাঝে আমাকে
ভুলিয়ে ওদের কথা বার করে নিতে চেষ্টা করছেন। ভাবেন—
ও ছেলে মাকুষ—তেরো চোদো বছরের ছেলে—ও আর বেশী এমন
কি বোঝে। কিন্তু আমি সকলের লুকোচুরি দেখি—আর মনে
মনে হাসি। আমি যে সবই বুঝ্তে পারি-—এ খেয়ালটা এখনও
ওদ্বের কারও মনের মধ্যে ঢোকেনি। আছা! আমার কিন্তু মাঝে
মাঝে একটা সন্দেহ মনে আসে। ভোলানাথ বাবুকে সরিয়ে দিয়ে
বিজলী বাবু ত চান না যে তিনিই সেই স্থান্টা ছুড়ে বসেন। যাক্।
এই কুমার সন্তব পড়ান বন্ধটা আমার কাছে ভাল লাগ্ছে না।
এ যেন ছোড়দিকে আগ্রহ এনে দিয়েছে—তার কুমার-সন্তব
ভোলানাথ বাবুর কাছেই পড়তে হবে। সে আপনিই পড়া ছেড়ে

দেবে দেবে করছিল—তোমরা একটু অপেকা করলেই সব দিক রক্ষা হত। কিন্ত তোমাদের একটুকু অবিবেচনায়—একটু' বেশী তাড়াতাড়িতে সব নষ্ট হয়ে গেল।

## লহরীর কথা।

আমি ভেবেছিলাম—কুমার-সম্ভব পড়া ছেড়ে দেব। কেন ছাড়ব তার স্বপক্ষের অথবা বিপক্ষের কোন যুক্তি মাধার মধ্যে আদে নি —কেবল ছেড়ে দেওয়ার একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে উঠেছিল।

তবে তা হোল না। আপনি ছাড়তাম সে এক কথা।
আর তোমরা জোর করে ছাড়াবে—অর্থাৎ তোমাদের শাসনে
আমার মাথা অবনত করতে হবে—সে আলাদা কথা। এ হয়ের
তফাৎ অনেক—ম্বর্গ মর্ত্ত—আকাশ পাতাল। তা হচ্ছে না—
আমার ধাত অত নরম নর। ছোট্টকাল হতে পশ্চিমের জল
থেয়ে পশ্চিমের একটু আব্ছায়া মনের উপর আপনার অধিকার
কাপন করেছে।

যখন সমন্তিপুর ছিলাম তখন আমার এই পরুষ ভাবটাকে দ্র করবার জন্তে পিসিমা অনেক চেষ্টা করেছেন। আমারও মনে

কতদিন কতবার উঠেছে—যথন সকলেই ছাই বারণ করে - তথন দেখিই না কৈন চেষ্টা করে—জীবনটাকে সাধারণের মনের মত করে তৈরি করতে পারি কি না ?

সেদিন বিজ্ঞলী বাবু আমাকে হাতে পেয়ে বলতে আরম্ভ করে দিলেন – "তোমার লজ্জা করে না লহর? এমনি বেহায়া ভাবে বেটা ছেলের সঙ্গে মিশে দহরম-মহরম করতে।"

আমি খ্ব বেশী রকম করেই চটে গিয়েছিলাম। দহরম-মহরম টাই বা দেখ্লেন কোথায়? কিন্তু তথন আমার রাগের চোটে প্রায় বাক্রোধ হয়ে উঠেছিল। কাজেই কিছু বলতে গেলে পাছে গোলমালটা আশাতীত উপরে উঠে যায়—তাই আন্তে আন্তে সেথান থেকে সরে পড়লাম। কিন্তু ব্লতে পারলাম না—আমার দে।ফটা কি ?—ওই পড়া ?

আচ্ছা বলতে পার—লেখাপড়ার কথা স্বাধীন ভাবে কারও সঙ্গে আলোচনা করার মধ্যে কি কোনও মন্দ অভিপ্রায় থাক্তে পারে? অসম্ভব কথা। পুরাণ কালের গল্লের ঝুড়ি ঝাড়লে— অনেক মৈত্রেয়ী গার্গী খনা লীলাবতী পাওয়া যাবে। দেখতে পাবে সেই মান্ধাতার আমলের মনোরম গরিমার উজ্জ্বল ইতিহাসে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—মহিলা বিছ্মী গার্গী আত্মতত্ত্বন্দ জনক রাজ্লার সভায় যাজ্ঞবন্ধমূনিকে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেছিল। তোমরা হিন্দুশাল্লের হাঁচি টিকটিকিটি মান্তে চাবে—আর এত বড় উচ্জ্বল সতাটাকে স্বীকার করবে না। এ বড় অস্তায় আবদার।

কারণ এ কথাগুলি মানার বিপক্ষে তেমন কোনও যুক্তি খুঁজে বার করতে পারবে না। গুধু বল্বে —দেশাচার। এ কথাটা কেমন-তর যে দেশাচারের পায়ের তলায় শাস্ত্র ও সমাজকে বলি দেওয়া।

দেশাচার তথনই হয় বড়—যথন শাস্ত্র তাকে পিছন হতে সমর্থন
করে। নতুবা তার একটা স্বতন্ত্র কোন মর্য্যাদা নেই—যার দক্ষণ
তোমরা তাকে অত বড় করে তুল্তে পার। আর দেশাচার ত দেশবাসী আপনিই মেনে নেবে—তার অন্ধ সংস্কার তাকে ঠিক সময়ে অবনত করবে। কিন্তু বলপ্রকাশ করতে গেলে ফল ফল্বে উপ্টো।

প্রত্যেক মান্ধবের স্থানর একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটে সর্বাদা আমার আমিস্বটুকুকে জাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু ধেই আর একটা প্রবল শক্তি এসে তাকে দমন করতে চায়—সেই সে অন্তরের কোনও বাধা-বিপত্তি না মেনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে।

আমার মনটা কেমন ঘা-থেতে খেতে শক্ত হয়ে পিয়েছে। মেরে মাকুবের মত মৃত্বতা—নারী-জন-স্থলত কোমলতা না কি আমার কম। তাই বিজ্লী বাবু প্রায় 'লেক্চার' ঝাড়ে—মেয়ে মাকুব তৃষি মেরে মাকুব হও, অধিকার ছাপিয়ে উঠ্তে গেলে স্থফল হবে না—কেবল মাত্র অদৃষ্টে বিভ্ৰনা ভোগ।

আমি বলি—বেশ, তাই হোক। আমার অদৃষ্টে বতধানি

## ভূজ

বিভূষনা আছে স্বটুকু আমি এথেনে পূর্ণমাঝায় ভোগ করি। কুলি বয়ে কাঁথে করে আর কিছু পরজন্মে নিয়ে যাব না।

পিসিমার সঙ্গে একটা স্থবাদ আছে। কাজেই তাঁর কর্ক শ কথা কর্ত্তব্যের থাতিরে মন শুন্তে রাজী হয়। কিন্তু তোমার ঐ চাঁচাছোলা বাকি।শুলা আর হজম করে উঠ্তে পারি নে।

কি ভীষণ; আমার প্রত্যেক কাজে তোমার হাত দেওয়ার কি আবশ্রক? আমার ফল যখন তোমায় ভোগ করতে হবে না —আমার পাপের শান্তি যখন তোমায় মাখা পেতে নিতে হবে না; তখন তুমি সরে দাঁড়াও না কেন? আমি আমার নিজের সামর্থো পাপের সাগরে সাঁতরে ক্লে উঠ্তে পারি উঠ্ব—নয় পাপ-সাগরের অভল সলিলে চির-সমাহিত হব।

পাপই কোন্ পদার্থ; ঠিক সং, না ঘোড়ার ডিমের মত বাজে কিছু। যাই হোক যে জিনিষটা চোখের জ্মনেক দূরে—যার সন্তা ভালভাবে স্পষ্ট করে জানা যায় না—তাকে বড় করে নেওয়া আর কল্লিত বিপদের শস্কায় ভীত হওয়া ছইই সমান।

আমি আশহাকে কখনও বড় করব না। বড় করবো তাকে

নার বড় হওয়ার কমতা আছে। মাথার উপরকার খোলা
আকাশের মত—অনস্ত ভূমার নিধিল স্বরূপের মত চোখ তাকালেই
যা দেখতে পাব—তাকেই বড় করে নেব। তাতে আমার
জীবন তরণী সংসার-ভূফানে বান্চাল হয় ভোক— কিছু ক্ষতি
নেই।

ক্ষতির্দ্ধি হিসাব নিকাশ মনে ভাব্লেই লাভ লোক্সান—নতুবা সবই ভেক্ষীর মতন ভ্যোবাজী।

ভোলানাথ লোকটা ঠিক পুরুষের মত নয়। বঁড় নরম—বড় পাত্না—হাওয়ায় থসে পড়ে—বাতাদে নড়ে। 'মর্যাল-কারেল' (moral courage) বলে একটা জিনিষ ওর খুব কম। ও' ষেন বিজলী বাবুর থেলার পুতুল। ওর প্রত্যেক কাজের জন্মে চাই—তার হাতের একটা টোকা—একটু চিহ্ন। বিজলী বাবুর এক কথায় সে 'বন্ধ-নিলয়' ছেড়ে দিল—মার আজ আবার তার একটুকু ইঙ্গিতে আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করল। এ'রকম মানুষ জ্বীলোকেরও অধম।

সে একথাটা স্পষ্ট করে ভেবে দেখেনা যে—যেখেনে লক্ষা—
যেখেনে গোপনতা—দেইখেনেই পাপ। তুমি যদি এখন সরে
দাঁড়াও—তুমি যদি এখন গোপনের আশ্রয় লও—তুমি যদি এখন
লক্ষার ভাগ কর—তা'হলে কি প্রমাণ হবে? লোকে বল্বে—এর
মূলে পাপ আছে। আমার মনেও ত' হতে পারে—তোমার মনটা
ঠিক খাঁটি নয়।

তাই কি? আছে। অখাটি হলে কতদ্ব উঠ্তে পারে,—না—না কিছুই নয়। এ' বাজে কল্পনা কেন মাথায় আস্ছে? তা' যদি হত তবে গৌরীর সঙ্গে বিয়ের কথায় বেশ জোর করে আপত্তি করতে পাক্ত।



# সুহিরের কথা।

এ' সকলে করলেন কি ? আমি ত' ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। যথন ছোড়দির আর ভোলানাথ বাবুর তফাৎ থাকাই দরকার —প্রায় সকলেই যথন ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে ছোড়দির অবাধ মিলনটা প্রীতির চক্ষতে দেখুছেন না—তথন তাঁদের মিল্বার মিশ্বার এমন স্বর্থযোগ দেওয়া কি ভাল হল ?

বাস্তবিক দেখছি —এরা কিছুই বোঝে না। ঘটনার আকর্ত্তনে যা ঘটে যায়—অনায়াসেই তা মেনে নেয়। প্রতিবাদ করবার সংসাহসটুকু পর্যান্ত এরা বরণ করতে পারে না। অথচ এরা ভাবে এরাই মাসুষ বড়।

মেজদির বাসায় ছোড়দিকে পাঠিয়ে এঁদের পশ্চিমে যাওয়ার কি দরকার ছিল ? আমি ছেলে মাসুষ কি না—তের বছরের ছেলে,—আমার কথাটা বুঝি কিছুতেই সত্য বলে স্বীকার করতে নেই। কিন্তু কি রকম ব্যাপার ঘটন দেখ দিকি। ওঁদেরও যেমন পশ্চিমে যাওয়া—আমাদের উকিল বাবুরও অমনি মকস্বলে 'কল' পাওয়া। আর মেজদি, তা উনি কি তাঁর অমন Pet cat গাখাটি ছেড়ে থাক্তে পারেন—সঙ্গে মা শীতনার মত পৃষ্ঠ আরোহণে প্রস্থান করলেন। এখন সে বাসায় ছোড়দি গিন্ধি—আর ভোলানাথ বাবু



'গাৰ্জ্জেন'। তিনি এখন দিবারাত্তি মেঙ্গদির বাসায় থাকেন। কেবল ছপুরে কলেজে থাকার সময় যা' একটু 'আধটু' অনুপস্থিত।

সেদিন কিন্তু মেজদির বাসার ঝী ভারী মজা করেছে। আৰি বেড়াতে গিয়ে দেখি—ছোড়দিকে নিয়ে ভোলানাথ বাবু পরেশনাথের মন্দিরে বেড়াতে গিয়েছেন। আমি তাঁদের দেখতে না পেয়ে ফিরে আস্ছিলাম—পথে ঝীর সঙ্গে দেখা। তার কাছে শুন্লাম ওঁরা পরেশনাথ গেছেন। ঝী সে কণা বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করক — "আচ্ছা, আপনাদের মেয়েরা কি সিঁদ্র পরেন না ?" আমি অবাক্ হয়ে গেলাম—ঠিক ঐ কথার মানে বুঝে উঠ্তে পারলাম না। তাই জিজ্ঞাসা কর্লাম—"কেন, মেজদি কি সিঁদ্র পরেন না।" ঝী হেঁসে বল্ল—"তেনার কথা ছেড়ে দেন। এই দেখুন আমাদের মাসিমা ত সিঁছর মাথেন না।" মাসিমা মানে ছোড়দি।

আমি ব্রালাম ঝীর মনে সন্দেহ উঠেছে—ছোড়দি বিবাহিতা।
কেন এ রকম ধারণা তার হোল—তাই জান্বার জন্তে প্রশ্ন না
করে শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে থাক্লাম। ঝী আপন মনেই বলে
যেতে লাগ্ল—কেবল তাল দেওয়ার জন্তে মাঝে মাঝে আমাকে
ত দিতে হোল।

"যে বাবৃটি আজকাল এথেনে আছেন—তেনার সঙ্গেই ত' মাসিমার বে' হয়েছেন। কিন্তু মাসিমা সকলের সামনেই কমন সাডেগেল ভাবে তেনার সঙ্গে কথা বলেন—যেন ঠিক ভাই বোনে। কোনও লজ্জা সরম-থেমা ঘেরা নেই। আমি ত' প্রথম ভেবেছিলুই

## ভূল

—এনাদের ক্ষন্ত কোনও রকম সমক আছে। কিন্তু কথা বাজা ঠাটা তামাসা দেখে একদিন আমার কেমন ধারা লাগ্ল। আমি জিজ্জেন্ করল্ম—মাসিমা উনিটি আপনার কিনি হন ? মাসিমা একটুকুন হাসি হেনে বললেন—"উনিটি যে আমার ভাতার। তাও জানিস্নি';" আমি ত' একেবারে অবাক্ মেরে গেলুম।

ৰী চূপ কর্ল। হ'চারটে অন্ত কথার পর সেও চলে গেল।
কিন্তু আনি বৃঝতে পারলাম—চারিদিকের কত খানি আবাতের
কলে আন্ত ছোড়দির এতথানি স্বীকারোজি। কিন্তু এর জন্তে যে
তার অভিভাবকদের যোল আনা দোষ আছে—এ' কথা বোধ হয়
কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ঝী ষে কত খানি অবাক
হয়েছিল বল্তে পারি নে,—তবে আমি খুব বেশী রকম অবাক
হয়েছিলাম।

সেদিন যখন পাচ বন্ধতে ছোড়দির ও বিজলা বাবুর বের কথা
নিম্নে সমালোচনা করছিল, তখন আমি ভেবে পেলাম না যে—কেমন
করে এদের বে' সম্ভব হতে পারে। পারিপার্শ্বিক দিকে নজর দিলে
কেন যে লোকে এ'রকম বলে তার মানে কিছু ধরা ছোঁওয়া যায় না।
তবে সকলে এ' রকম কথা বলে কেন? বিজন বল্লে—"বিজলী
বেন স্ক্রাস্ত;করণে লহরীকে চায়।" কিন্তু কিসের জারে এ' প্রস্তাবে
কেন্ট্র কাণ দিল না। আবার কিরণ তার উপর আরও হাসিয়ে
দিল। কেননা সে অভিমত প্রকাশ করল—ছোড়দিও বিজ্ঞলী
কার্কে চায়! তাই বলি—



"ভাবি ত' হাস্ব না ক' হাসি রাখতে নারি চেপ্লে গ্যাপার দেখে থেকে থেকে উঠ্তে হয় যে কেপে।"

কে কাকে চায়—কে কাকে ভালবাদে—তা' ঠিক সাদা চোখে দেখে বোঝা যায় না। অকুরাগের চশমায় চোখ ঢাকা না থাক্লে—
তা' অফুলব করা যায় না।

ছোড়দি যে কি চায়—তা' আমি ব্যুতে পারি। আমি যে ছোড়দিকে ঠিক ভাল ছেলের বই পড়ার মতই পড়ে যাচছে। ওর থুটি-নাটি প্রত্যেক ঘটনাই যে আমি বেশ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকি। অবশু মাঝে মাঝে আমারও সন্দেহ হয়—ঠিক আমি যেটি ভাবি—ব্যাপার তাই যথার্থ কিনা। কিন্তু—না। এর মধ্যে কোনও কিন্তুই নেই। ভোলানাথ বাবুও ছোড়দিকে চান—এবং ছোড়দিরও হাবভাব ভোলানাথ বাবুকেই লক্ষ্য করে কাণায় কাণায় পুরে উঠুছে।

অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়—ছোড়দি বাক্যের কশায় ভোলানাথ বাবুকে ব্যতিবাস্ত করে তুলতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না। কিন্তু ঐ নিঃসঙ্কোচ ভাবটুকুই কি বলে দিচ্ছে না যে—ছোড়দি ভোলানাথ বাবুকে কোথায় আসন দিয়েছে। ভোলানাথ বাবুর 'মাান্মেনে পিন্পিনে' ভাব তাঁর আপনার বুকজোড়া প্রেমকে প্রকাশ করতে পারছে না। তাই বলে সে বুকের মাঝ্যেনে যে স্থার ভাগু লুকানো আছে—ভাকে অস্বীকার করলে চল্বে না। আর ছোড়দির মত মেয়েরা নত হয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে

না। তাই তারা আপনার কাছে আপনি অব্র হয়ে নিজের চারিপাশে রহস্তের জাল বুনে যাচছে। এ' রহস্তের মেঘ কখনও কাট্বে কি না—তা'ভবিতবাতাই জানেন।

আমি—ভোলানাথ বাবুর বে' স্থির হয়ে আছে জানুলেও – একবার ভাবলাম প্রস্তাব করে দেখি। যদি বাড়ীর সকলের মত হয়—তা' হ'লে সে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিয়ে জোর করে সকলে মিলে ধরি—যাতে এই বিয়েই হয়। কিন্তু কিছুতেই আমি রামকিকর বাবুর গান্তীর্য্যকে ম্পর্শ করে উঠ্তে পারলাম নাম পিসিমার সঙ্গে বল্লাম—কিন্তু তিনিও তেমন কাণ দিলেন না। ওহ্ । বুঝতে পার্ছি একেই বলে—

> "যাহা হইবার ভবে সদা তাহা হবে কাননে কুস্থম-কলি প্রেক্টিত রবে; হয় না কথনও ভবে যা' হওয়ার নয় আকাশে কুস্থম-কলি ফুটিয়া না রয়।"

# বিজলী বাবুর কথা।

ভোলানাথের 'কুমার-সম্ভব' পড়ানো ত' বন্ধ করে দেওয়া গেল। কাজ খুঁব ভালই হয়েছে। কেননা—আজও ওরা খুব পবিত।

কান্ধটা ভোলানাথ কিন্তু আরও এগিয়ে এনেছে। স্থৃস্থিরের মুখে শুনলাম সে আজ পাঁচদিন 'বাসন্তী ভিলা'তে যায় নি। এক একবার মনে হচ্ছে—লে বেশ করেছে যেন পূর্ণোৎসাহে সে নিজেও কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

তথাপি এইটুকু হল—খটুকার বিষয়—আরম্ভটা খপ করে না করে ধীরে স্কন্ধে সেটাকে গা-সহাভাবে করে নেওয়া ভাল, নতুবা বেশ একটা "সক্" ( Shock) এসে হৃদয়ের মাঝখেনে লাগতে পারে—যার হাত হতে আপনাকে ঠেকান আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায়

ভোলানাথ '9ই জায়গায় একটা পুরো মাকুষ—যে সে কোনও কাজে শেষ রাখতে চায় না। অনেক কাজই তার এইরূপে নিঃশেষ ভাবে করতে গিয়ে পূর্বাপর সামঞ্জন্ত ঠিক রেখে শেষ হয় না। একটুকু গোয়ারভূমিকে বরণ করে আনে। এই জন্তই বুঝি দেশনৈ চিন্তার স্থান অনেক উচুতে।

চিস্তা বেমন কাজকে 'টালমাটাল' হতে রক্ষা করে—তেমনই
আবার পক্ষান্তরে সে কাজকে কিছুতেই অবসানের কাছে ঘেঁসতে দেয়
না। এ' দোষটা বিবেচকের একেবারে হাড়ে মাসে জড়িয়ে রয়েছে।

কাল ভোলানাথের মেদে গিয়েছিলাম—তার সঙ্গে দেখা হোল
না। একবার দেখা করে বাজিয়ে দেখতে হবে—বা কিছু অবশিষ্ট
মাছে তা—আদল না—মেকি ?

সে যেমন সরে দাঁড়িয়েঁছে—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর একটা ছবি এঁকে না নিয়ে থাকে। যেহেতু সেটা আরও বেশী খারাপ।

এক একবার মনে সন্দেহ হয়—ভোলানাথ 'বাসস্তীতিলা' ছেড়েও ছাড়তে পারবে না। লহরী সম্ভবতঃ ডেকে নেবে। সে

বখন পৈদিন আমাদের স্পৃষ্টই গুনিয়ে দিয়েছে বে সে 'কুমার-সম্ভব' পড়বেই; তখন হতেই বোধ হচ্ছে—ভোলানাথ ছাড়লেও সে ভোলানাথকে সহজে ছাড়বে না। কারণ তার কথার যথেষ্ট দাম আছে। আমার জানা সকল মান্বের চেয়ে ওর কথা ও কাজের দুঢ়তা অনেক বেশী।

আমিও একেবারে হাল ছেড়ে দিচ্ছি নে—ভোলানাথের হৃদয যাতে আরও একটু বেশী শক্ত হয়—আমাকে তাই কর্তে হবে। আমার এ বিষয় নিয়ে যেটুকু কর্ত্তব্য অর্থাৎ যত্তথানি আমি কর্তে পারি সবই ভোলানাথের উপর দিয়ে করতে হচ্ছে। কেননা লহরী একে ত আগে থেকে আমার সম্পর্ক অনেকটা ছেড়ে দিয়েছিল— তার উপর আবার সেদিন হতে—সে যেন আমার ছায়া মাড়াতেও কেমন একটু সন্থুচিত বলে ঠেকছে। স্থতরাং একথা বেশ ভালভাবেই বোঝা যাচছে যে ওদিক হতে আমি আর কিছু বড় একটা করে উঠতে পারবোনা।

কিন্তু তা'হলেও আমাকে কিছু করতে হবে। যথন ওদের বিয়ে সাবাস্ত হয়ে গিয়েছে তথন কেন ওরা আর অমন করে আত্মহত্যা করে। বিশেষতঃ আমি যথন সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি—ও বিষয়ে , বুণাক্ষরেও মনে যথন সন্দেহ আস্ছেনা—আমার তথন বাধা দেওয়াই উচিত।

যখন ভবানীপুরে ভোলানাথ ও লহরী একত্তে ছিল—তথন আমি একটা কান্ত অন্তায় করে কেলেছি। পিসিমাকে আমি চিঠি দিই— যে এটা বড় ভাল কাজ হচ্ছে না। হয়ত এর ফল অনেকুখানি ভোগ করতে হবে। পিসিমা ত ভয়ানক চটে পশ্চিম হতে ফিরে এলেন। তারপর যদি কিছু না বলে অমনি অমনি চুপ করে ষেতেন তা' হলে ও-ঘটনার বোধ হয় যবনিকা ওথেনেই পড়ে যেত। কিন্তু তা' হোল না। পিসিমা লহরীকে ভয়ানক বকলেন। উত্তরে লহরী গন্তীরভাবে বলে সরে পড়ল—"দেখ, আমার জীবনটাকে আমি বেশ ব্রুতে পেরেছি। অন্তের কথামত জীবন চালানোর সময় আমার অনেক দিন এত্রে গেছে। আমার ভাল মন্দ আমি ভাল রকমই জানি।"

কথাটা শুনে আমার মনে হল—এ' ত' লহরার স্বীকারোজির পূর্বাভাস নয় ? হলেই বা তা তার কি করব ? তব্ও মাঝে মাঝে মনে হয়—একটা কাজ আমার আগে করা উচিত ছিল—যাতে ভোলানাথের সঙ্গে লহরীর বিয়ে হতে পারত। কিন্তু তা' যথন করি নি—আর যথন তা' ঘটে উঠ্বে বলে বোঝা যাছে না— তথন এই কাজই আমার করা উচিত—যাতে ওদের পরম্পরকে পরস্পরের মন হতে দ্র করে দেওয়া যেতে পারে। কারণ কাঁচা কলসীতে পোড়ে তোলার আগে যদি একটা আঘটা দাগ লাগে—তবে একটু মেজে ঘসে দিলেই সেটা উঠে যায়। কিন্তু পোড়ে তোলাহ হলে আর তার নিস্তার নেই—তথন সে দাগ একেবারে কায়েমা হয়ে আপনার 'আস্কানা' 'মৌরশী-আইনে' করে নিয়ে বসে।

ভোলানাথ যতথানি বিশুদ্ধ- বোধ হয় লহরী ততথানি নির্দ্ধের

নর। ওর মনটার ভিতর যেন কিছু ঘুণ ধরেছে। আমার ত আর বাজিয়ে দেখবার যো নেই—ও যে জ্রমে ক্রমে আমার নিকট হতে আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।

বালা-প্রণয় জিনিষটাতে ঈশ্বরের অভিশাপ আছে। অস্ততঃপক্ষে ৰঙ্কিম বাবুর এই অভিমত। আমি যদিও অতথানি উঠ্তে রাজী নই—তবু এ' কথা খুবই বেশী করে মানি যে পূর্বরাগটা আমাদের শাতে একেবারেই সয় না।

কারণ আমাদের বিষের মধ্যে অনেকগুলি গণ্ডী দেওয়া। সে
গণ্ডীও আবার পুরাণ নৃতন ভেলে আরও দল বাড়িয়ে ফেলেছে।
প্রথমতঃ বেদ প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি দেখে বোঝা যায়—এখন যে
ভাবে বিবাহ প্রচলিত—তখন ঠক এ' রকম বিয়ের নিয়ম ছিল না।
ছিজেক্তলালের 'বঙ্গুনারীর' 'সদানন্দ':সাবিত্রীর বিবাহে সতী-শিরোমণি
সাবিত্রীর একগুঁমেনী ভাব দেখতে পেলেও—আমি মহাভারতের
বিয়ের নিন্দে করতে পারি নে।

যা' হাক্ সে একভাবের বিয়ে চলে আস্ছিল—তাতে যথন
সজাক প্রভৃতি চুকতে আরম্ভ করে—তার রমা অরণাটি ধ্বংস
করতে স্থক করে দিল—তথন মন্ত পরাশর প্রভৃতি শ্বভিশান্তকারগণ
তাকুক তারের বেড়া দিয়ে যিরে দিলেন। অবশেষে কিন্তু একেবারে
থয়ে-বন্ধনে কেঁধে দিলেন—আমাদের বাংলার কুলীন কর্ত্তী বল্লালসেন।
এখন আর সে বন্ধন হতে নড়তে চড়তে পারবে না—অবশ্য হদি
সমাজে থাকতে চাও।



# লহরীর কথা।

অনেকদিন পরে আপনার লোক সব মিশ্লাম। কিন্তু একি!'
অদর্শন কি মনোরাজ্যেও কাজ করে । পিসিমা না হয় চিরটি দিনইক
আমাকে সমান তালে বকে আস্চেন— স্কুতরাং তাঁর অনর্গল বকুনির
একটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবা, তিনি এমন হঠাৎ অসহনীয়
গন্তীর হয়ে গেলেন। আমার দোষটা যে আমি না ব্রুতে পারছি
তা' নয়। তবে তার জল্পে আমাকে দায়ী করলে চল্বে না। আমায়
যেসন ওঁরা মেজদির ওখেনে রেশে গিয়েছিলেন—আমি ও ত' ঠিকতেমনই ছিলাম। এমন কি ভোলানাথের সঙ্গে দেখা পর্যান্ত হোত
না। কিন্তু সব নই করলেন ত' মেজদিরাই। তাঁরাই ত' ভোলানাথকে
'মেন্' থেকে এনে আমার অভিভাবকরূপে রেশে চলে গেলেন।
তাও ত' আমি যতন্র পারি সম্ভবমত আলাদা একলা থাক্তাম।
শোওয়ার ম্বর বসার ঘরও আলাদা—আরও আমাকে কি করতে
বলো ?

যদি এ' রকমই একটা কথা উঠ্তে পারে জান্তাম—তা'। হলে আমি কথ্খনো ভোলানাথের সঙ্গে এক বাসায় থাক্তে স্বীকার করতাম না। এর চেয়ে একা থাকাও সহস্রগুণে শ্রেয়া ছিল ভাতে আর কিছু না হোক, মাসুবের কথার হাত থেকে ত' নিহার পাওয়া যেতে পার্ত।



কিন্তু মন এক একবার সেই জীবনটাকেই চায় কেন? জাবার সেথেনে তেমনি ভাবে হেসে থেলে ক্ষুব্তিত যুরে বেড়াতে ইচ্ছে কর্ছে। বাস্তবিক ভোলানাথকে লাগে ভাল। সে যে কথা গুলি বলে—তা' বল্বার কায়দায় হোক্—অথবা প্রীতির ধারায় সিক্ত বলেই হোক—বেশ লাগে। যা' লাগে ভাল—তার বিক্লেই বেন সংসারে মাসুষের চিরস্তন অভিযান। এ' রকম ব্যবহারে বে সে কেবলি আপনাকেই ক্ষতবিক্ষত করে আস ছে—তা' নয়—সংসারের শান্তি পর্যান্ত নই করে দেয়।

একটা বিষয় খারাপ হয়ে গেল। সংসারে সব চেয়ে ভাল হয় বিদ ঘাগুলো নির্বাকে সহা করে চলা যায়। তবে দেখুতে পাচ্ছি—নির্বাকে সহা আমার স্বভাব-বিক্ল। কিছুতেই নিজের মাধাকে ঠিক রাখতে পারলাম না। মেজদিকে হাতের কাছে পেলাম না—পিসিমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ভাল লাগ্ল না—কাজেই নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সমস্ত বিষবাণ ভোলানাথের উপর নিক্ষেপ করলাম। সে তাই আস্ছে না। তা' না আস্ক্—কি আর কর্ব ? তার বুঝে দেখা উচিত—মানুষে কতথানি সহু করে তার পরে মরিয়া হয়ে ওঠে। আমারও এখন তাই দাঁড়িয়েছে।

যথন ভোলানাথের সঙ্গে ভবানীপুর ছিলাম—তথন যে আস্ত সেই জিজ্ঞাসা কর্ত—'ও'-তোনার কে ?' ও আমার যেই হোক্ নাল-ভাতে তোমাদের কি ? নিজেকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে যদি নির্মাল স্বাধীন ভাবে জীবনটাকে বরে নিয়ে যা ওয়া যায়—তাতে কি বচনীয়তা থাক্তে পারে। শেষে দেখ্লাম
—বিরজিও শেষ সীমায় উঠে দাড়াল। বাড়ীর যে ঝা সেও
জিজ্ঞাসা জ্ড়ে দিল—'উনি তোমার কে ?' হায় মেজদি ! তুমি
আমায় এ'কি পরীক্ষায় কেলে গেলে? বুক জেকে যাওয়ার যো'
হয়ে উঠল। কিন্তু আমি তেমন নই। লক্ষায় অপমানে আমাকে
আরও শক্ত করে দিল। সকলের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার হান্তে
আমাকে শাধ্য হয়ে বলতে হল—'উনি আমার বর।'

কিন্তু কথাটা বলে বোধ হয় ভাল করি নি! যদি কোনও রকমে ভোলানাথের কাণে যায়—তা' হলে কিন্তু বড় লজ্জা করবে। মেজদিই বা ভানলে কি ভাব্বেন ? তা' যাই ভাব্ন না কেন—আমার তাতে বয়ে গেল। যদিই বা কাউকে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হয়—বল্ব—ঠাট্টা করে বলেছি। তার উপর আর ত' কোনও কথা থাক্তে পারে না।

কথা না থাকুক—মনে একটা কথা উঠে বড় তোলপাড় করে দিয়েছে। না—ও' সব নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। যা' উপস্থাসের জিনিষ তা' উপস্থাসেই খাপ খায়—বাস্তবে তাকে ডেকে আনা ঠিক নয়। এ কথা সৰ সময়েই মনে রাখতে হবে—যে মনের উপর রাজত্ব করা চাই। মনকে বশে রাখতে পারলে—আর কোনও কতি হওলার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু মাসুষের মধ্যে এই যে হর্মকাতা মাখা কাঁচা সকোচটুকু আছৈ—বাস্তবিক এর একটু মধুরতাও আছে। যার জন্তে কাজার বরণও মিষ্টি লাগে ভালো।

ষারা সকলের প্রিয় হতে গিয়ে সাধারণকে 'নাই' দেয় —তারা কখনও আপনাকে আপনার জায়গায় ধরে রাখতে পারে না। সাধারশ্বের আকর্ষণ এমন ভাবে তাদের টান্তে থাকে—যে তাদের নীচেয় নেমে আসতেই হবে। মেজদির মূহ শভাবই—তাঁর চাকর বাকরকে এত আম্পর্দ্ধা দিয়েছে - যে তারা নিজেদের আসন ঠিক করে প্রভুর আসনের মর্যাদা রাখতে পারে না। মেজদির ঝী আরও জেরা করে আমার মাথা খাওয়ার যো করে তুলেছিল – কিন্তু আমার রকম-সকম দেখে দে আর সাহস পেল না। ব্রতে পার্ল— আমি ও মেজদি ছই বোন হলেও এক ধাতুর লোক নই। ছ'জনেরই প্রকৃতিগত বেশ একট্র' অমিল আছে। মেজদি হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর ৰাঙ্গালী বিনীতা মেয়ে। আর আমি! আমার বার আনা বাংলার মধ্যে – চার আনা হিন্দুস্থানীর খাদ আছে। ঝী জিজ্ঞাসা করেছিল—"বলি—মাথায় দিঁদূর কই ?" আমি কিন্তু এ' জেরার কোনও উত্তর না দিয়ে—এমন ভাবে তাকালাম—যে সে আরু স্থামাকে জেরা করতে সাহস করল না।



#### ভোলাশথের কথা।

আৰু ছই সপ্তাহ হতে চল্ল বাসন্তীভিলাতে যাই নি। 'থালাত ফুটবল ক্লাবে প্লেয়ার' (Player) হিসেবে ভর্ত্তি হয়েছি। এই ফুটবল ক্লাবে চুক্ৰার পরামর্শটা মাথার মধ্যে সেঁধ করে দিল—বিজ্ঞলী। এবং কাজও ত' আমি ভার মতামুখায়ী করলাম। বোধ হয় ফল ভাল হল না। কুটবলের পরিশ্রমে বড় 'ওভার এক্সারসাইল' (Over Exercise) হয়—আমাদের ধাতে ঠিক সেটা সয় না। তার ক্লান্তি ঘুচানোর জন্যে সন্ধ্যার পর হতে খাওয়ার আগ পর্যান্ত সময় বাজে নষ্ট হয়ে যায়। ছাক্র-জীবনে সন্ধ্যার সময় বড় মূল্যবান। তথন অতথানি সময় বাসনে বায় করা উচিত বলে বোধ হয় না।

থেলারও একটা নেশা খুব বেশী। এই কথাটি ছু'দিন 'ক্লাবে'
যেতে না যেতেই মনের সাঝে এসেছিল। এবং ঠিকও করেছিলাম
ছেড়ে দেব—কিন্তু তা' পেরে উঠচিনে। এর নৃতনস্টুকু প্রাণের
ভিতরে একটা আরাম এনে দিয়েছে—যা'ভে 'বাসস্তীভিলা'ভে না
বাওয়ার ব্যথাটুকু ঢেকে রাখতে পেরেছি।

এখন মাঝে মাঝে ভবানীপুরের কথা মনে পড়ে। ভখন দিনগুলি কেমন হাসি কেখন গল—কেমন গানের ভিতর দিয়ে কেটে গিয়েছিল। জীবন বর্ষের এই কটি দিন খেন বসস্ত ঋতু; অপব্যবহারে বিফলে কেটে এখন শুধু নিদাঘের তীব্র শুক্তা রেখে গেছে।

মাঝে মাঝে মনটা বড় চমকে ওঠে—'বাসন্তী-ভিলার' সেহের
মধুর শিহরণে। অবশ চরণ যেন সেদিকে আপনিই চলে যেতে চায়।
কিন্তু কি আশ্চর্যা! আমার সঙ্গে তার একলা থাকার জন্যে
দায়ী হচ্ছেন—মেজদি। তার জন্যে আমায় দেখে মুখ কালো করলে
চল্বে কেন? তাতেও আমার মন মুদড়ে যেত না। কেননা
'বাসন্তীভিলা' ছাড়ার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ছাড়্লেই
বিজলী ভাববে—তার কথামত 'বাসন্তীভিলা' মাওয়া ছেড়ে দিলাম।
হয়ে দাঁড়িয়েছেও ত' তাই। আমায় 'বাসন্তীভিলা' না যেতে দেখেই
ত' বিজলী সঙ্গে করে 'খালাত ফুটবল ক্লাবে' ভণ্ডি করে দিল।

শে ভেবে দেখ্লনা—আমি কেন 'বাসন্তীভিলা' যাওয়া ছেড়ে দিলাম। সে ভাবল বুঝি তার কথাই যথেষ্ট। তাও কি হয়? পিসিমার বকুনি থেয়েও আমি বাড়ীর ভিতর গিয়ে দাড়ালাম। কিন্তু দেখ্লাম লহরের মুখ যেন খোলা-হাঁড়ির তলা। ঘুরে ফিরে চার পাঁচবার তার সঙ্গে দেখা হল—কিন্তু একবারও কথা ক'ল না। আমার ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। বটে! এত কি? আমার এতে কৈ অপরাধ?

মহাপাত্র কয়েকদিন আগে বলেছিল—একটি লোক তোমার খোঁজ করতে এসেছিল। কিন্তু সে কেন্ এবং কি জন্ম বা এর্সেছিল তা ও বলতে পারল না। পরে আজ আবার একখানি কাগজ এনে দিয়ে বল্ল—সেই ভদ্রলোকটি এই চিঠিখানি আপনাকে দিতে বলে গিয়েছেন।



সেই চিঠিখানি নিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—স্থান্থরের লেখা।
খুলে পড়ে দেখি সে লিখেছে—ছোড়দিদির বিশেষ শুঅফুরোধ
অবশু অবশু একবার বাসস্তী-ভিলা'তে যাবেন। মন কেমন একটু
নরম হল। ইচ্ছে কর্ল একবার চট্ করে 'বাসস্তীভিলা'টা ঘুরে আসি।
কেননা—সেদিন শনিবার। রবিবারে ত' আর কলেজ নেই।
অতএব এখন গেলে পড়ার বা অস্তু কোনও রকমের কিছু ক্ষতি হতে
পারে বলে বোধ হচ্ছে না।

চাদরটা কাঁধের উপর ফেলে ষেমন বার হব ভাব্ছি—অমনি
দেখি যে সদরীরে শ্রীমান বিজ্ঞলী বাবু এসে হাজির। অন্তরাছা
কেমন বিদ্রোহী হতে ইচ্ছা কর্ল। মন বল্ল—'জানিয়ে দাও
যে—আমি তোমাকে তেমন 'কেয়ার' করি নে।' সাতটা প্রাণ
ভার চোথের সাম্নে 'বাসন্তী-ভিলা'তে ষেতে চেল। কিন্তু কাজে
হয়ে উঠ্ল না। আমি চাদরটা ভাকের উপর রেখে বিছানাতে
বসে পঙ্জাম।

"কিছে! যাওয়া হচ্ছিল কোথায়—ঠিক এই নব নটবর বেশে ?" বলেই সে আমার পানে চেয়ে র'ল। আমার মনে হতে লগগ্ল— এমন করে তাকায় কেন? ও'কি আমাকে গিলে ফেলছে . চাম ?

অসরটি এসে অন্তরের মাঝে বাসা কর্ল—তব্ কর্ম করে থাক্লাম না—বল্লাম—"নব নটবর বেশটা কি দেখলে ?"

"না—এমন কিছু নয়, তবে কি না চির আদরের—অভ সংখরু



'পাম-হ' মনিন হয়ে থাটের জনায় হা-হুতাশ করছে—আর পায়ের মাখায় ঘেন বিজয়ী বীরের মত চটি চট্পট্ করছে। চির পরিচিত সার্ট পাঞ্জাবী ধূলায় ধুসরিজ— আর নবাগতে চাদর কাঁথে স্থাপিত; আই বল্ছিলাম।"

বলেই কথাটা ঘুরিয়ে দিল—"সে যাই হোক; বল দেখি যাওয়া হচ্ছিল কোথায ?''

আমি বল্লাম "না এমন কোথায়ও নয়, এই যাচ্ছিলাম একটুকু কেড়াতে। ভাৰছিলাম একটুকু ঘুরে আসি। তবে বেশী দূর নয়।"

হেসে বল্ল—"এনতাম্ করছ কেন? সাফ খুলেই বলনা? তোশার এন্তামই বে বলে দিচ্ছে—গন্তবা স্থানটা বড় স্থবিধেজনক আয়ুগা নয়। দেখ এটা কলকান্তা সহর; আরু মনে রেখো চরিত্রকে নির্মান রাখতে হবে।"

আমার রাগটা আবার এই অ্যাচিত উপদেশে আরও বেড়ে গেল। আপনাকে সাম্লাতে পার্লাম না—বলে বদ্লাম— ক্লেম ; আমারও বিবেক আছে। আমিও মানুষ। লেখাপড়া করছি। ভোমার মত বিদান না হলেও মুর্খ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য নই। স্থতরাং ভাল ফল বিবেচনার আমারও ক্ষমতা আছে। কলিকাতা প্রলোভনপূর্ণ স্থান হলেও আমি অস্থান চিনি।"



"ক্স দেখি বাজিহলাম কোথায় ? অস্থান-অস্থান করে বে ঘরটা মাতিয়ে তুললে। ভাবলে দেখুতে পাবে—সে কথা ভয়ানক ভুল।"

"না—বেশ ভেবেছি; সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। তুমি ত' যাচ্ছ— 'বাসস্তীভিলা', সেইটিই অস্থান।"

"দে অস্থানে ত' তুমিও যাও।"

"এই ত' তোমার মহৎ ভূল। তোমার পক্ষে যেটি আছান—
তা' আমার পক্ষে নয়। আবার আমার পক্ষে যেটি আছান
সেটি তোমার পক্ষে নয়। এই বাজিগত ভেদটুকু আর ব্যতে
পারলে না"।

"দেখ বিজলী, ভোমাকে আমি থুবই শ্রদ্ধা করি। কিন্তু
তুমি একটা কথা মোটেই ভাবনা। অত হীন সন্দেহ—নীচতা
দিয়ে তুমি আমাকে দেখতে চাও যে—আমার শ্রদ্ধা ভক্তি তোমার
ক্র অপরপ ব্যবহারে কোথায় উড়ে যায়। কি সন্দীর্ণ চিন্ত তোমার ?
ক্রগতে যত মেয়ে আছে সকলের মধ্যে লহরীই শ্রেষ্ঠ আসন পাওয়ার
যোগ্য। সে নারীকুল-শিরোষণি।"

এই কথা বলে আমি নিজের ঘর হতে উঠে গেলাম। ষাওয়ার সময় কাণে গেল—বিজ্ঞলী বল্ছে—"প্রথম প্রথম ঐ রকমই ঠেকে বটে।"

একটু এদিক ওদিক ঘুরে যথন ফের নিজের ঘরে এলাম—তথন দেখি রাত প্রায় সাড়ে আটটা। বিজলী চলে গিয়েছে—মহীপাত্র আলো জেলে গড়তে বসেছে।

# ভূকা

মহাপাত্র একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা কর্ল—"কি ভোলানাথ বাব, পাড়ছেন না যে? এতক্ষণই বা কোথায় ছিলেন? বিজ্ঞলী বাবু আপনার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে এই মাত্র উঠে চলে গেলেন।"

আমার বেশী কিছু ভাল লাগ্ছিলনা, কেবল ছোট্ট করে বল্লাম—"সরোজদের ঘরে ছিলাম; আজ শরীর বড় ভাল নয়— পড়তে পারছি নে'।"

বলে বিছানায় শুয়ে পঙ্লাম। মনে আবোল তাবোল নানা ভাবনা আদতে লাগ্ল। কিন্তু স্থির কর্তে পার্লাম না—'দত্যই কি আমি অত নীচ প্রকৃতির লোক। একজন বালিকাকে আমার হাত হতে রক্ষার জন্তে মিছে কেন—যদি তাই না হবে—তবে আর একজন অত যত্ন কর্ছে। বিজলী তুমি আমায় পাগল করে দেবে। কি ভীষণ! আমি ভাকে ভক্তি করি—আমি তাকে শুদ্ধা করি—আমি তাকে ভালবাদি। সে ভালবাদা পতির পত্নীর মত নয়—সে ভায়ের বোনের মত। ভাকে তুমি খাদকের খাত্মের মত করো না।

### লহরীর কথা

স্থান্থির ছ'দিন ছ'দিন ভোলানাথের ওখেনে পাঠালাম—কিন্তু ভোলানাথের কোন খোঁজ খবরই নেই। সে দিন সকালে দেখা পেল না—আজও আবার বিকেলে দেখা পায় নি'। সে যায় কোথার? মেসের ছেলেরা বলেছে সে মেসেই আছে। তবু ভার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারছে না।

বড় খেলা খেলেছ বিজলী বাবু; কিন্তু আমিও সহজে ছাড়ছিনে—
আমিও দেখ ছি 'কুমার-সম্ভব' পড়তে পারি কি না? তুমি বে
হঠাৎ আমার উপর এক হাত নিয়ে নেবে—এ আমার সহ্ছ হবে না।
যে রকম হাওয়া বচ্ছে—এত প্রতিকৃলে আমি কখনও সফলতার
দিকে খেতে পার্ব না—তব্ও তোমার অমুকূল গলহন্ত হতে
দিচ্ছি নে।

কি অপরূপ স্বার্থের খেয়াল তোমার মাধার উপরে তা' তুমিই জানো। বিনা কাজে বিনা অভিসন্ধিতে তুমি আমার শান্তি ভেঙ্গে দিলে কেন? যদি হ'-একখানা বই পড়ে আনন্দ পাই—সে আনন্দ হতে আমাকে বঞ্চিত করার তোমার কি অধিকার?

আমি অব্য অন্তের কাছে 'কুমার-সম্ভব' গড়তে পারি—কিব তা' পড়ব না। পড়ি যদি ত' ওই ভোলানাথের কাছেই পড়ব। যাতে আমার আমিষ্টুকুও বেঁচে থাক্বে। আমি দেখাতে চাই—

আমিও একজন মাসুষ। লোকের ইচ্ছা আমার নিয়ামক হবে না—
আমার জুত্তে আমার ইচ্ছাই বংগষ্ট। আর উাদের ইচ্ছা কতকটা
মান্তে পারি—বাঁদের জীবন কিছু কিছু ভাবে আমার জীবনের সঙ্গে
ওতপ্রোত ভাবে সম্বিলিত।

সভাই কিন্ত 'কুমার-সম্ভব' পড়ার জেদটা বেড়ে যাচছে। যত প্রতি পদে বাধা পাচছি —চলতে গিয়ে হুঁচোট খাচছি—ততই মন বল্ছে—'কুমার-সম্ভব' 'আমাকে পড়তেই হবে। কিন্তু সব বুঝি নষ্ট হয়ে যায় ভোলানাথের কাপুক্বভাতে—ওর মানুষের মত দৃঢ়তার অভাবে—পুক্ষরের মত সাহসের অভাবে আমার কাজ কখনও শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে ৰলে বোধ হচছে ন। মাঝ থেকে বিজলী বাবু করের আনন্দে নেচে উঠবে।

আমি সেদিন পিসিমার সাম্নে বাবাকে 'কুমার-সন্তব' পড়ার কথা বলেছিলাম। "তা' বেশ, বই নেই—আনিয়ে দেব" বলে বাবা হেসে পিসিমা ও অক্সান্ত ছই একজন—খারা সেখানে ছিলেন—তাঁদের বললেন—"মেরে আমার সংস্কৃত শিখ্বে।" জানিনে পিসিমা তাঁর কাণের মধ্যে কি বিষমন্ত ঢাললেন—সেই মন্তের বলে বাবাই কিনা আজ আবার বলে বসলেন—"দেখ, 'কুমার-সন্তব' পড়ে কোনও লাভ নেই। অনর্থক বাজে সময় নই করা উচিত নয়। আমি ভাল ভাল বাংলা বই এনে কেব—তুমি পড়ো—দেখো কত আনিক পাবে।"

এ' কথা ভুগ-সহীৰ্ণভাষ জ্ঞান আবদ্ধ থাক্লে-ভাতে প্ৰাণের

ভূকা মেটে না। বাংলাতে আর ভেমন তৃপ্তি হয় না—এখন আমার তৃপ্তির জন্মে দরকার—এমন একটা ভাষা, ষা' আমার পক্ষে খাঁটা আন্কোরা ন্তন। সেটা সংস্কৃতই হোক্ আর ইংরাজীই হোক্— একটা অজানা হলেই চল্তে পারে। তবে কিনা সংস্কৃতটা পড়ভে পড়তে ছেড়ে দিতে হয়েছে—ভাও আবার ক্ষেছায় নয়—জবরদ্যিতে। তাই তার দিক হতে একটা আগ্রহ বেশী করেই ফুটে উঠেছে।

এখন দেখ্ছি—দিন কতক বিজলী বাবু আমাদের বাড়ী আদৃতে ঘন ঘন আরম্ভ করে দিয়েছেন। বুঝিনে পিদিমার সঙ্গে আমার বিক্লছে নৃতন কিছু বড়বছ্ব হচ্ছে কি না ? হয়ে বাক্ আর এক পত্তন। তার ফলও সহু করতে রাজী আছি। কি কর্ব—তোমার সিদ্ধান্ত মতই বলি—এসেছি নারী-জন্ম নিয়ে—সহু কর্তে করভেই জীবন কাটাতে হবে। বাল্যে পিতার অবিচার—যৌবনে পতির অত্যাচার—বার্দ্ধক্যে পুত্তের অনাচার—এ' সকলই মাথা পেতে নিতে হবে। কথা কওয়ার অধিকার নেই, কি বলিহারি আইন! কি মনোরম নিয়ম ?

বুঝেছি—কি জন্তে হিন্দু তুমি আজ এত পদানত—কেন তোমার সন্তানগণ এত নিজ্জীব। মারের জাতির—রমণীর প্রতি অবিচারে তোমার আজ এত অবংপতন। তোমার মারেরা কোমন তুলার গড়া—ছোঁওয়া মাত্রেই খনে পড়ে—তাই তুমিও বাতানে তৈরি—একটা টোকার ভর স'তে পারছ না। তোমার আজ কালকারের

ছেলেরা একেবারে ভূলে গিয়েছে—এই ভারতের নারীপূজা একদিন জগতের আদর্শ ছিল। এদেরই পৌরাণিকী বাণী—'যত্ত নার্যান্ত পূজ্যান্তে রমন্তে তত্ত্ব দেবতাঃ'। কিন্তু আজকাল বল্তে ইচ্ছে করে কবির সঙ্গে সমান স্থার :—

> "হয়ে আর্য্যবংশ জগতের সার রমণী বধিচ পিশাচ হয়ে।"

এরা গল্প বলে উড়িয়ে দেয় রঘুবংশের—

"গৃহিনী সচিব: সধীমিথ:
প্রিয়শিয়া ললিতে কলাবিধৌ।"

যাক্—ও এখন আমার পক্ষে মিছে আলোচন।। খাঁটি বলে মান্তে পারভাম—যদি প্রতিকারে একটা কোন নৃতন উপায়ের হুয়ারে গিয়ে পৌছতে পারভাম। তা' যখন হবে না। একটু সত্য কথা বললে—উদ্ধত অবাধ্য বলে তিরস্কৃত হব—আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মুখ খিঁচুনিকে ভয় করে চল্ব—তখন অনর্থক ভাবা শুধু মন্তিক্ষের বাজে খরচ করা।

#### ভোলানাথের কথা

বিজনীর প্রতি কথা শোনা যায় না। আর এত ডাকের পরও যদি 'বাসন্তীভিলাতে' একবার না যাই—সেটি হৃদয়হীনের মত ব্যবহার হয়। তা' ঠিক উচিত নয়। 'বাসন্তীভিলা'তে আমি অনেকবার অনেক রকম উপকার পেয়েছি। সব কৃতজ্ঞতাটুকু একজনের কথায় বিসর্জন দেওয়া বিচক্ষণের কাজ কিনা সে বিষয়ে সলেব হচ্ছে।

আর এ' কথাও যথন খাঁটা সত্য—যে বিজ্ঞলীর হন্দেহ সম্পূর্ণ অলীক—মনগড়া একটা কাল্পনিক চিত্র মাত্র—তথন তাকে বড় করে নিয়ে একটি ভদ্র পরিবারের বুকে ঘা'দেওয়া ঠিক নয়। স্থতরাং 'বাসস্তী-ভিলাতে' যাওয়াই কর্ত্তব্য।

স্থাবিরের কি কপালের ফের, আমার মেদে আর বাড়ী হাঁটাহাঁটি করে বোধ হয় ওর পা ছ'খানা একেবারে কুলে উঠল। ঠিক ওই রকম যদি দে পরমেশ্বরের কাছে কর্ত—তা' হলে নিশ্চয়ই এতদিনে একটা মনের মত বর পেয়ে যেত। কিম্বা যদি একটা স্থাবর পদার্থের নিকট যাতায়াত কর্ত—তা' হ'লে সম্ভবতঃ তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে যেত। কিম্বা কিম্ব ক্রার্থের সেরা স্থাই আমি মানুষ—আমার মন নরম হবে না। এর চেয়ে নিশ্মতা বোধ হয় জগতের ব্কেক্রিভ হতে পারে না।

বাস্তবিক ভেবে পাচ্ছিনে—আমার 'বাসস্তা-ভিলাতে' যাওয়য়
কি দোষ হতে পারে ? হিসাব কর্লেও ঠিক ধরতে পারি নে —
ক্ষতি হলেও তার পরিমাণ কত ? যাই হোক্ দৈনিক কত সময়
মিছে কাজে নষ্ট হয়—তার মাঝ হতে যদি একবন্টা 'কুমারসম্ভব'
পড়ানোতে নষ্ট হয়—তবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তা' ছাড়া
বিস্থাদানে পুণ্য আছে। বিশেষতঃ জ্ঞানের অসুশীলনে বৃদ্ধি আছে।
স্ক্তরাং জ্বমা খরচেও লোক্সান নেই—লাভই আছে। লাভের
কৃড়িকে ছাড়ে ? আমিই বা ছাড়ি কেন ?

আজ একটা মজাই হয়ে গেছে। বিজ্ঞলী যথন মেসে এসেছিল—
আমি তথন ক্ষেত্রায় গা ঢাকা দিই। আমি জান্তাম যে—তার সঙ্গে
দেখা হলে—শুধু শুধু খানিকটা লেক্চার শুনতে হবে বৈ ত' নয়,
তাই তার সংস্পর্শ হতে আপনাকে বাঁচালাম। কিন্তু সে মনে
করেছে—সেদিনকারের সেই কথায় আমি তার উপর খুব চটেছি।
মহাপাত্রের মুখে এই ভাবের কথা শুনে—মামি ত' সত্য সত্যই হাসি
চেপে রাখতে পারছিলাম না।

সে সময় মনে একটু গরম এসেছিল বটে; কিন্তু তার ভিন্তি কিছু নেই। তবে এই টুকুতে হয়েছে ভাল—লোককে দেখাতে পার্ব—যে তথু আমি নিজের হারায়, অস্তের সাহায্য-বাতিরেকে নিজের জীবন বেশ পরিপাটিভাবে চালাতে পারি।

কতক বিষয়ে আমার মনের উপর জোর করে বিজলীর বিরুদ্ধে শাড়াতে হবে—সে শুধু লোকের মনের ঐ ল্রাস্ত সংস্কারটুকু দূর করে দেওয়ার জন্তে। নিজের বিপক্ষে মাতুষকে ভুল সংস্কার নিয়ে থাক্তে না দেওয়াই ভাল। যদিও তাদের সংস্কারে আমার বেনী কিছু আসে যাবে না। এমন কি আমার ধর্ম জীবনে—সাংসারিক জীবনে—প্রবাসের জীবনে কোনও থানটায় তাদের সঙ্গে কোনও রকম সংশ্রব না করলেও চল্তে পারে—তথাপি লোকে যে আমার বিক্রদ্ধে একটা বল্ ধারণা নিয়ে থাক্বে সে আমার যেন ভাল লাগে না—তা' আমি ঠিক সহু কর্তে পারি নে।

সহু করাটাই ভাল। কেননা আমি এত করলাম তবু ত' লোকের সন্তোষকে বরণ করে নিতে পারলাম না। মোটেই মনে হয় না যে—আমার প্রতি অন্ততঃ সংসারের চারি ভাগের এক ভাগ লোকও সন্তুই। তাও যখন হয় নি, তখন আমার সবধানি যত্নই ত' ভস্মে যি ঢালার মত বাজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক একবার ইচ্ছে করে যদি মহাকবি ভবভূতি বেঁচে থাক্তেন—তা' হলে তাঁর সেই মহাভূলকে সংশোধন করে লিখে দিতাম—'যথা বাচাং তথা বিশাং'। কিন্তু তা' হওয়ার যো নেই। — মৃতের অমন অমল সম্পন্তিতে হাত দিতে নেই।

আজ এ' বিষয়ে লহরীর মতই ষথার্থ লাগ্ছে। লোকে ষাই
কলুক্ না—লোকমত ষতই প্রতিকৃল অথবা অমুকূল হোক্ না কেম
—আমি ষে টুক্ কর্ম্ম—সেটুক্ আমারই মতে। লোকে ক্লপ্রশানা
নিন্দা ভার কেশস্পর্শপ্ত করতে পারবে না। এ' বিষয়ে ওকে আরও
একটু বেশী প্রশংসা করতে হয় এই জন্তই যে—ও' গুণু বিজলীর

মত বাক্যবাগীশ নয়—ও' ক্যজেও দেখাচেছ—যে—ও' লোক্ষত গ্রাহ্য করে না। অত নিন্দে তবু 'কুমারসম্ভব' পড়া বন্ধ করে নি'। সুখ্যাতি অনুসারে কাজ ত' লোকে করেই থাকে—তাতে কিছু কেশী সুখ্যাতির নেই—নিন্দেকে মাথা পেতে বরণই হল—বিশেষ সুখ্যাতি।

ওর ওই মানসিক বলের কাছেই ত' আমার সমূহ দৈন্ত।

যথন আমার নিজের ত্বলি চিত্তের পাশে—ওর সবল চিত্তটা ফুটিয়ে

তুলি—তথনই বেশ ভাল করে ব্রুতে পারি—আমার চেয়ে মাকুষ

হিসাবে ও কত বড়।

আমার প্রাণ বড় নরম, আমি কিছু সহ্ করতে পারি নে। যে কোন রকম ব্যথা—শারীরিক হোক্—মানসিক হোক্—সকল রকম বেদনাই আমার বুকের উপরে পাথরের মত চেপে বসে। সে চাপা ব্যথা আমাকে কঠোর হতে দেয় না—তার একটা মর্ম্মজেদী উষ্ণ নিঃশ্বাস হঃম বরুককে জল করে দেয়। প্রাণ কেঁদে ওঠে—শক্ত হওয়া আর ঘটে ওঠে না। কাজেই বুকের ভিতরে মৃহলতা—সরলতা এসে আত্ম প্রতিষ্ঠা করে। ফলে মেসের ছেলেও বলে—তুমি পুরুষ নামের অযোগ্য। বিজ্ঞলী বলে—বেটাছেলে হও। লহরী বলে—তুমি ত' মেয়েমাসুষেরও অধম।

— তাই হোক্। আমি মেয়েনাত্বরে অধম হয়েই থাক্তে চাই । বিশের অবাধ্যতা জড় করে পুরুষ হওয়া আমার সাজবে না সকলের বুকে বিষম বাধা দিয়ে পুরুষ হতে ঈশ্বর আমাকে বলে দেন নি'। গোটাকতক উপহাস—শুধু মেয়ে মাফুষের অধম—এ' আর বেশী কি ? এ' ত' উপকারীর অপকারের মত বুক ভেঙ্গে দেয় না— বিশ্বাসের বিনাশের মত খন মুসড়ে দেয় না—হাসি দিয়ে হিংসাকে ঢেকে রেখে বন্ধুর মত হাতে ছোরা করে কণ্ঠে আলিঙ্গন করে না।

# বিজলীবাবুর কথা।

ভোলানাথ আমার উপর খুবই চটেছে। রাগেই যদি ত' কক্ষক রাগ—তাতে আমার হাত নেই। রাগ এদে যখন মাফুষকে আপনার মধুর ঝন্ধারে মুগ্ধ করে দেয়—তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। মাধার উর্বার ক্ষেতে কল্পনা নানান রকমের অভূত বাসনার বীজ বপন করে। তার হাত হতে আপনাকে ঠেকান'—দে বড় শক্ত কথা।

রাগের আগে বিবেচনাশক্তি লোপ পেয়ে যায়—তা' না হলে
মানুষ রাগ্তে পারে না। বিবেচনার সঙ্গে একটু খুঁজে দেখলে—
বেশ বোঝা যায়—রাগের কারণটা হয় নেহাৎ অলীক—নিয় শ্ব হাল্কা। তাতে বস্তত্বের লেশমাত্র নেই। কেমন করে এত বড় একটা মিশ্যেকে ডেকে এনে সভ্যক্যৎ তাকে আপনার নৈতিক

পোষাক পরিয়ে বেমালুম বিপ্লবের স্পষ্ট করে বুকের মাঝে পুষে
রেখেছে—যার সর্ব্বগ্রাসী আঁচে শেষে আপনাকে পর্যান্ত আছতি
দিতে হয়—সেটা অফুমানেরও বাহিরে।

তোমার রাগের চেয়ে আমার কাছে বড়—তোমার ভবিষ্যৎ।
বেহেতু আমি তোমায় ভালবাসি—আর সে ভালবাসাটা ভালবাসাই
—একটা রূপজ নেশা নয়। সেই জন্মে তোমায় রক্ষা করতে
আমার এত চেষ্টা এত একাগ্রডা।

এখন ভোমার বেমন অবস্থা ইহাই ক্রম-বিকাশে প্রেমে গিয়ে পরিণত হয়। 'হা হতোন্ধি' প্রেম থপ্ করে একদিনে হয় না। তারও একটা সূর্ত্তি আছে—এবং সে মূর্ত্তির কাছে মাওয়ারও একটা সিঁজি আছে। তুমি সেই সিঁজিতে পা দিয়েছ—তাই ভয়ে আমার অন্তরান্ধা ভাকিয়ে গেছে। সকলের উপর ঐ একই কারণে তোমার আপাত স্থখণান্তি নষ্ঠ করে—চিরকালের স্থখ-শান্তির পথ নিক্ষণক রাখছি। প্রিয়ের পতন প্রাণে সয় না। তুমি বাঁধন ছিছে যেতে চাছে—আমি ধাঁ করে তা দিছিলে, একবার রাশ এঁটে দেখ্তে গেলাম—সেটা ছিজে ফেললে। কাজেই এখন আমাকে অক্তপথ ধরতে হবে।

ৰদি ভেবে দেখ তে— তা হলে স্পষ্টই বুঝতে পাৰ্তে—তোমার এ কুখুশান্তি ভাঙ্গার আমার কি উদ্দেশ্য । উদ্দেশ্য বিনা কার্য্য হয় না—এটা স্বতঃ দিদ্ধ। তবে বল দেখি আমিই বা উদ্দেশ্য বিনা এত ৰড় একটা কান্দে হাত দেব কেন? তা হলেই সত্য বিষয়টুকু তোমার চোধের দামনে ফুটে উঠ্ত। তা' ত'; নয় ? তোমার এখন প্রেমিক ভক্তের তালকাণা অবস্থা। যে তোমার ভক্তিপাত্র— তার প্রতি তোমার ভক্তিটা এখন অন্ধ। দোবগুণ দেখতে চায় না। শুধুই অন্ধবিশ্বাদে ভক্তিদলিল ভক্তিপাত্রের পায়ে ঢালতে চাছহ। সেই জন্মে তোমার উদ্দাম প্রায়ুত্তির ছর্কার প্রোতে আমার কথাগুলি ভেদে যাছেই। আমার কথার দারবভা ও যুক্তিযুক্ততা তোমার চোধের কাছে টাই পাছেই না। কেননা—তোমার চোধ যে ভক্তির চশ্মা নাকে এঁটে রয়েছে—ভার নীলে কাচের আওতায় সবই নীল।

এখন পৃথিবীর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ রমণী বলে ধরবে—ঐ লহরীকে।
নিখিলের সকল সৌন্দর্য্যটুকু চুরি করে—অখিলের অবিকল গুণগুলি
অপহরণ করে এখন ওই কেবল রমণীরত্বরূপে তোমার চোখের
সামনে ঘূরবে। তুমিও তাই জগতের শ্রেষ্ঠ রমণীত্ব ওরই মাঝে পাবে।
বোধ হবে—নারীত্বের প্রকাশ ওখেনে—বিকাশ ওখেনে—উপশমও
ওইখেনে।

আমার ইচ্ছে ছিল—তোমার ঐ ভুলটুকু ভেঙ্গে দেওয়ার জন্তে।
তোমাকে দেখাতে চেষ্টা কর্ছিলাম—এর যে সকল গুণ দেখে তুমি
মুগ্ধ—সেগুলি দোষ না হলেও রমণীর গুণ নয় –পুরুষের অলকার।
ফুতরাং তার সম্মুখে পুরুষেরই মহন্ত বেড়ে যায়—নারীর দৈশ্য
ফুটে ওঠে।

নারীর যে ছটি প্রধান গুণ শালীনতা ও কোমলতা সে ছটিই ওর

## ভূপ

নেই। ব্যাপকতার সহিত বৃদ্ধিমন্তা পুক্ষবের প্রতিভা বাড়িয়ে দেয়—
কিন্তু দেই আবার রমণীর অক্টে আশ্রয় লাভ করলে—তার একটা
নিন্দের বিষয় হয়ে পড়ে। এ কথা না স্বীকার কর্নল—রমণীত্ব
ও পুক্ষবত্ব ধর্ম ছটিকে পৃথক করে নিতে পার্বেনা। তা হলে
জগতে গুণহিসেবে ধরলে সকল পুক্ষবই নারী হতে পারে—সকল
নারীই পুক্ষব হতে পারে। ঘরে বাইরে করার দরকার থাকে না।
হয় হয়ে যাবে—সবই ঘর— নয় হয়ে যাবে সবই বার।

আমিও আজ 'বাসন্তীভিলাতে' গিয়েছিলাম। পিসিমার মুখে শুন্লাম,—ভোলানাথ আজ ওখেনে গিয়েছিল— এবং 'কুমার-সম্ভব' পঞ্চিয়েছে। বেশ বুঝাতে পারলাম—আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-যোষণার এই বুঝি প্রথম যুদ্ধ। আছে। হোক—আমিও তার জন্তে প্রস্তুত আছি। সহজে তাদের আত্মহত্যা করতে দিছিনে।

## লহরীর কথা।

মামুষ কি ছই সপ্তাহে নৃতন হয় ? কালকের ভোলানাথ ত'
আমাত্র ঠিরকালের গা-সহা ভোলানাথ বলে বোধ হল না।
ঠেক্তে লাগ্ল থেন ভোলানাথের চামড়া গায়ে এটি নৃতন
একজন কেউ আমার সঙ্গে অলাপ করতে এসেছে। সে পুরাণ



বিধাহীন সরল অমায়িক ভোলানাথকে খুঁজে পাওয়া গেল না। আলাপও হল না সেই জন্তে ঠিক—আগেকারের মত সরল নিঃসংখাচ ভাবে।

পড়াও তাই সেই রকম হরে উঠ্ল না। মাত্র একে শ্লোক পড়লাম—তাকে কি পড়া বলা যায়? সে কেবল জেদ রকা। ভোলানাথ দেখলাম—তাতেও রাজি নয়—ও বললে—'আর ও কেসাদে দরকার কি? যেটা আমাদের ধাতে ঠিক সল না—ভাকে আরও জোর করে ধরে রাখলে ঠিক প্রাণহীনের দম্ভবিকাশের মতই লাগ্বে।'

আমার নাছোড়বন্দ জেদকে বজায় করা—একটি শ্লোকেই প্রশমিত হল। কি করব—উপায় ছিল না। লোকে কথায় বলে না,—'পড়েছি মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে'।

আমারও কতকটা তাই হয়ে উঠ্ল। নিত্তেজ নিকৎসাহীর সঞ্চ জীবনকে বিজড়িত করেছি যখন—তখন তেজহীনতার ছায়া দলাতে ভয় করলে চল্বে না। অনেক সময় নিজের ছেজ ও গরিমাকেও জবাই করতে হবে।

এ' খেলার আরস্তেই ব্রতে পেরেছিলাম—বিজলী বাব্র কর্ম আবশ্রস্তাবী। সত্য যে তার দিকে আছে সে কারণে নয়—কেবল আইনের চাতুরীর—ছল-কৌশলের পারিপাট্যে সে জিজে গেল। শুধু ভোলানাথের অস্বাভাবিক হর্ম্মলতায় আমার পরাজয়। আজ্বে রক্ম ব্যাপার দেখ্লাম—ভোলানাথের কাণ্ডকারখানাতে যা'

বুঝ্তে পারলাম—মোদ্ধা কথা কাজ যদি ওই ভাবেই চলতে থাকে— তা'হলে 'কুমার-সম্ভব' স্থার আমার পড়া হবে না।

শেষ কালে যে এই ভাবে পড়া ছাড়তে হলো—এ' ব্যথা আর রাখতে স্থান পাব না। এত অসম্ভব—অস্বাভাবিক পতন মানুষের জীবনে হতে পারে বলে বোধ হয় না,—প্রাণে খুঁজলে যদি হুই একটি পাওয়া যায়।

চিরকাল তেজ ও গর্মকে উচু আসন দিয়ে আস্চি—মাথা
নীচু কর্তে পারি নে, অবনত হতে হলে যেন বৃক্ মৃসড়ে তেঙ্কে
পড়ে। বুঝি সেই হেতু ঈশ্বরও আমার কাছে পাঠিরে দিছেন—
যত কিছু নীচতা—রাশ রাশ অপমান—আর তার জভ্যে মানসিক
ক্ষুক্তা। কি কর্ব—হাত নেই—যখন উপর হতে আস্ছে—তখন
সেটা আমাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা'না হলে অন্ত কোন
আর উপায় নাই।

ঐ হোক্—আমি দিলাম 'কুমার-সন্তব' পড়া ছেড়ে। পড়াটা ছাড়তে ইচ্ছে করে না,—এক একবার এই জন্মে যে—পড়া ছাড়লেই ভোলানাথের সঙ্গে সংশ্রব ছাড়তে হবে। ভোলানাথকে বেশ জলের মত সোজা করে এনেছিলাম—এখন আবার সেই রকম জলের মত বিদায় দিতে বৃকে বড় বাধা লাগ্ছে। কি করব — বিদায় ত' দিতে হবে—ধরে রাখবার যখন আমার কোন একতার নেই।

বিশেষতঃ ওই ত' আপনার হতে সরে যাচ্ছে —তবে আমিই
 বা কেন সরে দাঁড়াব না। ব্যবহারের অন্ধুব্যবহারই জগতে চলে

আস্ছে। একজন মন্দ ব্যবহার করছে—তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে ঠিক সংসারী পারে না—আর আপনার ভাল পাগলেও বুঝতে পারে।

আপনার ভালটা হল কি ? তাইত; ভোলানাথের সঙ্গ কি আমার কোন ক্ষতি কর্তে পারবে ? ব্রুলাম না—কোনও ক্ষতি যদি নাইই হবে—তবে এমন আশহা কেন মনের মধ্যে উঠ্ল ? এ' সিদ্ধান্ত যে মীমাংসার বাইরে।

চিন্তার চোটে প্রাণ ঝালাপালা। এর এলোমেলো উড়নচণ্ডী ভাবের হাত হতে আপনাকে রক্ষা করতে পারচি নে, এটা হৃংথের বিষয়।

মনকে এত চেষ্টা করেও সবল কর্তে পারলাম না। ভাব্নার মধ্যে আঁকড়ে পাওয়া যায় না—কোথা হতে মন এত তুর্বলতার মাল মসলা নিয়ে আদে। তুর্বলতার প্রাসাদে কি নিদ্রা গাড় হয় ৢ সবলের কুঁড়ে ঘর কি ঘুমের একান্ত অযোগ্য। তার ছিদ্র কি এতই বেশী—যে তার দরোজা জানালা দিয়ে—হিম গিয়ে একেবারে সকল শান্তি নষ্ট করে দেয় ?

অশান্তির এমন অপরপ জীবন্ত ছবি কথনও আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করতে পারল না। সে একটার পর একটা করে আপ-নার প্রবাহ দিয়ে আমাকে এমন ভাবে ছেয়ে ফেলেছে — যে আর কিছুতেই নিজেকে বেশ পরিছার ভাবে খোলসা করতে পারছি নে। খোলসা যখন কর্তেই পারছিনে—তথন আমার উদ্ধারের জঙ্গে

## ভূদা

জ্মার কিছু করবার মত কাজ নেই। এখন পতনের নিয়ন্তরে জ্মামাকে গা ঢালতেই হবে। তা' ছাড়া আরু কোনও উপায় দেখ্তে পাচ্ছিনে। কিন্তু তাই বলে কি কেবলই সয়ে যাব—অত জ্মনবরত সহাকে ত' আমি সহু করতে পারি নে।

নিক্ষপায় মাকুষকে এমনই করে জব্দ করে। শত দিক দিয়ে **টগায়ের** একটা পথ করবার জন্তে শত চেষ্টা করছি—আর হাজার দিক দিয়ে অকুপায় এসে আমাকে ছেয়ে ফেলছে। এই অকুপায়ই আমার সঙ্গের সাথী। এতদিনে বেশ স্পষ্ট করে জান্তে পারলাম—ললাটলেখা—এই অকুপায়ের হাত হতে আমার নিস্তার নেই।

# সুস্থিরের কথা।

এক একজন যখন এক একজনকে ভক্তি করতে আরম্ভ করে

—তখন বৃঝি ঈশার তার ভক্তিকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়ার

অন্তে পূজ্যের গুণ দেখাতে তার জাঁখি বেশ স্পষ্ট করে কৃটিয়ে

দেন। এ কথাটি নিয়ে সে দিন বিজ্ঞলীবাবুর সঙ্গে ঝাড়া

একটি ঘটা তর্ক হয়। আমি নীচ ক্লাসের ছেলে ভর্কের অত

গৈজিক্যাল-পইন্ট [Logical point] না ব্রুতে পারলেও নিঙড়ে

এইটুকু মাত্র পেয়েছি যে তার মতে মাসুষ ছটো চোথে



দেখে। তার একটাতে গুণ দেখে—আর একটা দোষ দেখ্তে ওকাদ। ভক্ত অন্ধ না হলেও সে কাণা—তাও রাত কাণা নয়—একেবাবে কাকের মত এক চোখওয়ালা। অর্থাৎ তার যে চোখ দিয়ে সে দোষ দেখে—ভক্তিরূপ রামের ঐষিক বাণে সে চোখের তারা উড়ে গিয়েছে। কাজেই তাকে গুণদর্শনের চোখের তারা দিয়ে দেখ্তে হয় বলে—সে ভক্তপাত্রের দোষও গুণ বলে ঠাওরে লয়।

আমার মত একটু উল্টে। রকমের। আমি কি বলি জান—
বল্ব—লোকে ছই চোখ দিয়েই দোষগুণ ছটোকেই দেখতে পায়।
তবে কারও কেবল দোষ দেখা—ও কারও কেবল গুণ দেখার পক্ষে
কারণ এইটুকু মাত্র বলা যায়—যেমন নীলে চশমা চোখে দিলে
সব জিনিব নীল ঠেকে—যেমন পাণ্ডু রোগ হলে সব জিনিষই হল্দে
বোধ হয়—তেমনি স্থুখ হুঃখ রূপ হুই রকম 'পেবলে'র আওতায়
লোকে ছই রকম জিনিয় অমুভব করে।

এ' কথা ভয়ানক ভুল নয়—একেবারে মিথ্যাও নয় যে— বিব্বলী বাবুর সম্বন্ধে ছোড়দির গুণ দেখার তারাটি কাণা। আর ভোলানাথ বাবুর পক্ষে তার উল্টো কথাটা প্রযোক্তা হতে পারে।

কিন্তু সবই ঘূলিয়ে যাচ্ছে—হাওয়াটা বিজলী বাবুর স্বপক্ষে বেশ জোরেই বয়ে যাচ্ছিল-শুমারাও ভেবে ঠিক করেছিলাম—'এইবার ছোড়দির হল পরাজ্বর'; কিন্তু হঠাৎ একটা দমকা হাওঁমায় পালটা পুরে গিয়ে চাল বানচাল হয়ে গেল।

ব্যাপারট খি চুড়ি হরে ধারণ করল—যেন কিন্তুত্তিমাকার একটা ভাব। মাঝে দিনকতক ভোলানাথ বাবু কেবল ডুমুরের ফুল হইছিলেন—এই যা ফল, তাতে হল কি ? শুধু ছোড়দির মনের মধ্যে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেল। ভগবান না করেন যেন— যে তার দারা আওতা সব নষ্ট করে ছোড়দির মনের মধ্যে ভোলানাথ বাবুর কলম বাঁধা হয়ে যায়।

আজকাল আবার ভোলানাথ বাবু ঠিক আগেরই মত যাওয়া আসা করছেন। বন্ধ হয়েছে মাঝ হতে 'কুমার-সন্তব' পড়াটা। স্থতরাং এখন চলছে—কেবল বাজে গল্প—শুধু মিছে এয়ারকি। পড়াটা অনেক ছিল ভাল—কারণ তাতে একটা বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্যে থাকা যেতে পারে। সে তার মাঝ হতে নেশা ধরিয়ে মাকুষকে অন্তান্ত উদ্দাম পথ হতে রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বসে বসে কেবল অমনি গল করাটা খুবই খারাপ—যেহেত্ তার অপরপ বিহ্বলে—আকাশ কুস্কম চিন্তান্ত মনটা একেবারে মাটি হয়ে যায়।

মাকুষ ঠিক আপনিই নষ্ট হয় না—তাকে নষ্ট করে অপর পাচ জনে। তাদের অপূর্ব্ব সমালোচনা একেবারে মাথা ঘূলিয়ে দেয়। হয়ত তার মধ্যে সত্যের চিহ্নও থাকে না—নয় ত তিলকে তাল করে—এই হচ্ছে তাদের কাজ। সেই আলোচনার এক বেয়ে আঘাতে নিন্দার শ্রুতিকটু, আওয়াজে শেষকালে অন্থির হয়ে উঠে নিন্দারই আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

এ ক্ষেত্রেও হয়ে দাঁড়াবে তাই। দোষের আশ্রয় না নিলে সবাই



বোধ হয় ছাড়ছে না। আমি কাল খুবই তর্ক করেছিলাম। সকলেই আমাকে ভোলানাথ বাবুর উকিল বলে ঠাট্রা করল—কেউ বন্ধল— ফিন্ন' পেয়েছ কত ? কিন্তু তাতে আমার কিছুই আসছে যাচ্ছে না।

মাস্থ্যের ঠাট্টায় যাদের বেশী যায় আসে—তারা ঠিক মাস্থ্য নামের যোগ্য নয়। তাদের কি বল্তে হয়—আজও তাহা ভাষায় আসে নি;—অভিধান তার প্রতিশব্দ বক্ষে বহন করে না। বিদ্রুপের ওই সব কশাস্থাত যারা করে—তারা একবারও ভেবে দেখেনা যে—এ' রকম ক্রমাগত ঠাট্টায় তাদের নিজের প্রাণ কি রকম করে ওঠে।

এক এক সময় যথন ঠাট্টার আঘাতে ভোলানাথ বাবু মুখ চুণ করে মেসের বাসায় বসে থাকেন—তথন কি রকম একটা তীব্র বেদনা আমার মনে হয়। ইচ্ছে করে জগতের নির্মান দোষ দর্শন পটু সমালোচকগুলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। তাদের ভাল রকম করেই জানিয়ে দিই—তাদের কাজের দোষও লোকে ধরতে পারে—কাজ কথনও নির্দোষ হয় না—একটা না একটা দোষ—যত ভাল করেই কাজ শেষ করনা কেন—তাতে থেকেই যায়।

ছি! ছি!! তোমরা কেমন করে আপনাদের মান্নুষ বলে পরিচয় দিয়ে মান্নুষের বুকে এমন আঘাত কর। একটুও কি মমতা আসেনা? আঘাত করে কি এতই হুখ? ব্যথার প্রলেপ দিলে কি প্রাণ একটুও আনন্দে পুরে ওঠে না?

বলিহারি ছোড়দি! ভোমার পায়ের তলায় মাথা অবনত করে:



পড়ে থাক্তে ইচ্ছে করে। জগৎ তোমার নিন্দা করুক—ভুবন তোমার পানে ম্বণার চক্ষে ফিরে চাক্—কিন্ত দিদি এ' দীন তোমায় চিরকালই হৃদয়-অর্থ্যে পূজা করবে। মামুষ ত' তাকেই বলি—হৃদয়ের দৃঢ়তা যার আছে—যে সাধারণের নিন্দান্ততি গ্রাহ্য করে না—
আপনাকে পরের চোখে দেখে না।

#### লহরীর কথা।

দিন কতক থাক। গিমেছিল—বেশ আরামে। মেজদিদি এসেছিলেন ভোলানাথও আস্ত। কাজেই এই দিনগুলো ঠিক আগেকারই মত চলে বাচ্ছিল। তেমনি হাসি—তেমনি কাব্য আলোচনায় আমরা ভরপুর ছিলাম। ঠিক সেই এক ভাবেই আমাদের এ'মজলিসে বড় বড় সাহিত্যিক মহারথীদের মাথা কাটা যেতে লাগল; এ' এজলাসে—পুরাণ বিভাপতি চণ্ডীদাস হতে আরম্ভ করে—ভারতচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি, নবীন বিদ্ধিম মধু ইইতে আরম্ভ করে—রবি দিজেন প্রভৃতি কারও নিস্তার ছিল না। সিদ্ধান্ত হত—কেইই সর্কান্ত-স্থান্থ অর্থাৎ নিশিল দোষ বিহীন নয়।

এ' ক্ষেত্রে আমার কথা বেশ স্পষ্ট ভাবে খাট্ছে পারে—য়থন কেউই এ' জগতে সর্বাশ্ব-স্থলর নয়—তথন আমার দিনগুলিই বা



সর্বাঙ্গস্থন্দর হবে কেন? কাজেই ভগবান তারও সর্বাঙ্গস্থন্দরও অতি সহজেই নষ্ট করে দিলেন। আখিনের এক পবিত্র নির্মাণ সন্ধায় উকিল বাব্ এসে মেজদিদিকে নিয়ে গেলেন—আমাদেরও হাসি খুসি কুরিয়ে গেল।

আমি ভেবেছিলাম—মেজদির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর সরব কোলাহলটুকু একেবারে নীরব হয়ে যাবে। আমি খাঁটি একলা হব। মন্দ
কি ? ৬'তিন জনে ক্লব্রেম একলা হতে একজনে সঠিক একলা হওয়া
খুবই ভাল। যখন আমি এই রকম ভেবে আপনাকে বেশ মনের মত
করে গড়ে তুল্ছিলাম—তখন আমার যত্নের কাছে ধরা পড়ে গেল—
আমার সিদ্ধান্ত সর্কৈব মিথ্যা। বিশদ কথা এই যে— মেজদিদি চলে
গেলেও ভোলানাথ বাবুর চলে যাওয়ার কোনও লক্ষণই দেখতে
পেলাম না।

একবার মনে হল মাঝে মাঝে কথাবার্ত্তায় সময়টা কাটুবে ভাল।

হ'একদিন যেতে না যেতে আমার এ'ভূলটা ভালরকম করেই বৃঝতে
পারলাম। একজন লোকের সাম্নে—অথবা এক ঘরে ছ'জন লোকে
কথা না কয়ে চুপ করে বসে থাকা যে কত বড় শক্ত কাজ—তা'
আজ আমার এই প্রথম হাদয়শম হল।

ভাব্লেও আর ধরতে পারিনে—আমাদের সেই অনর্গল কথার থেই কেমন করে হারিথে গেল। সে অনর্থক ঝগড়া ঝুঁটি তর্ক বিতর্ক জার তেমন সহজ ভাবে এসে কাছে ঘেঁসে না—আরাধনা করলেও আমলের মধ্যে আন্তে পারি নে।

#### ভুকা

মেজদি থাক্তে তাঁকে উপলক্ষ্য করে আমাদের কথার চেউ উথলে উঠ্ত —তাই তথন বেশ সোজা আলাপ চলছিল। কিন্তু এখন আর সেটা হয়ে উঠছে না।

সেদিন এই নীরবতা নিজেই সহ করতে পারলাম না—ভোলানাথকে বল্লাম—'আছো, তুমি বেটাছেলে হয়ে এমন চুপ করে বসে থাক্তে ভালবাস। একটা সঙ্কোচ আসে না; মনে হয় না—এমন চুপ করে আলসের প্রশ্রম দেওয়া পাপ।'

ভোলানাথ আমার কথার যা' উত্তর দিল—তাতে আমার জারও হাসি এল—মনে হল—এ' কি মান্তুষ ?

ভোলানাথ উত্তর কর্ল—'কেন যে চুপ করে বসে থাকি তা' বল্তে পারব না,—কেবল এইটুকুমাত্র মনে হয়—এখেনে বসে থাক্তে ভাল লাগে—তাই বসে থাকি, তারও কারণ সম্ভবতঃ ছোটকাল এখেনে কাটিয়েছি বলে।'

## বজলীবাবুর কথা।

ভোলানাথ আবার 'বাসস্তীভিলা' যেতে আরম্ভ করেছে। এ' দিকে ত' তার বিবাহ ২১ শে ফাস্কন। বুঝি না কেমন করে সে জ্বলম্ভ আঞ্চনকে বরণ করে নিচ্ছে। আমি যে উদ্দেশ্যে বারণ করি—এক একবার মনে হয় সে যেন তা' বোঝে না। কিন্তু আমি তেমন স্পষ্ট করে আসল কথাটা ত' বল্তে পারি নে। তাতে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে।

বোঝেই না আবার কেমন করে বলি। সেদিন মেসে থেমন
চটেছিল—না বুঝলে আমার উপর তার অভটা রাগ হতেই পারে
না। অথচ বিয়েতে ত' একটা আপত্তিও উঠ্ল না, বেশ জলের মত
সহজ ভাবে বিয়ে করতে চলেছে। কোনওখেনে বুঝি কোন গোলমাল
নেই।

প্রণয়ের দেবতা যুরোপীয় সাহিত্যে সন্ধ। কিন্তু এই ভাবের 
অন্ধ—এটা আমার ধারণা ছিল না। সাহিত্যের পৃষ্ঠা উণ্টালে
শত শত ভ্রান্তি হাজার হাজার ভূল চোখের সামনে ঝলসে প্রেঠ,
তার কারণ কি ঐ অন্ধর ? উপস্থাসে ভূলগুলি খাসা ফুন্দর ভাবে
ফুমীমাংসিত হয়ে যায়—মিলনের সময় কোন ঝঞ্চাট থাকে না।
বাস্তবে কিন্তু ওই জায়গাটায় যত গোলযোগ। তাতেই পূর্বরগ
কি 'ক্রি-লাভ' [free love] প্রভৃতি বাস্তবের অন্ধে আস্তানা প্রেতিষ্ঠা
কর্লে বইএর মত মধুর হয় না। একটা না একটা মানি—একটা
না একটা অসঙ্গত অসম্পূর্ণতা কিছু থেকে যায়—যার জন্তে সমস্ত
জীবনটা জ্বলে পুড়ে খাক্ ইয়ে যায়।

অবসাদের ভয়ে কি কেউ নেশা ত্যাগ করতে পারে ? ঠিক সেই রকম স্থুযোগ পেলেই মান্তুষ ও গুলোকে বরণ করে নেয়। ওর শেষ

#### ভুপ

ফলটার কথা একবারও ভেবে দেখতে চায় না। যেন চিরদিনের বসস্ত ঝকারে প্রাণ মন মেতে থাক্বে।

আমি ত' কিছু করে উঠ্তে পারলাম না। এতথানি বিজে বৃদ্ধি নিয়ে শেষকালে একটা ছোট্ট মেয়ের কাছে মাথা হেঁট করতে হবে—এও ত' কম লজ্জার কথা নয়। সে বেশ বোঝে— সংসারের ভিতরে তার কাজের প্রতিবাদীর মধ্যে—আমিই সব। পিসিমা আমার কলটেপা পুতৃল। পিসিমা আবার আজকাল হাল ছেডে দিয়েছেন।

দেখে আমার কাল যেন বোধ হচ্ছিল—ভোলানাথের সংসর্গ 
প্রর যেন তত প্রীতিপ্রাদ নয়। তবুও আমাকে দেখাবার জন্তেই 
কাল জাঁকিয়ে গল্প স্থক করে দির্মোছল—কিন্তু প্রাণের অভাবে 
সেটা তেমন জমাট বাঁধছিল না। এতেই বেশ ধরা যাচ্ছে—আমি 
সফলতার পথে কতদ্র এগিয়ে পড়েছিলাম। বাসন্তী যদি না আস্ত
—তা' হলে এ' কয়দিবসে এরা পরম্পর পরম্পরের অপরিচিত 
হয়ে পড়ত।

লক্ষ্যপথে একটি বিশ্ব দেখে মারা ফিরে আসে তারা অধম যাত্রী—
যারা বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে হেরে ফিরে যায় তারা মধ্যম যাত্রী
আর যারা বার বার বাধা পেয়েও ফিরে আসে না—তারাই হল উত্তম
যাত্রী। আমাকেও উত্তম যাত্রী হতে হবে। আমি ফির্ব না—কাজের
ফলাফল দেখ্ব। পারি ত' সহজ করে কাজটাকে নিজের অভীষ্ট
পথে চালাতে চেষ্টা কর্ব, শত শত বাধা বিপত্তিকে ভয় করব না,

তাদের এমন কোনও আমল দেব না—যাতে তারা আমাকে চেপে ধরতে পারে।

রামকিষর বাবু নাকি পশ্চিম প্রাদেশের তীর্থ সকল দেখুতে চলেছেন—পিসিমাও সঙ্গে যাচ্ছেন। ভাৰতে পারি নে—এরা কি রকমের মান্ত্রয়! গৃহে অরক্ষণীয়া কল্পা—তার বিবাহ দেওয়া দ্রের কথা—তারে ফেলে চললেন—মাসথানেকের মতন তীর্থ পর্য্যটন করতে। শুন্ছি সে সময় নাকি বাসন্তী এসে এখানে থাক্বে। তবেই হয়েছে—অনাবিল এয়ারকির একটা কোয়ারা বয়ে যাবে।

আমি ভাবি মান্ত্র্য হাস্ত রসটাকে অত ভালবাসে কেন? যে রসটা কোন কাজেরই নয়—যাতে একটা মহাকাব্য বা একটা বড় জিনিষ কিছু হয় না—তাকে বড় করে নিতে নেই। আমার কাছে হাস্তরস তথন ভাল লাগে—যথন তার মধ্যে একটা করুণ অথবা একটা বড় রস বেশ ভাল করে ফুটে ওঠে।

লংরী ভেবেছে—আমি বৃঝি হেরে গেলাম। তাই সে কাল ঠাট্টার কশাগাতে হাসির ফোয়ারায়—প্রতি কথার মাঝে আমাকে জানাতে চাচ্ছিল—এ ক্ষেত্রে তার বিজয়-পতাকা কেমন স্থন্দরভাবে উচ্চ চে।

তবে তলিয়ে দেখলে ঠিক হয়ে যাবে—এখনও হার তারই আছে। আধাক্ষেপছাভাবে 'কুমার-সম্ভব' শেষ করতে হল—ভুভালানাথের সঙ্গে পূর্বের মত দ্বিধাহীন নিঃসক্ষোচভাবে মিশ্তে পারছে না। এ গুলো কি তার জয়ের নিদর্শন—না আমার জয়লক্ষীর

## ভুগ

সাক্ষী। কিন্তু এতে আমি আনন্দিত নই, কেননা আমি জয়-পরাজয়ের
থতিয়ান করে এ'যুদ্ধে নামি নি'। এ' ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য—
তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্রভাবে জগতের বুকের উপর বিচরণ কর। পাপের
কালিমা আবিলতার মালিশ্য যেন তোমাদের কেশম্পর্শ কর্তে না
পারে।

#### ভোলানাথের কথা

বিয়ে জিনিষটা বড় জারামের। কি জানি বিধাতাপুরুষ কি অমৃত মাখিয়ে এই তুইটি অক্ষর স্থাষ্ট করেছেন। যার নাম শুন্লে—একটা অপূর্ব্ধ ঝারারে মনপ্রাণ মেতে ওঠে—আনন্দের অধীরতায় ক্ষয় নাচ্তে থাকে। তা' বিয়ে অস্তান্ত 'য়য়ে' একারই হোক্ (বিয়ে) অথবা শুধু স্বরের এ কারই (বি, এ) হোক্। সে মাদক দ্বোর মত নিজের নেশায় হাদয় বিহবল করে দেয়। বিজলী কিন্তু এই বিয়েকে দিলীর লাজ্যুর সঙ্গে উপমিত করতে চায়। বলে—এ' দিলীর লাজ্যু যে খেয়েছে দেও পন্তাচ্ছে—যে না খেয়েছে দেও পন্তাচ্ছে। তবে জানিনে এ' কথাটা তার অস্তান্ত সিদ্ধান্তের মতই অস্তঃগারু শৃন্ত কি না।

একটা প্রবাদ আছে—'গাছে না উঠ্তেই এক কাঁদি'—আমারও তাই হরে দাঁড়িয়েছে। কাল হব্ খুড়বাঙ্কর ও ভাবী মামাখণ্ডর আংটি জুতা প্রভৃতির মাপ নিতে এসেছিলেন। আজ আবার বন্ধু বান্ধবেরা প্রীতি-উপহারের পাণ্ডুলিপি দেখাতে এনেছিল। এ'সব ব্যাপার বেশ প্রাণকে সরস করবার পক্ষে আমসত্ত্বের চাট্নীর মত। আর মাঝে মাঝে মনের মধ্যে এনে দেয়—আমি বর হতে চলেছি। তাই লাগছেও মল্দ নয়। এক এক সময় মনে আস্ছে—মহাপাত্ত্বের কথা যে বিয়ের বাজনা শুনলেই বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়। এতদিন এ' বিয়য়ে আমার কোন 'পার্শনাল এক্সপিরিয়েন্স' ( Personal Experience) ছিল না। কিন্তু কাল একটি বরকে 'প্রসেশন' করে যেতে দেখে—আমারও দেরি আর সচ্ছে না—মনে হচ্ছে দিনটা এলে হয়।

কাল বিজলী এনে কিন্তু বিয়েটাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্তে দেড় ঘণ্টা ধরে এক বক্তৃতা ঝেড়েছে। তার বক্তৃতার ফলিত অর্থ এই—বিয়ে হল মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কার। স্বতরাং সেটাকে খপ্ করে একেবারে আপনার করাটা ঠিক উচিত কি না—এ বিষয়ে একটা সংশয় সাধারণতঃই মনে আসে। দিতীয়তঃ তুমি বিয়ে কর্তে চলেছ হাকিমের কন্তাকে। দে পুরুষ মান্ত্র্যদের কোলে-পিঠে চড়া — অর্থাৎ এক কথায় মান্ত্র্য করা মেয়ে আমাদের মত পল্লীবাসীর ধাতে 'স্কট' করবে কি না—সে বিষয়ে একটা সন্দেহ আছে। কারণ তাদের কোমলতাটুকু কম হওয়াই স্বাভাবিক। বরঞ্চ একটা তুই জেদী ঘোড়ার মত বিজ্ঞাহের ভাবটা ফুটে ওঠে—এবং চঞ্চলতারও যেন বুকে মুখে ছাপা আঁটা থাকে।

আমি কিন্তু উত্তর করি—"আমরা হিন্দু। সম্পূর্ণরূপে পিতার অধীন। আমাদের শাস্ত্র বলে দেয়—পিতা জীবিত থাক্তে সন্তানের খোপার্জিত ধনেও অধিকার থাকে না। আমরা বিবাহ বিবয়ে পাশ্চাত্যের মত পূর্বরাগ অথবা মনোনয়ন প্রথাকে তত বড় করে ধরে উঠতে পারি নে, কারণ তাতে যেন সংস্থারে বাধ বাধ ঠেকে। স্থাতরাং তিনি বা' করেছেন—তাই আমার নতশিরে মেনে নেওয়া উচিত।"

সে অসকোচভাবে বলে বস্ত্র—"সব বিষয়ে কি তুমি এই অভিপ্রায়ের মত কাজ করো। না এ অপূর্ক মতি শুধু তোমার বিয়েকে সমর্থন করার জন্তে। ভাবলে বোধ হয় বুঝতে পারবে—পিতার আনেশের চেয়েও কাব্যের করনা—তোমাকে বিয়ে করার জন্তে বেশী পাগল করেছে। আমি বলি—এ বিয়ে ভেঙ্গে দাও। পরে বুঝে স্থঝে ধীরে স্থন্থে একটা বিয়ে কর্লে চল্বে। ব্য়েসও কম আর বিয়েও ত' পালিয়ে বাজে ন।"

কি জানি বিজলীর কথার মাঝে আমার ঘাড়ে কি খেয়াল চাপল—আমি একবার ঘরের চারিধারটা তাকিয়ে নিলাম। দেখি মহাপাত্র সামনে বই খুলে রেখে আমাদের পানে চেয়ে মূচকে বেশ মিষ্টি মিষ্টি একটু হান্ছে। অমনি আমার মাথাটা কেমন ঘূলিয়ে গেল। মূনে হল—সবাই ভাবে—আমি বিজ্ঞাীর ইঙ্গিতের পুতৃল। এ' কথা মনে হতেই নিজেকে সাম্লাতে পারলাম না। একটা কেমন জোরের উপরই বলে বস্লাম—'দিবি ষেচ স্ক্তা দেবতা' আমি



এমন পিতার মনে কট দিতে পারব না। বিশেষত: সেদিন দিদি
মারা গেছেন। মার মনটা বড় খারাপ আছে—এ' সময়ে বিষেতে
একটা বাধা তুলে তাঁর দেই আহত মনের উপর আর এক তরফা
আখাত করতে পারব না।

'তা' বেশ'—এই ছোট্ট খাট্ট উত্তর দিয়ে সে সেখানে হতে উঠে গেল। মহাপাত্র এ' দৃশ্য দেখে একটু রদান দিয়ে তার ঠাট্টার দারা সাধা উচু গলায় বল্ল—'বেশ জব্দ করেছ। বাছাধনকে থে'তা মুখ ভোঁতা করে কেমন শাস্ত ছেলেটির মত ফিরতে হল।' কেন জানিনে—মহাপাত্রের এ' পক্ষটানা কথা তথন আমার ঠিক আর ভাল লাগল না। আমি অপ্রসন্ন মনে চুপ করে নিজের বিছানায় বদে থাক্লাম।

আমায় চুপ করে থাক্তে দেখে মহাপাত জিজ্ঞাসা করল—
'পাত্রী কি ছোড়দি না কি '

ছাঁত করে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। আঁ। ছোড়দির কি তাহলে আমার বিয়েতে পাত্রী হওয়ার যোগ্যতা ছিল—প্রাণটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল—আর ঠিক ভাবতে পারলাম না। একটা কেমন বিভোর ভাব এসে মনের সমস্ত ক্রিটুকু জল করে দিল। আন্তে আন্তে বিছানায় ভয়ে পড়লাম—জান্তেও পেলাম না—কথন বিরামদায়িনী নিদ্রা স্থাপনার কোলে আমাকে টেনে নিলেন।



# সুন্থিরের কথা।

ভোলানাথ বাব্র বিয়ে হয়ে গেল। এখন ছোড়দির বিয়েটা হলেই
পিসিমা ও বিজ্ঞলী বাব্র খাম দিয়ে জর ছাড়ে—চাধাড়ে কথায়
বললে—বলা যেতে পারে—খাড় হতে ভূত নেমে যায়। তোমরা
বসে বসে ভাবছ—জল্লনা কল্লনা করছ—উপায় অফুপায় উদ্ভাবনে
ব্যক্ত হছে—এ'দিকে বিষয় ত' জলবং তরল। এই সব দেখলে বোঝা
যায়—বাঙ্গালী হাতে কাজ না থাক্লে ঠানদিদির বিয়ে দেওয়ার
বাবস্থা করে।

ভোলানাথ বাবুর বিয়ের মত ছোড়দির বিমেটা বোধ হয় অত সহজে শেষ হয় না। কেন বল্ডে পারি নে—হঠাৎ বিয়েটা পিছিয়ে যাওয়ায় আমার এই ধারণাটা আরও বদ্ধ মূল হয়েছে। এর জন্তে আমি বল্ডে চাচ্ছিনে—ছোড়দি তত বিশুদ্ধ নয়; কারণ সে রকম সিদ্ধান্তে পৌছানোর মত এখনও কোন হেতু পাইনি। মিছে করে যুক্তিতীন কথায় একজনকে দায়ী কর্তে যাওয়া ভয়ানক অস্তায়।

আ্রান্চর্যা হওয়ার কোন কারণ আছে কি না বল্তে পারি নে—
তবে আমি নিজে আন্চর্যা হই যে— নান্নুষে এই অন্তায়টিকে আরও
বেশী করে আপনার করে নিয়েছে! তাতে ফুন তাদের কোন লক্ষা
কোন সকোঁচ নেই।

জগতটা দাঁড়িয়ে রয়েছে—আমিত্বের উপর। তাই সেই আমিত্বের



ষ্পভিমানে ঘা লাগ্লেই তাকে একটা কিছু করতে হয়—দে কাজ উচিতই হোক্ আর অমুচিতই হোক্—তা যেন তাকে দেখার আবশুক করে না। চেয়ে দেখছি পৃথিবীর প্রায় সাড়ে পনেরো আনা লোকই এই ধারার মতে কাজ করে। ছ' একজন অন্ত দিকে গেলেও সাধারণের চোখে তারা যেন ছনিয়ার বার হয়ে দুভোয়।

কাল থেকে শুন্ছি—ছোড়দির শরীরটা তত ভাল নয়। আর এ ভাল নয় সক্ষে অবিধাস করারও যো' নেই—কেন না শারীরিক বেদনার চিক্ত তার চোথে মুথে ফুটে উঠেছে; কিন্তু আমাকে আশ্চর্য্য করে দিয়েছে—যে এতেও এ' বাড়ীর স্বাভাবিক নিয়মের কোন ওলট পালট ঘটে নি'। যা' যেমন ভাবে চলে আসছিল—এখনও তা' ঠিক সেই ভাবেই চলে আস্ছে। ব্যতিক্রমের নাম গদ্ধ নেই। পিসিমার সেই ঝগড়া গালাগাল—দান ধ্যান, রামকিকর বাবুর মান্ধাতার আমলের মত খাওয়া দাওয়া—আফিস যাওয়া আর নিজের তেতলার ঘরটিতে চুপ করে বদে থাকা, ছোড়াদিদিরও আগের মত স্থযোগ পেলেই—গান কবিতা—ঠাট্টা তামাসা হাসি-রাশি। মাঝ থেকে আমি যেন কুটস্থ চৈতক্তের মত এ সব দেখতে পারছি নে।

কেন জানিনে—ছোড়দির অস্থণটাকে এরা তেমন কেয়ার করছে না। রামকিঙ্কর বাঁবু কাল এক দাগ হোমিওপ্যাথি ঔষ্ট্র দিয়েই যেন পিতার কর্ত্তব্যের হাত হতে খালাস হয়েছেন। আর ওষুধ পত্ত পথ্যাপথ্যের কোন খবর নেই। এরা কি? বিচার বিবেচনা বোধ



হয় এদের জন্মে নয়। আমি দেখি—আর ভাবি—এদের সিন্দৃক বোঝাই টাকা পয়সা থেকেই বা লাভ কি ?

প্রায় দেখতে পাওয়া যায়—যাদের টাকা আছে—তারা তার ব্যবহার জানে না, আর যারা সদ্মবহার করতে চায় তাদের আসলে জিনিষটারই অভাব হয়ে দাঁড়ায়। এই সব দেখে আমার মনে হয়— সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যে বলে থাকেন—'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। অস্ততঃপক্ষে রামকিন্তর বাব্র বাড়ীর অবস্থা দেখে তাই বোধ হয়। রামকিন্তর বাব্র স্ত্রী জীবিত থাক্তে এত বিশুখালা ছিল না।

মাকুষ বিষে করলেই বদলে যায়। কথাটা যদিও সতা যুগের
আমল হতে সত্য —তবু সেটা ষে এত স্পষ্ট তা আমার জানা ছিল না।
ভোলানাথ বাবু আজ পনেরো দিন কলিকাতায় এসেছেন। সেদিন
দেখলাম—শিবপুরের ট্রামে দাদাখণ্ডর বাড়ী যাওয়া হচ্ছে—আর এ
দিকে আসবার একবার অবসরও হয় না। ছোড়দিদি বোধ হয় জানে
না যে – ভোলানাথ বাবু বিষের পর এত শীঘ্র কলিকাতায় এসেছেন।
তাহ'লে একবার তাঁদের মেসে যাওয়ার ছকুম হত। কিন্তু এবার
আর আমার ছকুমে হাজির হওয়ার ইচ্ছে নেই।

এত আদা যাওয়া কি করে মানুষ ছদিনে একরতি একটা মেয়ের জন্মে ভূলে যেতে পারে—সংসারে সব দিক হতে বিদায় নিয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়ে। ইহা ঠিক কেমন করে ঘটে ভেবে পাই নে! মনের মধ্যে



গন্দেহ আদে সাতটি কথার বন্ধুত্ব এদের কারও কথা কি না ? মাস্থবের অবনতি মেয়ে মাসুবের হাঁতে চরম হয়ে ওঠে। যখন একটি ছোট্ট মেয়ে এসে যুবকদের হুকুমে চালাতে থাকে— তথন যে তারা কেমন করে শাস্ত টাট্ট ঘোড়াটির মত চলে তা অনুমান করে নেওয়া যায় না, ইহাই মনুষ্যতের অপমান।

বিয়ে ত করেছে একটা দশ বছরের মেয়ে। না জানি বড় বিয়ে করলে কি হত।

রামকিঙ্কর বাবৃকে দেদিন ছোড়দির অস্থপের কথা বললাম।
তিনি উত্তর কর্লেন—"তাইত স্থান্থির—কি করি বল ত ? ও যে?
কেমন ধাতের হল—তাত বলতে পারিনে—পরের ঘরই বা কেমন
করে করবে ?"

আমি বল্লাম — "পিছনের ভাবনাগুলো ছেড়ে দিন। শশাস্ববাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে ছোড়দির কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু আপাততঃ ওর সেরে ওঠার দরকার ত ?"

"হাঁ — তাইত বাবা, একটা সং পরামর্শ দাও দেখি। কি করা যায়? দিদিরে দিয়ে ত'লোকের শরীর গতিক ভাল মনদ দেখা চলে না। আমি এটা লহরীর অত্থ ধরা পড়ার আগ্ হতেই ব্রতে পেরেছি— ওর শরীর•ঠিক প্রাকৃতিত্ব নয়। ওযুধ দিছি নে — তার কারণ আমি ওযুধটাকে তত বড় করে মানি নে। আসলী জিনিব যা সেবা ও ভ্রম্ভাব সে ছটিরই যে একেবারে অভাব।"

আমি বুঝতে পারলাম—এই নীরব লোকটি কাউকে কিছু না বললেও— নজর দিয়ে সব দেখে যান। খানিক আগে যে তাঁর উপর ঝাল ঝেডেছি—তার জন্তে মনটা লজ্জায় নত হয়ে গেল। ভাবলাম যে মাস্ক্ষ কথা না বলে সংসারের সব অত্যাচার অবিচার আবদার সহা করে, দেখে, আর চুপ করে আপনার নির্দ্ধি কক্ষে বদে থাক্তে পারে—সে কত মহৎ প

সেই মহত্ত্বের কাছে মাথা অবনত করে ধারে ধারে বল্লাম —

"মেজদিকে কিছুদিনের জন্মে আন্লে হয় না ?"

"হাঁ, তোমার প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত বটে; আচ্ছা ভেবে দেখ্ব।"

## व्यव्या विक्र

আমি ভাবি—কি ভাবি? ঠিক বল্তে পারব না—যে কি ভাবি। তবে এক'থা খুবই সত্য যে একটা কিছু ভাবি। সে ত' মাসুষ মাত্রেই ভাবে। তা' হলে সে ভাবনায় ত' আমার নিজের কিছুই বিশেষত্ব নেই। তবে ওরা সকলে আমার পানে কটমটিয়ে চায় কেন?

বাস্তবিক ভাবলে তলিয়ে যেতে হয়—আমি কি পৃথিবীর সব অনিয়ম জড়ু, করে বিশ্বের মাঝে এসেছি। হবৈই বা; তা না হলে সংসারের একজনও আমায় ভাল বাসে না কেন? জগতের যাবতীয় লোকের একজন না একজন প্রিয়পাত্ত আছে—আর সেই প্রিয়- পাত্রের। তাকে প্রাণ খুলে ভালবাদে— যারা জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে তার উত্তর জীবনটাকে মনোহর করে তোলে।

কিন্তু আমার সেলোক কোথায়? যার একটি কথার মধুর ঝকারে—যার একটুখানি মূছল স্পর্শে আমার তৃষিত তপ্ত জীবন শীতল হবে—যার মেহে হৃদয় গরস হবে। আমার সেলোক কি ঈশ্বর আজও স্পৃষ্টি করেন নি?

পিদিমার ব্যবহার আমাকে বড়ই বিরক্ত করন। কি করি—
নিরুপায়! অস্থবে আমার মেজাজটা আবার থিট্থিটে হয়ে পড়েছে।
কিছুই সয় না। বিশেষতঃ চিরদিনই আমি সহিষ্ণুতার বাইরে দাঁড়িয়ে
আছি — এখন তাতে আবার চরমে চড়েছি। পরক্ত দিন একটু ঝগড়া
হয়ে গেল। আজও আবার পিদিমা দেই তল্লাসে ঘূরে বেড়াছেন।
আজ আর আমার ঝগড়া করতে ইছেে হছেে না—সরে সরে
বেড়াছিছ। কিন্তু যে রকম মেঘ—বৃষ্টি যে এক পদ্লা হবে—তাতে
আর কোন সন্দেহেই নেই।

স্থান্থর 'ডেলটানগঞ্জে' গিয়েছে মেজদিকে আনতে। ছ'দিন একটু জিব্নতে পাব, বকুনিটেও খেতে হবে না। বলিহারি মেজদিকে, বক—ঝক—কোনও বিকার নেই—পাহাড়ের মত নিশ্চল— যোগীর মত স্থির।

কিন্তু আমার কুষ্টির ফল ওরকম নয়। চিরদিনটা স্থিরতা ও ধীরতাকে বিদায় দিয়ে চঞ্চলতা ও অসহিষ্ণুতাকে বরণ করতে ভালবাসি। বন্ছেও না বোধ হয় ঠিক ঐরপ একই কারণে।

## ুপ

লোকের যেটা ভাল আমার সেটা খারাপ; আর আমার যেটা ভাল কাজে কাজেই সেটা লোকের পক্ষে খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনের সময়গুলো বড় দীর্ঘ হয়ে পড়েছে—যেন কিছুতেই কাট্তে চায় না। আজ একখানি বই খুললাম—কিন্তু আর পড়তে ভাল লাগে না। পড়তে গেলেই সাবেক কালের সেই দিনগুলো মনে পড়ে। কি স্থলর ছোট কাল। কোন বঞ্চাট নেই। গোলমালও যেন গোলমাল করতে ভয় পায়। কেমন কাট্ত দিনগুলি। কুমার-সম্ভব পড়তে সে কত উৎসাহ—আর সে কত কলঙ্ক যে—ভোলানাথের কাপুরুষতায় বই পড়াটা বন্ধ করতে হল।

জীবনে ওই আমার প্রথম নিন্দা যে বাধা পেয়ে কাজকে ভয় করলাম। কিন্তু যিনি সব জানেন—তিনিই জানেন এতে আমার দোষ কতটুকু। একলা ত' আর 'কুমার-সম্ভব' পড়ার মত বিছে নেই— যে ঘরে বসে পড়্ব। পরের সাহায্যের দরকার ছিল—তাই সাহায়ে খুব হল।

পুক্ষ অনেক দেখেছি—কিন্তু ভোলানাথের মত আর ছটি দেখি
নি'। মেজদি কিন্তু সেদিন বলছিল—বাঙ্গালীর উগ্লান ছবি।
আমি অতটা মনে করতে পারিনে। বাঙ্গালীকে অত ছোট করতে
আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে। তার ওপর বিজলী বাব্ স্থান্থির এরাও ত'
বাঙ্গালী থাকি আমি ভোলানাথকে ভাল বাসি—

ষ্ট্যা ভোলানাথকে ভালবাসি? না-না আমি তাকে ভাল বাসিনে—তাই কি হয় ? বেশ হবে নাই বা কেন ? জগতের সকলেই ত সকলকে ভাল বাস্তে পারে। এতে মার দোষ কি ? সার্বজনীন ভালবাস। কারও 'রিজার্ড' করা জিনিষ নয়। সকলে নিন্দা কঞ্চ্ আর যাই হোক আমি তাকে ভালবাসি।

না—না—না; এ' কোন্ দেশী কথা! আমি কি তাকে ভাল বাস্তে পারি? মর্জের ভালবাসা যে দেনার বদলে পাওনার অভিলাষ করে। তার কাছে যে আমার কিছুই পাওনা নেই—তারও ত' কিছু দেওয়ার অধিকার নেই। তবু আমি তাকে ভালবাসি—এ কথা যেন কে আমার অন্তর ভেদ করে বলে দিছেে। কিন্তু সঙ্গে প্রেণেও বলতে চাচ্ছে—এ অতি অসম্ভব। অসম্ভবই বা বলি কি করে? সেদিন পিসিমা যখন ভোলানাথের নিন্দা কর্তে স্থক করলেন—তখন সেখানে বীরের মত দাড়িয়ে তা' ত' ঠিক বরদান্ত করতে পারলাম না।

আর একটা ঘটনাতে বড় জালাতন ইয়ে গেলাম। এক আধ সময়
মনে আসে—আমার কি চারখানা হাত গজিয়েছে না কপালে
একটা চোখ ফুটেছে—তাই এত লোক দেখতে আসে। এই সেদিন
রায় মশায় দেখতে এসেছিলেন—আজ আবার শশাক এসে হাজির।
এখন বড় হয়েছি—আর ফ্লানীর হুকুম পাওয়া আসামীর মত যেমন
তেমন ভাবে যার তার সামনে যেতে কণ্ঠ হয়। আপনিই নবমী
পূজার বলির পাঠার মত কাঁপুনি ধরে। জানিনে আর কতদিন
এ যন্ত্রণা সহু করতে হবে ? এ' কি সঙ্গের সাথী, নিস্তারের

#### ভূল

উপায় বলে দিয়ে কেউ কি ব্যথিতের প্রাণভরা আশীর্কাদের অংশ নিবে না ?

পছন্দ —পছন্দ —পছন্দ ! আমায় যদি তোমাদের পছন্দ নাই-ই হয়—তবে শুষ্টিশুদ্ধ এসে দেখলেই কি পছন্দ হবে ? ওগো, আমি জগতের সামনে কর জোড়ে প্রার্থনা করছি—আমায় কাউকে পছন্দ করতে হবে না। তোমরা আমায় খালাস দেও। আমি না হয় গাগী প্রেড্ডির মত ব্রাহ্মবাদিনী হয়ে চিরকাল বই পড়ব।

#### ভোলানাথের কথা।

আপন মনে ছিলাম ভাল। মহাপাত্র মাথাটা খেয়ে দিল।
মুহুর্ত্তের মধ্যেই বিয়ের অতটা ক্র্তি গরের লুচী জল হওয়ার মত জল
শহরে গেল। কেমন একটা বেদনা বুকের ভিতরে জমাট বাঁধল – যে
তার জন্তে সমস্ত জীবনটাই ভার-ভার ঠেকছে।

মাকুষের মাথার মধ্যে শত অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে কেন ?
এত উদ্ভট কল্পনা নৃতন হয়ে তাকে জালা দেয় কেন ? এ কি তীব
হাদয় ভরা তাপ—এ' কি মানবের বুকে ওলস্ত অভিশাপ। না—
আর এমন পলে পলে পূড়তে পারছি নে। রাবণের চিতার মত এ
ধিকি ধিকি নিভস্ত আশ্তেণে ঝল্লে দেবে—পূড়িয়ে মারবে না।
জ্বালা জীবনের সাধী—জীবন অফুরস্ত—অনস্ত প্রবাহময়।



আমি নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে থাকি ভাল। হোক্
না তাতে অসম্পূর্ণ জীবন। তাতে তোমাদের কি আসে যায়।
কেন তোমরা মিছে সে অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে দিতে এসে—
আমার জীবনটাকে হতাশাময় করে তুলছ। মানুষকে কোন বন্ধ্রণা
ভোগ করতে হত না—আর একজন যদি মাঝে পড়ে কল্পিত জ্বালা
যন্ত্রণার ভাগ সকলকে বাঁটোয়ারা করে না দিত। একবারও লোক
ভেবে দেখতে চায় না – তারা এ' বন্টনের প্রক্লুক্ত অধিকারী কি না ?

বিজলীর কথা—বিজলীর তাব ত' ঐ সন্দেহকে আব্ছায়ার মত অনেক দিন মনের মধ্যে তুলে দিইছিল। কিন্তু লোকের উত্তেজনায় মানবের উৎকট সমালোচনায়—আমাকে এমনি করে তুলেছে—ধে আর কিছুতেই আমার মন ওর কোন কথা মানতে চায় না। ওর প্রতি কথার বিহৃদ্ধে দাঁড়াতে আমার মন খেন খুব সজাগ হয়ে পড়েছে। যদিও কথায় ও কাজে আমি বড় বেশী স্পষ্ট করে ওর বিহৃদ্ধবাদী বলে আপনাকে ঘোষণা করতে পারছিনে—তার কারণ—আমি মানুষটা কিছু নরম ধাতের। গরম হতে গোলেই—মগজের মধ্যে কিসের একটা ঝঞ্জনা আসে—শরীর এলিয়ে পড়ে—আর গরম হওয়া হয়ে ওঠে না।

মহাপাত্র মেসে আমার বন্ধ ছিল। এই কি বন্ধুর ব্যবহার ? যদিও ছোটু করে একটা কথা বলৈছে—কিন্তু তবু সে জানে না ক্রার ত' বোঝবার মত ক্ষমতা নেই—যে তাতে আমার মাথার মধ্যে কি

আগন্তন কেলে দিয়েছে। সে যে প্রেক্তাব উত্থাপন কর্ল—তার সমর্থন করে বিজলী আবার আমার মাধাটা চিবিয়ে থেল।

বিষেদ্র পর প্রথম যেদিন কবিকাতায় আসি—সেদিনের মানদিক অবস্থা আমাকে পাগল করে তুলেছিল। সেই দিন হতে মাঝে মাঝে মনে ওঠে—আমি ছাড়া আমার বুঝি আর কেউ নেই।

খন্তরালয় না যাওয়ার জন্তে পিতাঠাকুর মহাশয় বরজ্ঞ হ'লেন—
মন্তব্য প্রকাশ করলেন—অন্তকালকারের ছেলেরা অবাধ্য, জানলেন
না—ভেবে দেখলেন না— ছেলের মানসিক অবস্থা খণ্ডর বাড়ী যাওয়ার
উপযুক্ত কি না । এলাম ত' ওই অবস্থায় কলিকাতায়। মেসের
ছেলেরা ঠাট্টা আরম্ভ করল— বোধ হতে লাগল যেন গায়ে ঝাটার
বাড়ি পড়ছে।

ভাব্লাম ন যাই একবার 'বাসন্তী-ভিলা' — সেখেনে গিয়ে প্রাণটা একটু ঠাওা করি। উঠ্াম — চাদর কাপড় নিয়ে। ঘড়ির পানে চেয়ে দেখি কেলা ১৯৮ । খাওয়ার ঘণ্টা পড়্ল — আর যাওয়া হল না।

বৈকালে শর্মার নিরে হাজির। জানিনে—সে আমার বন্ধু না জীবনের ধ্মকেতু । ১২ ১২,ক্ তবু তাতে আমাতে এমন ওতপ্রোত ভাবে মিলেছিলাম—যে আমি না হলে তাুর চলে না—সে না হলে আমান্ত চলে না ত্রিক্ত

সে এসেই বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভাবে আমার মুখের পানে খানিক



চেয়ে রল—ভারপর কোন্ অস্থিরতার তাড়নে অধৈর্য হয়ে সটান ৰলে উঠ্ল—'চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।'

আমার মেলে যেন শত বৃশ্চিক তাকে কামড়াচ্ছে—এখেন থেকে বেরুতে পারলেই সে বৃঝি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এইভাবে আলনা হতে পাঞ্জাবীটা গায়ে টেনে ফেলে দিল—বলল—'চট করে জুভোটা পায়ে দিয়ে নাও।'

তার কথামতই মেদ হতে বেরিয়ে হারিদন রোডের ট্রামে উঠ্লাম—শিবপুরের টিকিট হুইখানা নিল। আমি বল্লাম— 'শিবপুরে যাব না।' বিজ্ঞলী উত্তর দিল্—'দোষ কি ?'

'বাড়ী হতে এলাম—শরীরটে ঠিক হয়নি, ভাল লাগ্ছে না।'

হইজনে আর কথা নেই। চল্ছিই— শিবপুরে যাবনা—তব্ও
চল্ছি। লক্ষাবিধীন ভাবে রাস্তার ছধারে তাকাতে তাকাতে যাছি

—দেখি স্বস্থির বড় বাজার হতে আস্ছে। নামবার জন্তে
প্রাণটা কেমম করে উঠ্ল। দাঁড়াতেই বিজলী হাত ধরে বসিয়ে
দিয়ে মুখের পানে কেমন তীব্রভাবে ফিরে চেল। আমি কি করি
পথের পানে আর একবার তাকিয়ে দেখলাম—দে বুনো মেষের মত
হন্ হন্ করিয়ে চলেছে। তখন অগত্যা নিক্রপায়ের মত অসহায় ভাবে
বন্দে—তার দিকে তাক্ট্লাম। সে একটু মূহ অথচ স্বিশ্বভাবে হেসে
জিজ্ঞানা করল—'উঠে দাড়ালে যে ছারপোকা কামড়াছে শ্রু

'না, ছারপোকা কামড়াচ্ছে না। একটা খুব বড় অন্যায় হয়েছে।

'বাসন্তী ভিলাতে' একবার যাওয়া হয় নি'। ছারিসন রোড দিয়ে স্থৃস্থির গেল—তাকে দেখে মনে হল—তাই নামব বলে উঠে দাড়িয়েছিলাম।'

'থুব বড় অন্যায় বোধ ২য় হয় নি'। তা যাই হোক্ নাম্বে কি রকম ? পয়সা দিয়ে টিকিট কেনা হয়েছে না ?'

'আমি শিবপুর যেতে পার্ব না'।

'আমি ত' আর অন্য যায়গায় যেতে বলছি নে। চল অনেক দিন পরে 'বন্ধু-নিলয়ে' একবার যাওয়া যাক।

'না—তা' হবে না। যেটা একধার ছেড়েছি— সেটা আর নয়। আমি কোনও রকমে শিবপুরে যাচ্ছি নে'।

'বেশ, ভবে শিবপুরে যেওনা। চল গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসা যাক।'

'(अ यन्त्र नग्र'।

এর মধ্যে ট্রাম হাওড়া-ব্রিজ জংসনে এসে দাড়াল। আমরা নেমে পড়লাম। সেবেন হতে হাঁটতে হাঁটতে এসে বদলাম নিমতলার ঘাটে। বাটের উপর বসে স্থম হংশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য মীমাংসিত হতে লাগল,—অবগ্র হাস্তা রসের রঙ্গে রঞ্জিত করে। হঠাৎ সে হাস্তা রস-রঞ্জিত মুখ গন্তীর করে বলে উঠ্ল—"দেশ, অপ্রিয় সত্য হলেও বন্ধুতার্শাতিরে একটা কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।"

'অপ্রিয় সত্য' কেমন একটা ভয় হ'ল। ওর অপ্রিয় সত্য ত'

'বাসস্তীভিলা' নিয়ে। আমি হাঁ করে তার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। যা ভয় করছিলাম—তাই। কত কথা—কত যুক্তি— কত লেক্চার দিল। সব মনেও নেই—কাণের ভিতরে ঢোকেও নি'। মোটের উপর তার সার ২চ্ছে—'আমার 'বাসস্তীভিলা' যাওয়া উচিত নয়—তার ফলে একটা বদ্ধ পরিবারের মস্ত ক্ষতি হবে।'

এতদিনে কথাটা ছিল—'তোমার ভালোর জন্যে বল্ছি।' আজ সেটা রূপান্তরিত হ'য়ে এসে দাঁড়াল—'একটা বড় পরিবারের মস্ত ক্ষতি হবে।' আজেই আমার পক্ষে তর্কগুলো এবারে মুক।

এক পক্ষের তর্কের বাঁধন শিথিল হয়েছে— সার এক পক্ষ নবান পথে নব যুক্তিতে বেশী বেশী চলেছে। ফলে সামি প্রাপ্ত হয়ে-পড়লাম। বাধ্য হলাম—প্রতিজ্ঞা করতে—সহজে আর বাসন্তী ভিলা যাহিছ নে।

# বিজলীবাবুর কথা।

অনেক অনেক বিষেতে বর্ষাত্তী গিয়েছি—কিন্ত যাত্তাটা এমন বিফল আর কখনও হয় নি'। বিয়ে করে বর ফিরছে————— দণ্ডের ছকুম পাওয়া আসামী আস্ছে— সেটা অফুমান করে নেওয়া যায় না।

ধন্তে পারনাম্না— হঠাৎ তার অত সরল সহাস মুখখানা বিক্লভভাব ধরল কেন ? বিয়েটা 'পোষ্টপণ্ড' রাখার জন্তে যেদিন ভক্ক করি— সেদিনের ভোলানাথ আর বিবাহিতা ভোলানাথ যেন ছক্তব লোক।

এর মধ্যে কি কিছু হয়েছে ? অসম্ভব। আর বিয়ের আগে ত'
সে 'বাসন্তীভিলা' যায় নি'। না—এখেনে আমি ভুল করছি—
সে 'বাসন্তীভিলা' পেলেও লহরী কখনও ছোট হবে না।— সে কিছু
নত্তপ্রাস্থ হয়ে ভিক্ষা চাবে না। আপনার মনকে ধিকার দিতে ইচ্ছে
হচ্ছে—কেন এত নীচ সন্দেহ মনের মধ্যে উঠ্ল।

বেমন আবাদের দোবে উর্ব্যর ভূমি কাঁটায় ভরে যায়—তেমনি
শিক্ষার দোবে একটা মহৎ হৃদয় নষ্ট হয়ে গেল। ওকে যদি প্রথম
হতে মেয়েমাকুবের মত গড়ে তুলা বৈত—তা'হলে জগতের বুকের
উপর একটা আদর্শ স্থাপ্ত কর্তে পার্ত। সকলে ভাবে আমি বুঝি
লচ্নবীকে মোটেই দেখতে পারি নে। সেটা মিথ্যা কথা! ভবে বোধ
হয়—আমার সত্তদেশুটা ভালভাবে ফোটাতে পারছি নে।

আজ ৭১ নং মেসে গিয়েছিলাম। ভোলানাথের মুখের পানে চেয়ে দেখি—তার চোথ মুথ বসে গিয়েছে—যেন একটা অমীমাংসিত বিকট চিন্তার ছবি—তার মুথে অ'কানো আছে। মোটের উপর নব-বিবাহ্নিতর এ'রকম হওয়াটা আদপেই প্রার্থনীয় নয়। কোথায় সে বিষের জলে ফুলে পড়্বে—না ক্রমে ব্যকাষ্ঠেরমত শুকো হয়ে স্বাচ্ছে।

আজ তারে কলে কৌশলে গন্ধার ধারে কেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেক কথাই হোল—কিন্তু আমার কথা সমর্থনের মত কিছুই ত' পেলাম না। বিষের রাতে বাসর মরে ভিন্ন আজও ভোলানাথের সঙ্গে লহবীর দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নি'।

আছা—সতাই কি ভোলানাথের পতন স্থক হয়েছে। তা'হলে
লহরীকে শত শত ধন্তবাদ দিতে হবে। বিয়ের দিনে তাকে মা'
দেশ্লাম—তাতে যেন বোধ হল উৎসাহশক্তি মৃত্তিমতী হয়ে পুরে
বেড়াছেছে। সে কিনা কনের বাড়ীর নিমন্ত্রিত, আরও বেশীর ভাগ
মজার বিষয় এই যে—বাসরে সকলের চেয়ে ওর গলা হতেই যেন বড়
বেশী করে আনন্দের সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। তার হাসির গল্প
আর গান বাসরসঙ্গিনীদিগকে ও বরকে খুব সরস করে তুলেছিল।

আমার সন্দিশ্ধ মন বরাবরই ওর ক্রিয়াকলাপের উপর নজর রাখছে। কিন্তু ভোলানাথের এক দশনাংশ বিমনা বলেও ত' ওকে ব্রতে পার্লাম না। এই বৈচিত্তাময় জগতে মনগড়া সিদ্ধান্তকে অনেক সময় ঠিকের পথে দাঁড় করান যায়না। তার ক্রব্রিমতা ব্ঝি জনায়াসেই লোকের চোখের সামনে ধরা পড়ে।

আমার সন্দিশ্ধ মনটাকে কিছুতেই নি:সন্দেহ করতে পারছি নে।
এক এক সময় মনে হয় লহরী হাসি দিয়ে গ্রংশটাকে ঢেকে রেখেছে।
কিন্তু তার অনুকৃল বা প্রতিকৃল কোনও এমন যুক্তি খুঁজে
পাই নি।

ল্হরীর উপর মনের ধারণা যাই হোকু না কেন ?—তার কাছ

## ভুপ

হতে এ' ঘটনার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু ভোলানাথকে দেখলে মনে হয় থে—এ' ঘটনার যবনিকা এখনও পড়ে নি।'

সামান্ত একটা কথা তর্কের আইনে বিচার করে চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম—'বাসস্তীভিলা তার যাওয়া উচিত নয়। তব্ সে তা' স্বীকার করতে চাবে না। একটা কথা বল্তে—বক্তবোর পূর্ণবিকাশ করতে এর আগে কখনও আমি এত বাজে বিকি নি।'

শুধু এই একটি কথার প্রস্থাবনা আমাকে ট্রামে—গঞ্চার ঘাটের পথে ও গঞ্চার ঘাটে সর্বব্রেই কর্তে হয়েছিল। যদিও অবশেষে কাজে সফলতা লাভ করতে পেরেছি কিন্তু তার জন্যে অনেকটা শরিশ্রম—অনেকটা বেশা বাগ্জাল প্রকংশ করতে হ'ল।

আমায় একটু হাদয়হীনের মত বাবহার করতে হয়েছে। কি
কর্ব—উপায় ছিল না। ভোলানাথ যথন কাতরভাবে বনল—না
ভাই, আমায় দিয়ে আর প্রতিজ্ঞাটা পর্যান্ত করিও না—অতদ্র
আমি পেরে উঠ্ব না। সে কাতরতা—সে বিষাদের প্রতিস্থিতি দেখে
আমারও চোখে জল এসেছিল। আগেই ত' বলেছি—আর অভ্য পথ নেই। এতদ্র এগিয়ে আর পিছনও উচিত হয় না। এ' সব
কাজে একটু শক্ত না হলে—শেষ নষ্ট হয়ে যায়।

ষা' হোক্ অবশেষে ভোলানাথকে প্রক্তিজ্ঞা করতে বাধ্য করি।

যদিও সে প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটা নৈয়ায়িকের অবচ্ছেদকতা দিঁধ

করে দিয়েছে – তবুও তারপর হ'তে আর যেন সে তেমন সহজভাবে

আমার পানে চাইতে পার্ছে না।



ঈশবের নিকট প্রার্থনা করি—তিনি খেন আমার এমনই মনের বল দেন—যাতে লোকের উপকার করতে গিয়ে, হাসিমুখে তাদের অবজ্ঞা ও মুণার ভার বয়ে যেতে পারি।

উপকারের প্রতিদানে অপকার যেন মনের মধ্যে অপমান আনে না।

## লহরীর কথা।

মেজদি এসেছেন। অস্থাের যন্ত্রণার মাঝে তাঁর মিষ্টি মিষ্টি
কথাগুলা ক্ষতের গায়ে মালিশের মত কাজ করবে ভাল। তাই
অতিরিক্ত আনন্দে প্রোণ পুরে উঠেছে। তবে আনন্দটা কি রকম?
আপাত আনন্দ হলে—কিন্তু পরিণামে পরিতাপ অক্যন্তাবী। আমি
বেশ ভেবে দেখ্লাম— সংসার আমার জন্তে নয়। ব্রশ্ধবাদিনী
হত্তেও পারব না—হওয়াও কষ্টকর। কারণ দেশের সকল অবস্থার
মত সমাজের অবস্থাও অতি সক্ষীণি।

নানান্ রকম ভেবে চিন্তে আজ আমার মন বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। ক্লান্তির অবসাদে তাই সে যেন আজ আমার কাছে ছুটি চাচ্ছে। আমিও ছুটিরুক্টমেদার মনের সহায়তা করতে চাই। তা' হলে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে।

বিশেষণের ঘারা বিশেষিত করা অতি সহজ। ভেবে দেখ্লে



ভার মূলে ছ'টি কথা বৈ ত' নয়। কিন্তু এ' সংসার কথার দারাই চলছে। এখেনে মামুষ কথা গোঁথে গোঁথে করতালি নিতে চায়। এই সকল দেখে শুনে—এই সিদ্ধান্তে পৌছন যায়—যে—কথাই দ্বগতের প্রাণ। স্থৃতরাং অনর্গল বকে—মিছে ইয়ার্কিতে কথার বাজে খরচ করতে নেই।

হিসেবী লোক সেই জন্তে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে তারা কথাটা বলার পূর্ব মুহুর্ত্তেও ভাবে—এই কথাটার মানে ঘুরে গিয়ে এই রকম দাঁড়াতে পারে। তারা মানুষ নামে যত বড়ই হোক্ না — তবুও তাদের হৃদয়টা অতি ছোট। ঠিক যেন হৃদয়ের সকীর্ণতাটুকু মানুষ জড়িয়ে ধরতে চায়। এই সকল দেখেই আমার মন বড় মুসড়ে পড়ছে— কি করব ?

কি করব ? যথনই মনে হয় কি করব তথনই ভাবি ছুটি চাই।
ছুটি চেলেই কি পেতে পারি। বোধ হয়—কিন্তু কোথা হতে ছুটি
নেব—সংসার হতে ন। জগত হতে ? একেবারে জগত হতে
নেওয়াই ভাল। কারণ কাজটা মটুকা মেরেই করা উচিত। মেয়ে
মাস্থবেরা বোধ হয়—এই জন্তেই গড়ান অলম্কার পেলে সোনার
তাল নিতে চায় না।

কিন্তু এ' জীবন হতে ছুটি নিয়ে কোথায় যাব ? জীবনের পরপাব্রে কি আছে—তা কে আমাকে বলৈ দেবে ? এ' অমূভূত বন্ধণা হতে সে অনমূভূত যন্ত্রণা বেশী কি না—তারই বা ঠিকানা কি ? সেই জন্তে এক একবার মন সরছে না। তবে নিরুপায় ? শুন্লাম—শশান্ধ নাকি আমাকে পছৰ করেছে। বাড়ী শুদ্ধ সকলের তাই আনন্দ আর ধরছে না। আমার মনে হয় —এ পছন্দ করার চেয়ে না করাই ভাল ছিল। শশান্ধ বি, এস্, সি পাশ—এম, এস্ সি পড়ছে। শিক্ষিত— অতি সং পাত্ত, এতে আপত্তি চলুতে পারে না। হায় অদৃষ্ট!

হিন্দুর আইনের অনুসারে আমার মনের পূর্বতার পূর্বেই আমার বিয়েটা এঁদের দেওয়া উচিত ছিল। যথন এই রকমই একটা বরাবরই ওঁদের স্থির সিদ্ধান্ত—তথন ইহা খুবই অন্তায়—যে মেয়ের বিবাহে মতামতের মত বয়দ হয়ে দেওয়া। ও কালো ভূত—দাতাল সংকে আমার নন বিয়ে করতে চাচ্ছে না। সে কিছুদিন আগে গিরিবালাকে বিয়ে করবে বলে কেপেছিল। পিসিমা সেদিন ওবাড়ীর রাঙ্গাপিসিকে বল্ছিলেন—'আমাকে ভিন্ন আর কেনাকি কাউকে বিয়ে করবে না। আবার আমার চেয়ে আর একটি ভাল পেলে দে হয়ত আমাকেও বিয়ে করতে চাবে না। এমন অস্থিরপঞ্চককে বিয়ে করা আমার ললাট লেখা নয়। হোক তোমাদের পছন্দ—আমারও ত' বিয়ে—আমারও পছন্দ আছে। এ বিয়ে আমি ভেঙ্গে দিছি—দেখি কি হয়।

পিসিমা ও আর আর সকলেই আহলাদে আটখানা—সংপাত্ত পছন্দ করেছে। বলিহারি বাঙ্গালী! এই ত' তোমার স্তুপাত্ত—যার একদম মতি স্থির নেই।

আমার বন্ড হাসি আস্ছে—মনে হলে তার সেই অভুত ভাবের



কথা— যখন সে আপনার নারী-মুকুমার চেহারাটিকে মাঝথেনে সিঁথি টিথি কেটে— যথাসাধ্য নরম করে আমার সামূনে এসে দাড়াল। মনে হল— এমনি মেয়ে মামূরে সেজে কি মেয়ে মামূরের মন দখল কর্তে আস্তে হয়। মেয়েমামূরের মন দখল কর্তে হ'লে পুরুষের বেশেই আসা উচিত। নারী স্বভাবের আইনে নম্বকে ভালবাসে— নারীকে নয়।

স্থাহির বল্ছিল—'শশান্ধ আমাদের সমাজের নাকি 'জুয়েল'।
আমি বলি—তোমাদের 'জুয়েল' তোমাদের থাক্—আমি তাকে
সুকুটে পরতে চাই নে। আমার ভাল মন্দ হিসেব করতে আমার
বিবেক বৃদ্ধিই যথেষ্ট। তোমাদের মণিরত্ন নিয়ে শুধু কেন ভাঁড়ার
ভরে রাখব।

## ভোলানাথের কথা।

সংস্থৃত সাহিত্যে একটি স্লোক পডেছিলাম---

চিতা চিন্তা দ্যোর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নিজ্জীবং চিন্তা দহতি জীবনম্ ॥
স্নোকটি আমার জীবনে যতথানি অবর্থ—ততথানি বোধ হয় আর কারও জীবনে নয়। জীবন হয়ে পড়েছে যম্বণার খনি। যম্মণার আঞ্চনে হদয় পুড়ে থাক্ হয়ে গেল—তবুও বিজ্ঞলী বলে—ও কিছু নম—ও তথু বিক্বত মন্তিক্ষের অভূত করনা। কিন্তু এ করনার হাত হতে নিস্তার পাওয়ার কোন সন্তাবনা দেখ ছি নে।

নিস্তার না পেলেও ত' বাঁচ্তে পার্ব না। দিবানিশি ছুঁই ফোটার ব্যথার চেয়ে একে বারে খপ্ করে এক কোপের মূখে জীবন দেওয়া অনেক সোজা। কি জানি একটা আত্মকৃত পাপের তীব্র অমুশোচনা—সমস্ত হৃদয়টাকে ছেয়ে কেলেছে। কিছুতেই মনে শাস্তি আনতে পার্ছি নে।

আমি বৃঝে উঠ্তে পারিনে—বিজ্ঞলী কেন আমার জীবনে তার হস্তরেখা কূটিয়ে জাবনটাকে সম্পূর্ণভাবে নিক্ষল করে দিতে চাচ্ছে। সন্দেহ কেমন করে মনেবের মনে এতখানি পসার রন্ধি করে। চেয়ে দেখলে স্পষ্টই অন্ধুমান করে নেওয়া যায়—জগতের সাড়ে পনের আনা লোক—সাড়ে পনের আনা লোক্কে সন্দেহের চোখে দেখে। বাকি আধ আনার মধ্যে এক পয়সা—সংসার তাাগী—আর এক পয়সা বোকা। বাস্? কেমন অতি স্থানর হিসাবটা হয়ে

কেন? কাউকে ভালবাস্তে হলে কি পদ্মীভাবে ভিন্ন অস্থ ভাবে ভালবাসা যায় না? শুধু শুধু 'ডার্ক-সাইড' দেখাই হয়ে উঠেছে—আমাদের স্বভাবের দোষ। তার যে 'ব্রাইট-সাইড' বলে আর একটা কিছু আছে—এ কথা বোধ হয় একুদম মনে হয় না। আমার—তার সম্বন্ধের একটা আলোচনা কর্লে না— বাল্যজীবনের ইতিহাসটুকু লক্ষ্যের মধ্যে আন্লে না— দেশকাল

পাজকে বিবেচ্য বলে ধরলে না—অনায়াসে মাঝ হতে প্রতিজ্ঞা করালে—যাতে আমি 'বাসস্তীতিলা' না যেতে পারি।

সরোবরে পদ্ম ফোটে—আকাশে শশধর দেখে—তা' কি কেউ রোধ কর্তে পারে? আমার হৃদয় আকাশ হতে অস্তরাত্মা তাকে মানস-সরোবরে প্রত্যক্ষ করবে। দেখি কেমন করে তুমি তা' হতেও আমাকে বঞ্চিত করো।

আমি বশী নই। না-পাওয়ার জন্তে একটা কট হবে। অপ্রাপ্তির ক্ষম যালা সারা বুক ছেয়ে ফেলবে। না দেখে চোখের ক্রিয়াকে বিফল মনে কর্ব—না শুনে কাশের সম্ভাকে অনাবশুক ভাব্ব—এই ত'। তা' এর জন্তে অত কেন? সোজাভাবে কাজ করনেই হ'ত। এ' যেন আমার মনের উপর দিয়ে কালো মসী রেখা টেনে গেল।

বাং! আমিও ত'কম বোকা নই। এ ত'শিবের অসাধ্য রোগ নয়। এর যে দিবা উত্তেজক ওষ্ধ আছে, নার একটু প্রয়োগে শরীরের সকল শিরা— সকল স্নায় সচল হয়ে উঠ্বে। ধাঁকরে প্রিয়ের অপ্রাপ্তির বেদনার কথা ভূলে যাব।

এমন ওরুধ কি ?— সে একথানি পতা। জানিনে কোন্ পরন প্রেমিক—প্রথমে প্রিয়বিরহে সন্তথ্য হয়ে পত্তের মত এমন স্থলর বিরহ-বিনোদনের উপায় উদ্ভাবিত করেছেন। কিন্তু তিনি বে বিশ্বের একটা ভারি উপকার সাধন করে গিয়েছেন—সে বিষয়ে আর সল্লেহ করবার যোটি নেই।



এতেও একটা কথা হচ্ছে—আমি কি তাকে পত্র শিশ্তে পারি। কোন দোষের হস্তালিপি তা'তে আছে কি না—সেটাও দেখতে হবে। মানবের মনের অবস্থা যেরূপ ক্রমে সন্ধীর্ণতার পথে ক্রত নেমে চলেছে—তাতে নরলোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে আগে সকল কাজের ভালমন্দ হুই দিকটাই ভেবে দেখতে হবে। যদিও এই রকম প্রতি কাজেই ভাল মন্দ দেখতে গেলে আর কাজ করা চলবে না।

কিন্তু এ' রকম করলে কি আমার প্রতিজ্ঞান্তর্গ হবে? আমি
যদি লহরীকে পত্র লিখি—তা' হলে আমায় কি প্রতিজ্ঞা তঙ্গের
পাপে লিপ্ত হতে হবে? ঠিক বুঝে উঠ্তে পার্ছি নে—কেমন
করে এটা সম্ভব হয়। আমি এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করি নি
যাতে করে লহরীর সঙ্গের সমস্ত সম্পর্ক আমাকে তুলে দিতে হবে।
আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—'বাসন্তীতিলা' যাব না। তা' জীবনান্তেও
যাজ্ঞিনে—সে বিষয়ে আহ কোনও সন্দেহ নেই।

কি বলে পত্ত লিখব ? সে ত' আমার সম্পর্ক হতে ছুটি
নেয়নি'। আমিই ত' ধীরে ধীরে সরে যাছি। কোন্ কৈফিয়ৎ
নিয়ে – পত্তের মাঝে তার কাছে গিয়ে—কিসের জোরে আন্দার
করব ? যে হৃদয়হীনের মত আচরণ করেছি— সেটি এখন দেখে
দেখে ব্রতে পার্ছি— মান্তবেই পারে; আর কোন প্রাণী পারে না।
না—মিছে ভাব্ব না; যদি তাকে লিখি আমার স্মৃত্ত অপরাধ
ক্ষমা করে পার যদি একখানি পত্ত দিও। তা'হলে কি সে চিঠি

না লিখে থাক্তে পার্বে? সে যে আমাকে ভালবাস্ত। তার বোনের মত সে ভালবাসা মনের মধ্যে আমার জন্তে কি একটুকুও শুতি অবশিষ্ট রাখে নি'।

## লহরীর কথা।

এরা সকলে ওষুধ ওষুধ আর জল বায়ু পরিবর্ত্তন করে ক্ষেপে উঠেছে। স্বাস্থ্যের জন্তে যদি কারও ওষুধের কিন্ধা জল বায়ু পরিবর্তনের দরকার হয়—আমার বিবেচনায় সেটা মনের। বাইরে যতই কেন জাকজমক কর না—যদি আপনার ঘর সাম্লানো না থাকে—তবে মাত একেবারে স্থানিশ্চিত।

আমার ওষ্ধের কোন প্রয়োজন নেই, ওষ্ধ আমার কোনও উপকার করতে পারবে না। এ' রোগ আমার চিকিৎসার বাইরে। তোমাদের ডাক্তারি 'সায়ান্স' এখনও এত অসম্পূর্ণ—মে রোগী যদি রোগের নিদান বলে না দেয়—তা' হলে তার চিকিৎসা করতে সম্পূর্ণ অপারক। মন্ত কবিরাজ কালিদাস সেন হতে প্রসিদ্ধ ডাক্তার রামলাল দত্ত পর্যান্ত আমাশা স্থির করে চিকিৎসা করছেন। তাই বল্তে ইচ্ছা হয়—বলিহারি ডেবজ-বিজ্ঞানকে।

তবে এদের 'প্রেস্ক্রপসনের' ওষ্ধও খাইনে'। কি জানি যদি পাছে—বিষে বিষক্ষয় হয়। আরও বিশেষতঃ দ্রবাঞ্চণ সম্বন্ধে আমার কোনও জ্ঞান নেই। শাঝে মাঝে মনে ওঠে—সামি এ' রকম কর্ছি কেন? এ' অদ্তৃত খেয়ালে কি ফললাভ কর্ব? ফল কিছু আছে বৈকি। ফল না থাক্লে কি কেউ কাজ করে।

ফলটা কি—আমার বিষে? বোধ হয় তাই। যাই হোক্
সব অনিয়ম সহ কবতে পারি—কিন্তু শশান্ধকে বিয়ে করে স্বামী
বলে ভাবতে পার্ব না। ও 'ইডিয়টটাকে' আমি হ' চোথে দেখতে
পারি নে। তাই ব্যরাজকে বিয়ে করতে চলেছি।

আমার মনের একটা দেশ যেন বল্তে চাচ্ছে — আমি ভোলানাথ ছাড়া আর কটেক বিয়ে করতে পাব্ব না। মিথ্যা কথা ! ! না—
না—এ' সম্পূর্ণ অসম্ভব। মোটের উপর আমি শশান্ধকে বিয়ে কর্বো না। কেন না সে দাঁতালো—তার রং কালো—চেহারটোও
একটু: অম্ভূত রকনের। তেমনি সরোজ অতি ভাল মানুল—বিজলী
বড় বকে—কিতাল বন্রাগী—ছুর্গা পড়া ছেড়ে দিল—ভৈরব মূর্থ—
এই এই কারণে এদেরও বিয়ে কর্ছিনে।

মেজদি এসেই সেদিন একেবারে ঘাড়ের উপর চেপে বসে ছিলেন। একেই ত'বলে—

'হায়রে কপাল একপেশে

যার কাছে যাঁই সেই বলে আয় ফেন খেদে'।

তিনি সটান জুড়ে দিলেন -বিয়ের বক্তৃতা; বল্লেন—'হারে, তুই

কর্ছিদ কি ? বিয়ে টিয়ে কি কর্বি নে' ;"

আমিও বল্লান—"কি কর্ব? বর না জোটাটাও কি আমার দোষ? আর যদি বলি বিয়ে করব না"।

"ও' আবার কি কথা লা ? বড় হতে চললি—বিয়ে করবিনে কেন? আহা! শশাহ্ব কেমন খাসা পাত্র। না, আর ডেঁপুমি রাখ—বিয়েটা করে ফেল।"

"কি, জর গায়ে— অস্থ্য অবস্থায় না কি ?"

"না—না—অব# তা' নয়। অসুখটা সাক্ষক—তার পর বিয়ে হবে।"

"আমিও ত' তাই বল্ছি। একেবারেই কি বিয়ে হবে না। এই অস্থাটা সাক্ষক—তার পর যা' হয় একটা উল্লুক ভলুক ধরে দিও।"

"3' আবার কি কথা ! কুলে শীলে শশান্ধ তোর উপযুক্ত পাত্র ।
অমন ছেলে কি আমাদের সমাজে ছুটি আছে ? লেখাপড়ায়ও ওর
জুড়িটি পাওয়া ভার । আমি বাবাকে বলে বিয়েটা পাকাপাকি
করে রাখ ছি।"

"তোমার পায়ে পড়ছি নেজদি। আর জবাইএর ব্যবস্থা করে। না। ও' দাঁতাল সংটাকে আমি বিয়ে করছিনে'।"

"তবে সরোজ ?" '

"তার বিশ্বাদের মেরুদণ্ডই নেই। ওটা পুরুষ নামের সম্পূর্ণ অবোগা!"

## "विक्रनी ?"

"আমার মধ্যে মেজনি, রজোগুণের খাদ কিছু বেনী। ও' আবার মূর্ত্তিমান রজোগুণ; তা' হলে যে ভীষণ ঝগড়া বাঁধবে। ফুটো সচেতন পদার্থ এক জায়গায় থাক্তে পারে না। তা' হয় না মেজনি।"

## "হৰ্গাপদ ?"

"মেজদি, বলিহারি ভোমার প্রবৃত্তিকে যে ছেলে পড়া ছেড়ে দিল—এমন একটা নিরেট মুর্থকে ভরিপতি করতে তে!মার লক্ষা করবে না প

"দেখ তুমি ভাবো যে—তোমার মনের ভাব কেউ বৃঝতে পারে না। এটা তোমার একটি বিরাট ভুল। কিন্তু তুমি যার পথ চেয়ে অপেক্ষা করে আছ—সে ত' তোমাকে একবার পছলও না'।

"ওকি কথা বল্ছ মেজদি, আমি কারও অপেক্ষা করছিনে— অমন করো বদি এখেন হতে উঠে যাব।"

"উঠে যাবি কেন? সতা কথা বল্লেই কি যত গোল? সে নেহাৎ অপরিচিত পথিকের মত চলে গেল। যাত্রাকালে তোর একটু খবরও করলে নাং আর তুই সারাজীবন তার অপেকায় বসে থাক্বি? এ'কোন দেশী বিচার লাং"

আমি আর স্থির থাক্তে পার্লাম না। শীতল রক্ত গরম হয়ে উঠ্ল, বলে বেরিয়ে পড়লাম—"বিচার টিচার জানিনে মেজদি। এই ব্যি—আমি যদি সারা জীবনটা প্রতীক্ষা করে বসে থাকি—তাতেই

বা দোষ কি ? তার কর্ত্তব্য সে করেছে। আমারও জ্ঞেত ত' কিছু করার শেষ রেখে গিয়েছে। আমি শেষ জীবন ধরে সেই কাজই করে যাব।"

আন্তে আন্তে বরে এসে বিছানার আশ্রয় নিলাম। মনটা বড়ই মুস্ডে পড়েছিল—কিছুতেই তাকে তাজা করতে পারলাম না। মেজদির মন্তবাই ঠিক, সে ভিন্ন আমাব জীবনটা সম্পূর্ণ নিম্ফল। না—আমার আর কাউকে বিয়ে করবার ঘোই নেই। বেশ স্পষ্ট করে ব্রতে পারছি—সেই আমার জন্ম জন্মান্তবের স্বামী। যদিও এ' কথা আরও বেশী স্কম্পেষ্ট—এ' জীবনে আর তাকে পাবনা। তব্ও আর কাউকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে পার্ব না, মানসিক ছিচারিণী হতে পারব না।

এ' জন্তে সমাজ আমায় দণ্ড দেবে—বেশ, মাথা পেতে নেব।
সমাজেরই বা কি ধরে ধারি। সমাজ আমার কি করেছে । যার
স্বেহ দেওয়ার কনতা নেই—তার শাসন করারও অধিকার থাকা
উচিত নয়।

## বিজ্লীবাবুর কথা।

বাঙ্গানী কবি কম ছঃখে গেয়ে ঘাননি যে—

'প্রতিজ্ঞান্ত করতক সাহস গুজন

কার্যাকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।

খেদিন মামুদ ঘোরী আদে সিকুপার

সেইদিন হতে দেখ দুষ্টান্ত অপার।'

ভোলানাথের প্রতিজ্ঞা রক্ষার নৃতন পথটা আমায় বেশী করে আবিরে এই কথাটা শ্বরণ করিয়ে দিল। এ'রকম প্রতিজ্ঞারক্ষার দাম যে কতথানি ভা' আমি ভেবে পেলাম না, এর চেয়ে প্রতিজ্ঞান করাই ছিল ভাল।

হিসাবে গরনিল—এ' ঠিক আমি পছন্দ করে উঠ্তে পারি নে।
ফাজিল থরচ বা অতিরিক্ত উস্থল আমার ভয়ানক চক্ষুর শূল।
বিবেচনা করতে গিয়ে গোঁজামিল দিয়ে দারব কেন ? রোক শোধ
হয় ভাল—না হয়ত তাতে কোন দরকার নেই।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। ভগবান একেবারে সেদিন যদি
আমার চোথের উপর ফেঁলে না দিতেন—তা হলে ধরে ফেল্লার মত
আমার এমন কোন এক্তার ছিল না। সংসার আমাকে একটা মত্ত
সন্দেহী লোক তৈরি করেছে। সেইজন্তেই ত' সেদিন আমাকে
দেখে যেমন সে ধড়কড়িয়ে উঠে পড়ে বইখানি বন্ধ করে বেশ ভূত

হরে বসন—তথনই আমার মনে হ'ল—এরও একটা গভীর কারণ আছে। তবে তথন ঠিক ভেবে পাই নি—এত সহজে সফল মনোরথ হব—এবং সেও এত শীঘ্র ধরা দেবে।

এ সংসারে সকলেই ভাবে সে বুঝি পৃথিবীর সব চেয়ে বুজিমান।

এ' বুজিমভাকে সে মোটেই ওজন করে বুঝতে চায় না—থে তার
পরিমাণ কত? আপনার বুজির মহত্ব—এ' সকলের কাছে যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজার মত। অথবা—'রামরাবণয়োর্যুজং রামরাবণয়োরিব।'

ইথে আরও আশ্চর্য্য বোধ হয় যে—যারা আমার কাছে—কত বিষয়ে কত দিক হতে শিক্ষালাভ করেছে—তারাও বুদ্ধির ঢাকা দিয়ে আমাকে ঢেকে ফেল্তে চায়। ভোলানাথ ত' সেদিনের ছেলে। কিন্তু সে ভাবে বুঝি—তার বড়ের চাল আমি মোটেই বুঝতে পারি নে।

আমার কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল—'বাসস্তীভিলা' যাবে না বলে। ক্রমে কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাপুরণে যে নৃতনতার পথ আবিদ্ধার করেছে --তাতে তা'কে হাজার তারিদ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। স্বদেশী আন্দোলনের যথন বড় হন্ধুগ চলছিল—তখন একদিন মেন্দ্রদি আমাকে একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন—তার হ'চরণ আজও বেশ মনে আছে:—

'কলম্বিত বঙ্গবাসী বাক্যবীর বর্ণে ধুয়ে ফেল এ' কালিমা মাতৃভক্তি জলে।' এ' বাক্যবীরত্বের ফল্পস্রোত আমাদের শিরায় শিরায়—প্রতি ধমমীতে প্রবাহিত। এ' হতে নিস্তার লাভ বোধ হয় বাঙ্গালীর ললাটলিপি নয়। সে বাক্য বীরত্বের মনোহারি উচ্ছল নেশায় পড়ে ভোলানাথ প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু, বাঙ্গালীর যেমন স্বভাব—

'কাৰ্য্যকালে থেঁজে সবে নিজ নিজ পথ।'

ঠিক ওই আইনমতে—তার পক্ষেও হয়ে দাঁ জ্যেছে তাই।

সেদিন কি থেয়াল চাপ্ল। ৭১ নং মেসের চিঠির জস্তে টাঙ্গান টিনের প্রতি নজর দিলাম। তোলানাথের নামের একখানা চিঠি দেখে কেমন একটা সন্দেহ হল —খুলে দেখি লহরীর লেখা।

ও হরি ! এই বুঝি প্রতিজ্ঞার থা। চিঠিখানা লহরী দিছে—ভোলানাথের একখানি চিঠির উত্তরে। এইভাবে যদি চিঠ লিখে প্রাণের গুপু ভাবটাকে জাগিয়ে রাখতে চাও—তা' হলে সেখেনে যাওয়াটাই হল কি শুধু তোমার পক্ষে যত দোষ ! এটা ভাবনা— আমি একটা গাধা নই যে—জ্যোৎমারাতে উদ্ধল গলায় পর্বার জন্মে শুধু আগাড়ুম বাগাড়ুম গান গেয়ে যাব। উদ্দেশ্য নিয়ে বিচার করা উচিত। বৃত্তির আগুনে ফ্ দিতে অসমর্থ চোঙার সাহায়ে আগুনকে উজ্জ্ল করে দিতে বাধাহয়।

মাথা খেলাতে যাব—অথচ মাথাই নেই। এ' যেন একটা গোপন হাসিকে টেনে আনে। তথন তার দীপ্ত ফুলকি দেখে উপহাসের হাসিকে বরুণ করে নিতে হয়।

ভোলানাথকে বেশ জব্দ হতে হয়েছে। খুব বড় কল্মে বিদ্রোহীর পূর্ব লক্ষণের মতই সে বলেছিল—"তোমার সব কথা—আমি মেনে নিতে চাই নে। পত্র লেখা আমি ছাড়তে পারব না।" নাও—লেখ



এখন পত্ত। কেমন ছট্ফটানি ধরেছে—সাম্নে পরীক্ষা; পাশ যে করবে খুব তা' বুঝতে পারছি। এক এক সময় তার যম যন্ত্রণা দেখে ভাবি—এক আধখানা চিঠি দিয়ে দিই। তা'না হলে হয়ত বাঁচতে পারবে না। অভিমানের অতথানি দীর্ণ বেদনা—তার কক্ষ-পঞ্জর জীর্ণ করে দিয়েছে। অনাহত মর্ম্মবাথা তাকে খেলো করে তুলেছে। সেদিনের তাস খেলাই তার প্রমাণ। নতুবা খেলোয়াড়ংয়ে কে কখন সাহেব কাকা করে নিয়ে বোম খায়।

সব কাজের একাগ্রতা হারিয়ে বুঝি ওই এক জায়গায় এনে ফেলেছে। শত একাগ্রতা—হাজার হাজার চিক্ত-চাঞ্চলা তোমায় তার চিঠি এনে দিচ্ছে না—শদি আমি না দিই।

কাজটা করছি বটে—কিন্তু ফলটি তত অতি সুন্দর হল না।
পরশু দিন আমি নিজে 'বাসন্তীভিলা' গিয়েছিলাম। সুযোগমত
লহরীকে একটা বেশ গা দিয়েছি। যথন সেই একবরে সে
গুরুজনগণের পাশে বসেছিল—সেই সময় আমি বলি— হিন্দু-মহিলার
যাকে তাকে পত্র লেখা ভয়ানক অনায়। সেটা বোধ হয় মানস্ব্যাভিচারের পথ সৃষ্টি করে। অবিনাশ বাবুও যথন আমার কথাটা
সম্পূর্ণভাবে সমর্থন কর্লেন—তখন সে রাঙা হয়ে উঠ্ল। চেয়ে
দেখ্লাম— তার ঠোঁট ছটো ঈষৎ কেঁপে,উঠেছে। মনে হল—
আমার স্ব বিবেচনা বুঝি ফাঁস হয়ে গেল। কিন্তু পর মৃহুর্তেই
দেখ্লাম সে দাঁতে দাঁতে ঠোঁট চেপে আন্তে আন্তে সেখেন হতে উঠে
পড়ল। থুৰ খানিকটা হেসে নিলাম। তর্ক করবে—করো তর্ক।

শুন্ছি—লহরীর নাকি খুব অস্থা। ডাক্তার কবিরাজেরা বলেছে—তার অস্থা নাকি শিবেরও অসাধা। তাই পলীভবনে জলবায় পরিবর্ত্তনের জন্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই কারণেই বোধ হয় কালকের চিঠিটাতে কঞ্চরদ কিছু বেশী। কিন্তু তবু চিঠি দিতে পার্ব না—নরম হওয়া হবে না। এতে একটা জীবন বিফল হবে— অপরপক্ষে তিনটে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

কিছুদিন হতে মনের মধ্যে গলেহ উঠেছে—এই অস্থণটা তার স্বেক্ষাক্ত কিনা? কিন্তু এখন যতই দেখ্ছি—সন্দেহটা ততই ঘোরালো হয়ে আস্ছে। মনটাও তাই স্বেচ্ছাক্তত ভিন্ন অস্ত কিছু বলে স্বীকার কর্তে চাচ্ছে না। তা'হলে আমি এতদিন হতে যে এর চরিত্রটা তন্ন করে পড়ে এলাম—সে সবই ভূল। আর এই কথাই ঠিক যে চিরকালই ও ভোলানাথকে প্রাণের চেয়ে বেশী বেশী ভালবাস্ত।

হায়, হায়, বরাবর ঠিক জায়গায় ধরে —রোগনির্ণয় করতে পূর্ণভাবে দক্ষম হয়েও—ঔষধ-প্রয়োগের দোষে রোগী সারিয়ে তুল্তে পারলাম না।

ব্রালাম না—কতই ভুল হয়। দেখ ছি কিন্তু সবটাই ভুলে ভরা। রোগীর অবস্থা আশকাজনুক—সান্তনার কিছুই নেই। ভগবান! এ' কি করলাম! কার জন্তে করে বদলাম –বিধাতার নির্দিষ্ট পথের দাম্নে এদে দাঁড়িয়ে—চাকা ঘুরিয়ে ভুলের বিনিময়ে মহাভুল।

#### ভোলানাথের কথা।

বেশ ত'পত্র লিখ ছিল। তার সে . হৃদয়স্পর্শী ভাষা মর্ন্মচেছনী ভাব আমার হতাশ জীবনে আশার নহর তুলছিল। কি সে বাঁধুনি—কথা মেনে নিয়ে কি সে স্মধুর প্রত্যুত্তর।

কিন্ত বাজ্তে বাজ্তে বীণা থাম্ল কেন? এমন সহজভাবে চিঠিপত্রের মাঝে জীবনের ক্রিয়াটা সচলভাবে বয়ে যাজ্লিল—হঠাৎ ভার গতিটা বন্ধ হল কেন?

মঞ্চলময় আমার জীবনের উপর দিয়ে একটা কালো রেখা টেনে কি মঙ্গল সাধনা করলেন—তা' কে আমায় ব্ঝিয়ে দেবে। ব্রুতে না পারলে যে—তাঁর উপর অটল বিশ্বাস হারিয়ে কেল্ব। সে যে জীবনের ভয়ানক লোকসান।

'সতাই মানব না কি এত অবিশ্বাসী ?' এক একবার মনে হয়— 'এই কিগো স্নেহ দরা মমতার ফল ?' নিজের জীবনটা নিজে চালাতে গিয়েও যেখেনে চোখের উপর পড়ে যায়—এত হ, ম, ব, র, ল, সেখেনে মিথো প্রয়াস পাওয়া—দল বেঁধে স্কণ্ডালার সহিত সংসার চালাতে যাওয়া। কেউ আমার এ' প্রশ্নের স্থামাংসা করে দিল না —বে—যেখেনে যত গোলঘোগ—সেখেনে মামুষ তত যেতে চায় কেন ? ' জগতের কেউ এ প্রশ্ন শুন্ল না—যারা শুন্ল—তারাও পাগল বলে হেঁসে চলে গেল। পণ্ডিত মীমাংসাতীর্থের মীমাংসাও এ' প্রশ্নের নিকট চির-পরাজিত।



আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে—আপনার বৃদ্ধিতে
মরাও ভাল। আমি তার বিপরীতে চলতে গিয়ে নিজের জীবনটাকে
কেমন জটিল করে তুললাম। শাস্তি ও স্থাকে আপনার হাতে
জ্বাই করলাম। অথচ যে প্রশংসার গোলাপী নেশায় পড়ে
সারাজীবনটা লোকমতের উপর নির্ভর করে কাটিয়ে দিলাম—তার ত'
থোজন্ত পাওয়া যার না।

লোকে ভাল বন্বে—লোকে প্রশংসা করবে—এই প্রশংসার লোভটা সম্বরণ করা বড়ই কঠিন। যদিও প্রায় জায়গায় দেখা যায় যে—এ' প্রশংসাটা সকল সময় সকলের ভাগ্যে জোটে না; তব্ তার আকাশকুস্থমের মত অলীক নেশা মামুখ ছাড়তে পারে না।

এ সাহসটুকু আমার নেই। বিজ্ঞলীর নিন্দা স্থ্যাতিতে আমার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হবে—এ' কথা একধার মনেও ওঠে না। যে নিন্দার এত ভয় করি—আজ তার কত মহাভার আমাকে বাধ্য হয়ে কাঁধে নিতে হবে। এতদিনের পর চোখ খুলে গেল—বুঝলাম সরব নিন্দাব চেয়ে নীরব নিন্দার ঝাঁজ অনেক বেশী।

নিন্দা—কলক; সংসারে থেকে যত তার হাত হতে নিস্তার লাভ করতে চেষ্টা করব —তত আরও কাঁধে এদে জেঁকে বস্বে। স্কৃষ্টির কি রকম জাের দিয়ে আজ বলে গেল। মান্তবের মুথের কি তীব্র ঝাল—আমার সমুস্ত শরীরটে ঝলসে দিয়ে গেল। উ: ভাব্তে পার্ছি নে—মাথাটা ঘুরছে। এই কি আমার বিধিদিপি। জীবনে একজন মানবের মৃত্যুর জন্তে দায়ী হতে হল।



স্থাপির মোটেই বুঝ্ল না—আমার প্রাণ কি চায় ? আমি কিসের অরুজ্বদ জ্ঞালায় জ্ঞলছি—পুড়ছি। বাধা তারই বেশী— বে চিরজীবনটা আকুল প্রতিক্ষায় পড়ে থাকে; যে যায়—সেত' পরমেশ্বরের পায়ের তলে সমস্ত যথুণা অর্পণ করে শীতল হয়।

লহরীর ডাক—ভার একটি আহ্বানও আমার কাণ পর্যান্ত আসে নি'। ফি জানি কোথা হতে সে ডাক রুদ্ধ আঘাতে ফিরে গিয়েছে। সে জন্ত দায়ী আমি নই। নিজে হতে যেতে পারি নি—কি করব—মামি যে নেহাৎ অসমর্থ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আজ নরণাহতের আমন্ত্রণ আমার কাণে এসেছে। আজও বিজলী বাদা। আজ আমি কারও কথা শুনছিনে। কারণ বুকের ভিতর হতে কর্ত্তবা আজ বলে দিছেই— যাওয়া তোমার পুবই উচিত। নিষেধ শোনার কোন প্রতিক্ষা নেই। এখন প্রতিক্ষার বাইরে আছি। 'বাসন্তী-ভিলা'ত যেতে হবে না। তাদের পাড়াগেরে বাড়ীকে ত আর 'বাসন্তী-ভিলা' নামে অভিহিত করা চল্তে পারে না।

একটা লোককে ছোট্টকাল হতে সমান ভাবে দেখে এলাম অনাবিল সংসর্গে ব'লা ও কৈশোর জীবনটা কাটিয়ে এলাম;— অথচ তাকে চিন্তে পার্লাম না। এ' কি কম লজ্জার বিষয় এ' ক্ষোভ রাখবার জারগা নেই। যৌবনে প্রথমে সরে দাঁড়ালাম। যদিও দে সংহজই পথ ছেড়ে দিল—তব্ও ব্রুতে চেষ্টা করলাম না— আমার প্রাণ কি চায়। কার জন্তে আমার প্রাণ এত লালায়িত

কেন এমন হয় ? কে বলে দেবে ? ছোট্টকাল হতে কথাও ত' তাই ছিল। কিন্তু কোথা হতে হঠাৎ নিশা অবসান হয়ে গেল—
সায়াক্ষের মাঝ পথে উষা এসে দেখা দিল। কি হতে কি হয়ে
গেল! কিছুই ত' বুঝতে পার্ছি নে। এ' কার ভূল ? এর
জন্তে কে দায়ী ?

দায়ী—বৃদ্ধিন বাবু। যিনি বাংলায় এই নব উপস্থাসের যুগ প্রবর্তক। তিনি পুস্তকে চির্কাল বাসনার স্থানই উপরে দিয়ে এসেছেন। কামনার জয় জয়কারে তাঁর বই পরিপূর্ণ। উপস্থাসে নির্ভির পথ দেখাতে তিনি রাজী নন।

'প্রের্ডি: সর্কভ্তানাং নির্ভিত্ত মহাফলা' এ' তাঁর 'মটো' নয়। তার নাফিকারা অণ্ছন্দ হলেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে থাকেন। কাজেই আজ কালকারের উপন্তাস প্রাবিত বঙ্গদেশের নবীনারা ভাবেন ঐ বুঝি জীবনের চর্ম চরিতার্থতা।

আনি বেদন সরে দাঁড়ালান — অননি অল্লায়াসে তুমিও ত' সরে দাঁড়াতে পারতে ? তা'না করে এ' কি কাজ কর্লে? এ' যে তোমার জাবনের মস্ত ভুল। সংশোধিত না হয়ে আমার জীবন 'র্রটাং' এ' ছাপা হয়ে গেল।

এখন দেখ ছি। অথবা তুমিই দেখিয়ে দিলে—আমার জীবনের আগাগোড়া সব ভুল। তামার সঙ্গে মেশা ভুল—কুমার সন্তব পড়ান ভুল—অভাত্ত বিধে করা ভুল—সংসারে এমন ভাবে জীবন যাপনও ভুল—আর বুঝি আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে

## ভুপ

যাওয়াও ভূল। কোথা হতে এ' ভূল-সম্ভতির মাঝে এসে পড়লাম— যা' হতে স্পষ্টই বুঝতে পারছি—মানবজীবনটাই মহাভূল।

হায়। হায়। হায়।

'অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।' আজ তাকে জীবনের শেষ দেখ্তে যাচ্ছি—ওগো—এও ভুল বিরাট ভুল—মহাভুল।

#### লহরীর কথা।

অনেকদিন পরে পরীমায়ের শীতল অকে আশ্রয় লাভ করলাম।
কিন্তু কই শান্তি ত' পেলাম না। যথন এখান হতে যাত্রা করি—
শ্বতির সাগর আলোড়ন কর্লে দেখতে পাওয়া যায়—তথন মনের
শ্বতির সাগর আলোড়ন কর্লে দেখতে পাওয়া যায়—তথন মনের
শ্বতির ছিল সীমাপ্লাবী—আর আজ যেন সব জল হয়ে গিয়েছে।
সেদিনের উৎসাহ—সেদিনের আনন্দ শ্বরণে আন্লে আজ আকুল
হয়ে আপন-হারা হই। হায়! কোথায় উদ্দাম উচ্ছলতাময়
জীবনের জলকল্লোল—আর কোথায় হতশার দারুণ পেষনে
নিশ্পেষিত অবসাদ।

ডাজ্বার তোমার বাবস্থা কোনও উপকারে লাগ্ল না। তোমার বাণী আমার অভিভাবকদের উপরে কাজ করলেও তোমার জীবন-ব্যাপী অভিজ্ঞতা মামাকে জগতের বৃকে ধরে রাথ্তে সম্পূর্ণ অক্ষম।

# ব্ৰতে পারছিনে— 'আজ শীতের তপনে প্রভাত স্থপনে কি জানি পরাণ কি যে চায়।'

কিসের জন্তে বুকের মাঝখেনে একটা স্থচিভেন্ত যন্ত্রণা অন্তুভব করছি। এ' হাহাকার কার? মনের না—বুভুক্—অন্তরাত্মার। কে তুমি আমার ভিতর বাস করে তিলে তিলে আমাকে ক্ষয় কর্ছ? এস—বার হয়ে এসে স্বরূপ দেখাও। গোপনের কোনও আবশ্রকতা নেই। দরকার হয়—বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তোমায় তর্পণ করব

মন বড় তুর্বল। যাব কি যাব না এই প্রশ্ন আজ প্রায় ছয় মাস ধরে মনের মধ্যে শতবার উঠেছে। মীমাংসা হল না—আর তার দরকারও নেই। আজ কালের অপরিবর্তনীয় আহ্বান এসেছে।

থাক্বার ইচ্ছে হলেও আজ আর থাক্বার যো নেই। আজকে যেতেই হবে—এই হচ্ছে বিধাতার নিদেশবাণী। আর বেশীক্ষণ সবৃদ্ধ ধরণীর সংশ্রব রাখতে পারব বলে বোধ হয় না। সংসারের কি নিদাক্ষণ মোহ। তার এত বিষময় ফল দেখেও যে তাকে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। এই বৃঝি নেশা ?

কত আপনার লোককে প্রাণের কত পরিজনকে এথেনে রেথে থেতে হবে। তাই, কি পারা যায় ? কালার করুণ স্থারে জ্বদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হতে চাচ্ছে। বুঝতে পার্ছি—সকলের মায়া কাটিয়ে চলাম—এখন অন্তিমে পরমেশবের নাম করা উচিত —কিন্তু বুক ভেদ করে আর কাদের নামাবলীতে আমার সারাটি অঙ্গ ছেয়ে ফেল্ছে।

## ভূল

সংসার নির্মান ; অথচ তার উপরে লোকের বেজার মমতা। সংসার সকলের থকে দাগা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে—'আমি তোদের চাইনে'। লোকে কিন্তু হাসিমুখে সে বেদনা সহা করে—যতই বাধা পাচ্ছে—ততই আগ্রহতরে ছুটে আস্ছে। বল্ছে—সরে বেওনা— কাছে এনে তোমার বুকে আমায় একটু জায়গা দেও। কি প্রতি বাবহারের উজ্জন দৃষ্টান্ত।

ভেবেভিলাম—হাসিমুথে বিদায় নেব। হয়ে দীড়াচ্ছে আর এক রকম। কোথা হতে বুক্তরা রাশ রাশ সঞ্চ এসে জমাট বাঁপিয়ে সব দিক গোলমাল করে দিচ্ছে। তারা হাসতে দিচ্ছে না। কত আপনার জনের মুখ চোথের সাম্নে টেনে নিয়ে আস্ছে। তাই হাসতে গেলে কালা আসে। এ' সঞ্চর সাগর ভেদ করে হাসির লহর তোলা আমার সাধ্যাতীত।

একবার খুব চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছেন। মনে হচ্ছে—'তা'না করতে পারলে বৃক কেটে বাবে। কিন্তু তোমরা বলতে পার ভাই আমি কাঁদি কেন ? পৃথিবী আমাকে এমন কি দিয়েছে—যা। ছেড়ে যেতে এত মায়া!

ব্রন্ধাণ্ডের অনিয়ন জড় করে ভূভারতে এসেছি – যার জন্তে সারাটি জীবন ধরে লাঞ্চনা গঞ্জনা ভিন্ন আর কিছুই পাওনা বলে নিতে পারি নি! যে তথু আমার পানে বিরক্তনেতে স্থনাভরে চেয়েছে— তারে ছেড়ে বেতে বৃকে এত বাজে? ধিক মানবের ছর্ব্বলতাকে। কিন্তু অনেক সময় এই ছর্ব্বলতাটুকুই মানবের মানবদ্ধ বলে বোধ

হয়। মনে হয়—এ'টুকু না থাক্লে—ুবো মানব পাযাণের দেবতায় পরিণত হত; জীবনে নবীনত!—স্বর্গতা থাক্ত না। সব নীর্গ উৎকট পুরাণো হয়ে যেত।

সেদিন নেজদির উপর বিরক্ত হলেও—আজ ব্রতে পারছি—
আপন মার পেটের বোন না হলে কি কেউ এত—আপনার
হয়। আমার ক্ষমিত কদয়ের বাসনা তার মনের মধ্যে সচলতা
এনেছে। তাই আমার বাসনার আংশিক পূরণের জন্তেও তিনি
বড় বাস্ত। ভোলানাগকে এখেনে আস্তে খবর দিয়েছেন। কিন্তু
কোনও দরকার ছিল না। বাস্তব জগতে আর তাকে কেন প
বস্তুত্বের কোনও নিদর্শনে বাকে ধরতে ছুতে পারি নে মানব
সমাজ বার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ স্বীকার করবে না—তাকে
আবার ডাকাডাকি করার কি প্রয়োজন প বিধি বিধান অনুনারে
সে এখন পরের। যদিও আনাতে আজও আমার কিছু স্বন্ধ আছে—
তবু তা অমন বাজে প্রত্ কর্তে পারি নে। আপনার ব্রে কাজ
কর্তে হলে দান্তিব্জ্ঞানকে পুব্ বড় করে গর্তে হয়। ননে আস্ক্রে
কবিতার চটি লাইন—

'কেন গো কালা

কিবা মান অপমান যাচ্তার কৈন ব' নতজাকু হয়ে কিবা দান প্রতিদান।' হায় – মেজদি! এ' ভিফার প্রবৃত্তি কেন ? ভিকার ভাত কি

## ভূল

এতই মিঠে ? এ' কথা কি জান না—ভিক্ষা ধনীর ছয়ার হতে রিক্তভাবে ফিরে এলে সে ভাবু একলা আসেনা। নিয়ে আসে সঙ্গে করে – রাশ রাশ আবর্জনার মত স্থণায় ভরা তাচ্ছিলা।

না—না—দে কেন আস্বে? কিসের টানে—কোন্ মল্লের কুহকে এ অসম্ভব সম্ভব হবে। আমায় দেখা দিতে আস্ছে—
আমার জীবনের আংশিক সফলতা সম্পাদন করতে সে ব্বি দ্যা
করে আস্ছে।

মিথ্যা কথা। কে বলে আমার জীবন অসম্পূর্গ ? ফুলের ফুটেই স্থখ। সে আপনিই ফোটে—আপনি আবার ঝরে পড়ে। তখন সে নোটেই দেখতে চায় না—কেউ তাকে পরমেশ্বরের পায়ের তলায় পৌছিয়ে দিচ্ছে কি না ?

ও কি ! গোলমাল কিদের ? একটা কেমন চাপা গলার কালার হার কেন আসছে ?

কি হয়েছে রে কমলা ? কি বলি ? 'ছোলানাথ বাবু এলেছেন ?'

সে কেন এসেছে ? তার আসার ত' কোনও আবশ্রক নেই।

ত কি ! বুক কেন হক হক করে কেঁপে উঠছে। এ কি সান্ধিক
ভাবের বিরাট রাজসিক উন্মাদনা ! তাইত ? সত্যিই ত' সে এসেছে ।
কেন এলে —তুমি জীবনের অক্তে পিছন হতে মায়ার ডোরে বাঁধতে
কেন এলে ? ওগো এ কাজ হল কার ভুলে ? তুমি আজ এ পথে
এসেছ —কোন্ জীবনের মহা ভূলে ?

তোমরা ডাক্ছ---ডেক না। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিও না--আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিও না। আমি যেন এই ভাবে থেতে পারি।
এই ভুলকে বুকে ধরে থেন চলে থেতে পারি।

সতা মিথা। কিছু জান্তে চাইনে; হোক্—জীবনের ভধু ধ্রুব লক্ষ্য আজকের এই মহা ভূল।

## সুন্থিরের কথা।

সব শেষ। আজ হতে থেমে গেল —এ গৃহের হাসি কোলাহল।
চোখের উপর দিয়ে কি স্থানর একটা 'ট্ট্যাজিডি' অভিনীত হয়ে গেল।
হায়! ভগবান যদি 'ট্যাজিডি' না করে 'কমিড়ি' করতেন—তা'
হলে একটু আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াত—যার 'রোমান্দের' একটু
আব্-হাওরা লেগে আমরাও পুলকে মেতে উঠ্তাম।

Man proposes. God disposes.—মানুষ গড়ে ঈশর ভাঙ্গেন সকত অনন্ত জুশান্ত বাসনা নিয়ে সংসারে এসেছিল—হাওয়ার উপরে স্থানের র্মা বাসা বেঁধেছিল—তাই ষেই একটু প্রেতিকূল বায় বায়ে গোল -- অমনি সব ফর্সা। একটু কিছুর চিহ্নও খুঁজে পাওয়ার যোনেই।

আমিও আজ এ বাড়ী হতে বেঞ্লাম। যে দিন প্রথম এ বাড়ীতে আসি—তথন কত অনন্ত মাধুরীময় আনন্দের উৎস দেখেছি। পরে থাক্তে থাক্তে কত হাসি-কান্নার জোয়ার ভাঁটা দেখলাম। আর আজ—

- থাকৃ আর বলতে পারছি নে।

কি উদার অনন্ত মেহ এই রামকিলর বাবুর পরিবারদের। যার একটু কণা পেরে গরিব আমি ধনী হয়ে গিয়েছিলাম—রেহের কাঙাল পড়নীর ছেলে বিজ্ঞলী বাবু ক্কভার্থ হয়েছিলেন—আর কুটুছের সন্তান ভোলানাথ বাবু যাদের পেয়ে প্রবাসের ছাল ভুলে আপনাকে হল্ত মনে করেছিলেন। তাদের সেই প্রাণ ভরা মেহের—বুক ভরা মায়ার আজ কি সিষ্টি প্রতিদান।

উদাসীন আমি—দূর থেকে সব দেখ্ছি—তবু বেদনায় বৃক ভেক্ষে বাছে: উঃ কি কষ্ট অনিবাচনীয় !

ঠিক ব্ঝে উঠ্তে পারছিনে—তাঁদের কত কষ্ট—গারা এ অভিনয়ে Main part act করলেন। সামান্ত একটু সংশ্রবে আমার হৃদয় কত মুসড়ে পড়েছে, মনে করলেও মাথা ঘুরে ওঠে— ভাদের মধ্যে কারও অবিবেচনায়—কারও অতি সাবধানতায় ঠাকুর গড়তে গড়তে এই মেকুর গড়া হয়ে গেল।

একমাত্র জানি চিত্তজয়ী কবি গেয়েছেন—

"জীবনটা ত' দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল

এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল।"

কিন্তু বাস্তব জগতে কেউ হাসিমুখে মৃত্যুকে এমন ভাবে আলিঙ্গন করতে পারে—তা' এই ছোড়দিই দেখিয়ে দিয়ে গেল। মৃত্যুর করাল ছায়া চোখের কোণে চিহ্ন এ কৈ দিয়েছে—তবুও ঠোটের কোণে বিজয়ী বীরের মত সরল মধুর হাসি! হায় ভোলানাথ বাবু! রত্ন চিন্লেন না —মণি ফেলে কাচ মহারত্ন মনে করে তুলে নিলেন। বে সাহিত্য আপনার অতি প্রিয়—সেই সংস্কৃত সাহিত্যই ত' বলে দেয়—

"মণিলু ঠিতি পাদেষু কাচঃ শিরঃস্থার্য্যতে যথৈবান্তি তথৈবান্ত

কাচ: কাচ: মণির্মণি:।"

কিন্তু এতথানি উজ্জ্বল প্রতিভার কেমন করে এমন আত্মহত্যা হল—
ভা'ঠিক বুঝে উঠ্তে পারল:ম না। যে বৃদ্ধিমত্তা কালে বিশ্বের
ইতিহাস উন্টে পাল্টে দেয়—তার অভিছের পূর্ব্বাভাস বালিক।
ছোড়দিতে দেখতে পেয়েছিলাম। সেই জ্বন্তেই ত' ভক্তিতে মাথা
অবনত হয়েছিল।

আজও চোথের কোলে ভেসে ভেসে এসে দেখা দিচ্ছে—
শাশানের সেই দকক্ দৃশা। চিতার বক্ষে শবের ঠোঁটে হাসির
ধারা—ব্ঝিয়ে দিয়ে যায় একেই বলে হাসি মুখে বুকের ছোঁরা গোপন
করা।

মৃতের শিয়রে গাড়িয়ে তার পিতা স্বহস্তে মুখ-আগুনি করছেন।

সে কি ভীষণ। যার নির্মান করুণ রসের ধারা স্বতঃই মনে এনে দেয়—মাইকেলের ইন্দ্রজিতের শবের পার্থে রাবণের কথা: অদূরে ভোলানাথ বাবু এক দৃষ্টে মরণাগতের অন্তিম ছবি দেখুছেন। আর বিজলী বাবু বোধ হয় মৃত্যুর ছ্যান্তের নবীন অতিথির নির্বাক তিরস্কারে উদাস নয়নে উন্তান্ত প্রাণে গগনের প্রতি বন্ধ দৃষ্টি।

শ্বশান সেইদিন হতে আমায় পাগল করে দিয়ে গেল। এখন আর জীবনে শবের অফুগমন করতে পারি নে। শ্বশানে বেড়াতে গেলে বুক ধড়াস ধড়াস করে কেঁপে ওঠে।

ছোট্ট কাল হতে বরাবরই শ্রামি গান গেতে ভালবাস্তাম। ভার মধ্যে করুণ রসটাই বড় প্রিয় হয়ে নাড়িয়েছিল। বড় ভাল লাগত—

> 'পেয়ে মাণিক হারালাম মা আমি অতি লক্ষী-ছাড়া অ'াধারে পথে দেখতে পাইনে কোথা আছিস দেমা সাড়া।'

বিজয়ার গান গেয়ে গয়ে প্রাণ মেতে উঠ্ত। বিজয়া আমার বড়ই প্রিয়। কিন্তু এখন আর বিজয়ার গান গেতে পারিনে। বিজয়া যে নিজের চোখে দেখেছি। আজ কত বেশী উক্জ্বল সত্য বলে মনে হচ্ছে—

বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লক্ষা কাঁদিল বিষাদে।

প্রে। ভোলানাথ বাবুব কথা মনে কবতে পার্ছিনে। তাঁর
কপা মনে হলে নীবৰ গুম্ব বৃক নেটে যেতে চায়। অবিরাশ
কলন বায় তাল বুক ভোলে গিনেছিল। মুখেব বব বুঝি তিনি
চিন্দিন্ব মত লালিন নেলেছেন। কাঁদেহ ভোলানাথ বাবু, কভ
ভালন বাব তুনি চাঁদেলে অব কৰেছ তা' আজও যত পাব কাঁদ।
এ কালাব ভোমাব এখানে বিবতি নে। চোখেব জলে পাপেব
মলা বুয়ে নাব। নোনাই আভাবন কাঁদিতে হবে। যে ভুল তুমি আছে
কলেছ সালাধনতান সে ভুলেব প্রাহাশ্চিত বুঝি আজাবন তুবানল।
ভানিন ভাবত-প্রেথ সে তেন্যাৰ অকুস্বণ করবে কি না ?

ক্ষ ব বিল্লা বাব। যে ভূলটা তোমান হাতেব উপৰ দিয়ে ঘটে গেল— দুমি কোন শাশ এন শাতি সোধ বব — তাব উপৰ সহস্ৰ সহস্ৰ কবিতা লিখে দেও— ত তে'মান এ ভূলেব প্ৰতীকান হবেনা। তোমান— .

'ক্ষণেক দাঁডাও পাস্থ, নত কবি শিব। নীববে সচিয়া হেথা নিদাকণ জ্বালা গোপনে মনম তলে শুযেছে বে বাল। বহি বক্ষে ব্যথা অভিশপ্ত ধরিত্ত্বীব।'

ষতই কঞা হে।ক্ যতই অমৃত মধুৰ হোক্—লোকেব বুকেব উপন্ন আধিপত্য বিস্তার কক্ক—তোমার কলম বেখা মুছে দিতে পাক্সৰে না। সবাই বসবে —এ তোমার মহা ভুল।

সমাঞ্জ।

## গ্রন্থকারের অক্যান্য পুস্তক।

- ১। ঘরে-পরে—শ্ল্য ১। পাঁচ দিকা মাত্র। প্রবীণ সাহিত্যিক প্রবর স্বর্গগত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—মহাশয়েব অভিমত—
- \* \* \* আপনি একটি মহান আদর্শকে মহিমান্তিত করিয়া

  ব্যাছেন। \* \* \* কিন্তু এ সাধু পরামর্শ দেশের লোক গ্রহণ

  করিবে কি? \* \* \* আমি সকলকে পুত্তকথানি পড়িতে

  অক্রোধ করি।"
- ২। ব্যথার সুখে—সূলা ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। কি
  করিয়া ছাবের ভিতর হইতে স্থের তার পাওয়া যায়—এবং বর্ত্তমান
  শিক্ষিত সম্প্রদায়ে ও প্রবীণ সম্প্রদায়ে যে হন্দ তাহা এই পুস্তকে
  পরিক্ট হইয়া উঠিয়াছে। পড়িলেই আত্মহারা হইতে হয়।

প্রত্যেক পৃস্তকেরই তক্তবে ছাপা ও ঝক্ঝকে বাঁধাই
প্রাপ্তিয়ান—'স্বস্তায়ন পাব্লিশিং হাউদ্।
মহেশপুর পোঃ ( যশোহর ) এবং

শুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এশু সন্স্—২০৩।১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট বরেন্দ্র লাইত্রেরী—২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

রাজলন্দ্রী পুস্তকালয় প্রাঞ্জতি কলিকাতার অক্সান্ত পুস্তকালয়।